

# আমার বাংলা বই

## চতুর্থ ভাগ

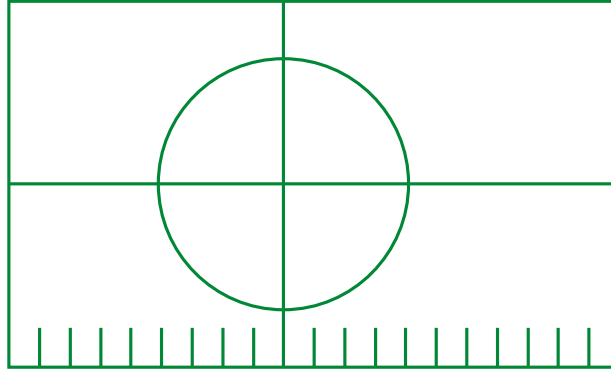


## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় ঘন সবুজ রঙের ওপর উদীয়মান সূর্যের রঙের একটি লাল বৃত্ত থাকবে।

## পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি



দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০: ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদ বিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

## ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি X ১৮৩ সেমি (১০' X ৬')

১৫২ সেমি X ৯১ সেমি (৫' X ৩')

৭৬ সেমি X ৪৬ সেমি (২½' X ১½')

## জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।  
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥  
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,  
মরি হায়, হায় রে-  
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥  
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-  
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।  
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,  
মরি হায়, হায় রে-  
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

### গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

---

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।  
চিরদিন তোমার আকাশ,  
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,  
আমার প্রাণে  
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,  
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥  
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,  
মরি হায়, হায় রে-  
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,  
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি  
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ।  
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥  
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-  
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।  
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,  
মরি হায়, হায় রে-  
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,  
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন  
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥  
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৫ শিক্ষাবছর থেকে

চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

---

# আমার বাংলা বই

## চতুর্থ ভাগ

রচনা

মনসুর মুসা

ড. মাহবুবুল হক

রূপা চক্রবর্তী

জসীম উদ্দীন আহমদ

সম্পাদনা

প্রফেসর কবির উদ্দিন আহমদ মজুমদার

---

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

## পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০০৪

পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০০৭

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০০৯

## কম্পিউটার কম্পোজ

লেজার স্ক্যান লিঃ

## প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন

সবিহ্-উল-আলম

## ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

---

মুদ্রণ :

# প্রসঙ্গ কথা

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রীর মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের নতুন পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়।

বাংলা বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নির্বাচিত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ চতুর্থ শ্রেণীর জন্য নতুন বাংলা পাঠ্যপুস্তক “আমার বাংলা বই” চতুর্থ ভাগ রচনা করেন। কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের সহায়তায় বইটির যৌক্তিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। অতঃপর প্রফেশনাল কমিটি এনসিসিসি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পুস্তকটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, রাষ্ট্র ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম। প্রাথমিক স্তরে শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ভাষা শেখার চারটি দক্ষতা শোনা, বলা, পড়া ও লেখা যেন সমানভাবে অর্জন করতে পারে, সে জন্য তাদের বয়স, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে বাংলাভাষায় শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাগুলো পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। এ যোগ্যতাগুলো যেন শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা বইটি রচনা করা হয়েছে। শিশুনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও পাঠ সহজ করার জন্য জীবনভিত্তিক ও সমকালীন চাহিদা উপযোগী পাঠ্যাংশ নির্বাচন ও সংগতিপূর্ণ ছবি সংযোজন করা হয়েছে। ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ভাষা শেখার দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীরা পুরোপুরি অর্জন করতে পারল কিনা, তা যাচাইয়ের জন্য পাঠশেষে অনুশীলনী রয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তাই, পাঠ্যবইয়ের উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো বই পৌঁছে দেয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে এ বইয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ বইটি রচনা, সম্পাদনা ও মূল্যায়নসহ প্রকাশনার কাজে আন্তরিক ভাবে মেধা ও শ্রমদান করেছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যাদের জন্য বইটি প্রণীত হল, তারা উপকৃত হবে এবং আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

**প্রফেসর মো: মোস্তফা কামালউদ্দিন**

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

# সূচিপত্র

| বিষয়                            | পৃষ্ঠা |
|----------------------------------|--------|
| ১. রূপময় বাংলাদেশ               | ১      |
| ২. বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা           | ৮      |
| ৩. প্রিয় শিক্ষক                 | ১১     |
| ৪. বন্ধুর কাছে চিঠি              | ১৭     |
| ৫. মুক্তির ছড়া                  | ২২     |
| ৬. বাংলার খোকা                   | ২৫     |
| ৭. বীরপুরুষ                      | ২৯     |
| ৮. কাজী মোতাহার হোসেনের ছেলেবেলা | ৩৩     |
| ৯. মা                            | ৩৯     |
| ১০. খলিফা হজরত ওমর (রা.)         | ৪২     |
| ১১. কাজীলা দিদি                  | ৪৬     |
| ১২. পাকীর গান                    | ৫০     |
| ১৩. অবাক যন্ত্র কম্পিউটার        | ৫৪     |
| ১৪. এক বছরের রাজা                | ৫৯     |
| ১৫. জানাজানি                     | ৬৫     |
| ১৬. নিমন্ত্রণ                    | ৬৮     |
| ১৭. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান     | ৭১     |
| ১৮. পারিবা না                    | ৭৭     |
| ১৯. হেমন্ত                       | ৮০     |
| ২০. শীতের পিঠাপুলি               | ৮৩     |
| ২১. হবে তবু শিখতে                | ৮৭     |
| ২২. টুনটুনি ও কুনোব্যাঙ          | ৯০     |
| ২৩. সমবায় ভাবনা                 | ৯৫     |
| ২৪. স্বদেশ                       | ৯৮     |
| ২৫. সুন্দরবন                     | ১০২    |
| ২৬. একটি মজার ফুটবল খেলা         | ১০৬    |
| ২৭. প্রার্থনা                    | ১১১    |
| ২৮. ছোটমামার গল্প                | ১১৪    |
| ২৯. সব পেয়েছির দেশে             | ১২১    |
| ৩০. লিপির গল্প                   | ১২৫    |

# রূপময় বাংলাদেশ

সূর্য ওঠে।

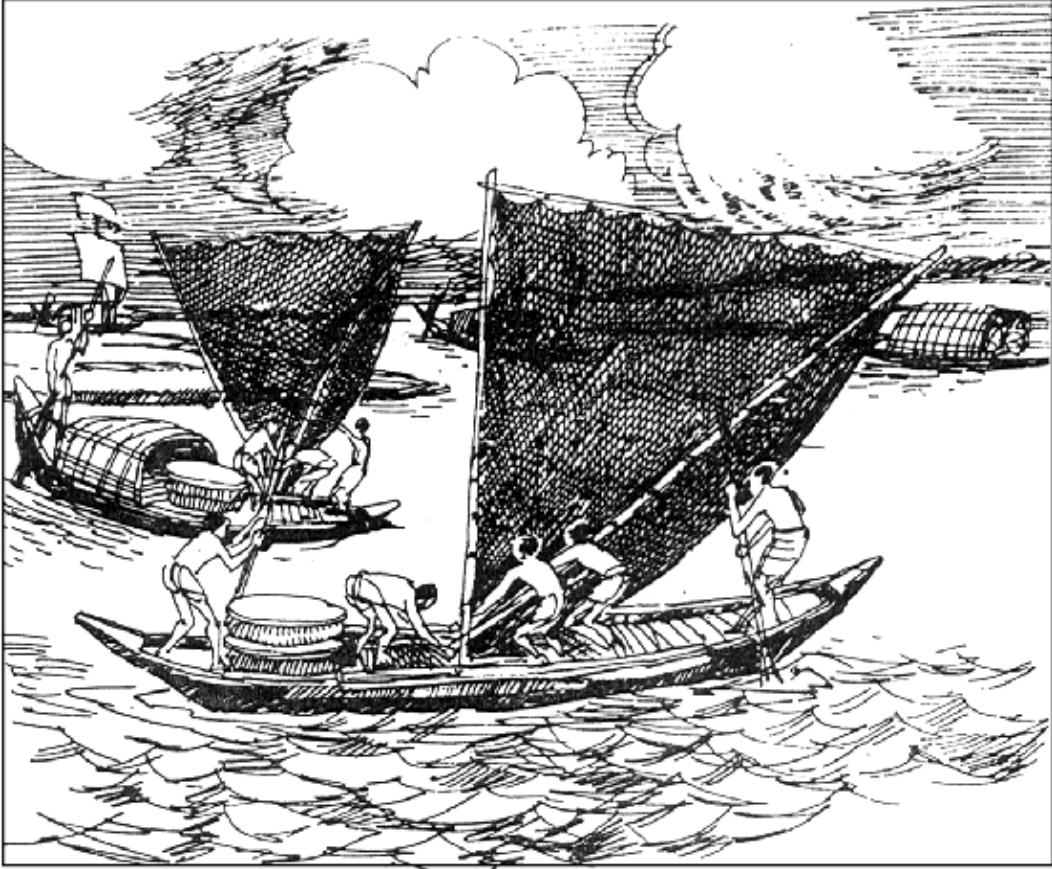
ভোরের আলোয় জেগে ওঠে একটি দেশ। সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়ে সে দেশের বুকে। পাখি ডাকে। সবুজ পাতার আড়ালে শিস দেয় ভোরের দোয়েল। দখিনা বাতাসে দোলে ফসলের মাঠ। যেদিকে যাই, পায়ের নিচে নরম সবুজ ঘাস। যেদিকে তাকাই, সেদিকে দেখি সবুজের সমারোহ। চির সবুজ এই দেশের নাম বাংলাদেশ। এ দেশ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি।

সুন্দর এই দেশ। এর প্রকৃতির নানা রূপ, নানা রং। এ দেশের ফসলের মাঠ সবুজ। সেই সবুজ মাঠের বুকে কৃষকেরা সারা দিন কাজ করে। তাদের যত্নে ও পরিশ্রমে ফলে সোনালি ফসল। মাঠের বুক চিরে সরু পথ ঐকেবেঁকে বহু দূর চলে গেছে। মাঠের পর গ্রাম। আম-জাম-কাঁঠালের নিবিড় ছায়াঘেরা গ্রামগুলো দেখতে সুন্দর। এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে।



সুনিবিড় ছায়াঘেরা এসব গাঁয়ের পাশ দিয়ে কোথাও বয়ে গেছে ছোট নদী। বৈশাখে সে নদীর পানি কমে যায়। স্বচ্ছ পানির নিচে চিকচিক করে সাদা বালি। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সেখানে আঁচলে ছেকে ছোট ছোট মাছ ধরে। দু পাড়ের মানুষ নদীতে গোসল করে। কলসি-কাঁখে গাঁয়ের মেয়েরা নদী থেকে পানি আনতে যায়। বর্ষাকালে কানায় কানায় ভরে ওঠে নদী। কখনও নদী আর ফসলের মাঠ পানিতে একাকার হয়। শরতে-হেমন্তে নদীর বুকে চর জাগে। চরে গজায় কাশ ও শরবন। সেখানে বাসা বাঁধে নানারকমের পাখি। কাশফুলে সাদা হয়ে থাকে নদী-তীর।

বাংলাদেশে আছে অনেক নদী- পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, মধুমতি, ধানসিঁড়ি, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা, কর্ণফুলি, সাংগু ও আরো কত নাম। নদীতে লঞ্চ-স্টিমার চলে। পাল তুলে দূরে পাড়ি দেয় বড় বড় মালবাহী নৌকা। মাঝিরা গায় ভাটিয়ালি গান। নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরে জেলেরা। পদ্মা-মেঘনায় ধরা পড়ে রুই, কাতলা আর রুপালি ইলিশ।



এ দেশের উত্তর অঞ্চলের প্রকৃতি একটু রুক্ষ। সেখানে যত দূর চোখ যায় তত দূর দেখি ধূ ধূ করা মাঠ। মাঠের পর একটি দুটি গ্রাম। তারপর আবার মাঠ। এসব মাঠে ফসল ফলে। আখের খেতে কৃষকেরা আর পানের বরজে বারুজীবীরা কাজ করে। কোথাও দেখা যায় বিশাল আমের বাগান। গ্রীষ্মকালে উত্তরবঙ্গে গরম বাতাসে ধূলো ওড়ে। শীতকালে নামে তীব্র শীত। মোষের গাড়ি হাঁকিয়ে দূরের পথে পাড়ি দেয় গাড়িয়াল। তাদের গলায় শোনা যায় ভাওয়াইয়া গানের সুমধুর সুর।

দেশের দক্ষিণে রয়েছে সুনীল সাগর। সাগরপাড়ের মানুষ খুব সাহসী। নীল সাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে তাদের গভীর মিতালি। কেউ নাবিক হয়ে সাগর পাড়ি দেয়, কেউ নৌকায় ভেসে ভেসে সাগরে মাছ ধরে। দূর সাগরে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড় ওঠে। উপকূলে আঘাত হানে প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস। তখন সাগর পানিতে ভেসে যায় ঘরবাড়ি, মানুষজন।

কক্সবাজারে সাগরতীরে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ ও সুন্দর বেলাভূমি। সাগর সৈকতে আছড়ে পড়ে সাগরের ঢেউ। এখানে কেউ ঝিনুক কুড়ায়, কেউ দেখে সূর্যাস্তের অপূর্ণ দৃশ্য। পৃথিবীর নানা দেশের পর্যটক এখানে বেড়াতে আসে।

দেশের দক্ষিণ প্রান্তে সাগরের কোল ঘেঁষে সুন্দরবন। এ বনের ভেতর জালের মতো

ছড়িয়ে রয়েছে ছোট ছোট অনেক নদী আর খাল। এই সব নদী বেয়ে বনের ভেতর ঢুকলে ভয়ে গা হুমহুম করে। এই বুঝি বাঘ এল রে! বনের ভেতর কোথাও কোন শব্দ নেই, মাঝে মাঝে হঠাৎ ডেকে ওঠে একটি দুটি অচেনা পাখি। এ বনে বাঘ আছে, আছে হরিণ, সাপ আর



নানা- জাতের পাখি । বাওয়ালিরা সুন্দরবনে কাঠ কাটে, মৌয়ালরা সংগ্রহ করে মধু ।

সুন্দরবন ছাড়া এদেশে রয়েছে পাহাড়ী বনাঞ্চল । গভীর বনের উঁচু উঁচু গাছের ফাঁকে ঘুরে বেড়ায় বুনো হাতির পাল । ঝরনার পানিতে শুঁড় ডুবিয়ে তারা পানি খায় । পাহাড়ী এলাকার মানুষ খুব পরিশ্রমী, সহজ-সরল তাদের জীবন । পাহাড়ের উঁচুতে কাঠের গুঁড়ির শক্ত ভিতের ওপর তারা বাড়িঘর তৈরি করে । পাহাড়ের গায়ে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে তারা জুম চাষ করে । মেয়েরা পিঠে সন্তান ঝুলিয়ে ঘরে-বাইরে কাজ করে ।

সিলেটের পাহাড়ী অঞ্চলে বাস করে মনিপুরী ও খাসিয়া লোকজন । ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ে ও মধুপুর গড়ে বাস করে হাজং ও কোচ । রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের অধিবাসীরা চাকমা, মুরং, কুকি, লুসাই, মারমা, টিপরা প্রভৃতি জাতিসত্তার মানুষ । উত্তর বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে বাস করে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী ।



সিলেটের টিলায় টিলায় সাজানো চা-বাগান । ছবির মতো সুন্দর এসব চা-বাগান ।  
বাগানের এখানে ওখানে ছায়া করে আছে বড় বড় গাছ । গাছে গাছে পাখ-পাখালির মেলা

এই আমাদের দেশ। বিভিন্ন ঋতুতে এ দেশ নতুন নতুন রূপ ধরে। কখনও রোদে ঝলমল করে এ দেশের সবুজ প্রকৃতি। কখনও বৃষ্টিতে ভিজ়ে ঝাপসা হয়ে আসে দূরের মাঠ। আবার কখনও অন্ধকার রাতের আকাশ তারায় তারায় ঝিকমিক করে ওঠে। কখনও রাতে আকাশের বুকে চাঁদ জাগে। জ্যোৎস্না ঝরে পড়ে সবুজ বনে, সবুজ মাঠে। এত রূপ দেখে মন আনন্দে ভরে যায়।

এই আমাদের বাংলাদেশ - নানা রূপে রূপময় সুন্দর একটি দেশ। এ দেশে জন্ম নিয়েছি বলে আমরা গৌরব বোধ করি।

(১৯৯৫ শিক্ষাবর্ষের চতুর্থ শ্রেণীর আমার বই থেকে গৃহীত)

## পাঠ শিখি

### ১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার শিখি

**শরবন-** এক ধরনের বড় ঘাসবন, খাগড়াবন। শরবনে বুনো হাঁস বাসা বাঁধে।

**রুক্ষ-** শক্ত, কঠিন। রুক্ষ মাটিতে ভালো ফসল ফলে না।

**জলোচ্ছ্বাস-** যে জলস্রোত সমুদ্র থেকে ফেঁপে উঠে তীরের সবকিছু ভাসিয়ে নেয়।

১৯৭০ সালের জলোচ্ছ্বাসে এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

**বেলাভূমি-** নদী বা সাগরের তীর। সাগরের ঢেউ বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ে।

**সৈকত -** বেলাভূমি, নদী বা সাগরের বালুময় তীর। সাগর সৈকতে ঝিনুক কুড়াতে ভালো লাগে।

**পর্যটক -** ভ্রমণকারী, যে ভ্রমণ করে। পর্যটকের মতো পৃথিবী ঘুরে বেড়াও, জ্ঞান লাভ করবে।

**বাওয়ালি-** যারা সুন্দরবনে কাঠ কাটে ও গোলপাতা সংগ্রহ করে। বাওয়ালিরা সাহসী

মানুষ। সুন্দরবনের বাওয়ালিরা খুব সাহসী।

**মৌয়াল-** সুন্দরবনে যারা মধু সংগ্রহ করে। মৌয়ালরা সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করে।

**জুম-** পাহাড়ী অঞ্চলে যে চাষ হয়। বন কেটে পাহাড়ী ঢালু জায়গায় আবাদী জমিতে

জুম চাষ হয়। এবার জুমে ভালো ফসল ফলেছে।

**জাতিসত্তা-** জাতিগত স্বাতন্ত্র্য, জাতিগত পরিচয়। পাহাড়ী অঞ্চলে অনেক জাতিসত্তার

মানুষ বসবাস করেন।

## ২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি এবং লিখি

- ক. কোন দেশকে চির সবুজের দেশ বলা হয়েছে? কেন বলা হয়েছে?
- খ. নদীতীরের গ্রামের একটি ছোট্ট বর্ণনা লিখি।
- গ. এ দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রকৃতি কেমন?
- ঘ. এ দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলে আমরা গৌরববোধ করি কেন?
- ঙ. সাগরপাড়ের মানুষ কেমন করে জীবন কাটায়?
- চ. সুন্দরবনের একটি ছোট্ট বর্ণনা লিখি।
- ছ. পাহাড়ী অঞ্চলের লোকজন কেমন?

## ৩. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাঁ দিকের শব্দের সঙ্গে মেলাই

যেমন-স্বচ্ছ-পানি

|           |        |
|-----------|--------|
| স্বচ্ছ    | বন     |
| সবুজ      | গান    |
| ভোরের     | শীত    |
| ভাটিয়ালি | সাগর   |
| তীব্র     | পানি   |
| সুনীল     | দোয়েল |

## ৪. ডান দিক থেকে শব্দ এনে শূন্যস্থান পূরণ করি

- ক. সবুজ পাতার আড়ালে শিস দেয়-----দোয়েল।
- খ. স্বচ্ছ পানির নিচে-----করে সাদা বালি।
- গ. মাঝিরা গায়-----গান।
- ঘ. সাগরসৈকতে আছড়ে পড়ে নীল-----টেউ।
- ঙ. কখনও-----আকাশের বুকে চাঁদ জাগে।
- চ. পাহাড়ী মানুষেরা-----চাষ করে।

ভাটিয়ালি  
রাতে  
ভোরের  
জুম  
চিকচিক  
সাগরের

#### ৫. নিচের বাক্যগুলো পড়ি

আকাশে ওড়ে সাদা গাঙচিল।

পদ্মায় ধরা পড়ে রূপালি ইলিশ।

সুন্দরবনের বাঘ খুব হিংস্র।

শীতকালে উত্তর বঙ্গে তীব্র শীত নামে।

ওপরের বাক্যগুলো থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ খুঁজে বের করি।

যেমন, গাঙচিল-একটি পাখির নাম, এটি বিশেষ্য পদ। গাঙচিল দেখতে কেমন?

-সাদা। এটি একটি বিশেষণ পদ। এ শব্দ দিয়ে পাখির গায়ের রং বোঝাচ্ছে।

ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের নাম মাত্রই বিশেষ্য। বিশেষ্যের গুণ বা অবস্থাবাচক শব্দকে বিশেষণ বলে।

# বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা

কায়কোবাদ

বাংলা আমার মাতৃভাষা  
বাংলা জন্মভূমি।  
গজ্ঞা পদ্মা যাচেছ ব'য়ে,  
যাহার চরণ চুমি।  
ব্রহ্মপুত্র গেয়ে বেড়ায়,  
যাহার পৃণ্য-গাথা!  
সেই-সে আমার জন্মভূমি,  
সেই-সে আমার মাতা!  
আমার মায়ের সবুজ আঁচল  
মাঠে খেলায় দুল!  
আমার মায়ের ফুল-বাগানে,  
ফুটছে কতই ফুল!  
শত শত কবি যাহার  
গেয়ে গেছে গাথা!  
সেই-সে আমার জন্মভূমি  
সেই-সে আমার মাতা!  
আমার মায়ের গোলা ছিল,  
ধন ধান্যে ভরা!  
ছিল না তার অভাব কিছু,  
সুখে ছিলাম মোরা!  
বাংলা মায়ের স্নিগ্ধ কোলে,  
ঘুমিয়ে রব আমি!  
বাংলা আমার মাতৃভাষা  
বাংলা জন্মভূমি!  
(সংক্ষেপিত)



## পাঠ শিখি

### ১. জেনে নিই

- ক. আমাদের জন্মভূমির নাম বাংলাদেশ এবং আমাদের ভাষার নাম বাংলা ভাষা। দেশের নদ-নদী, মাঠ-ফসল, ফুল-ফল আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। বহু কবি মুগ্ধ হয়ে আমাদের দেশের ও ভাষার প্রশংসা করেছেন। এই দেশ মায়ের মতোই মমতাময়ী, স্নেহময়ী। এই মাতৃ-সমা দেশের কোলেই চিরকাল থাকব আমরা।
- খ. মূল কবিতার বানান অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

### ২. শব্দার্থ জেনে নিই

|         |   |                                    |
|---------|---|------------------------------------|
| চরণ     | - | পা                                 |
| যাহার   | - | যার ('যাহার' সাধুরীতির শব্দ)       |
| চুমি    | - | চুম্বন করি (কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ)  |
| পুণ্য   | - | সৎকর্ম/ভালো কাজ                    |
| গাথা    | - | পালাগান/কাহিনীকাব্য                |
| মাতা    | - | মা/জননী                            |
| গোলা    | - | ধান, ফসল ইত্যাদি রাখবার স্থান/আড়ত |
| স্নিগ্ধ | - | মোলায়েম/ স্নেহপূর্ণ/লালিত্যপূর্ণ  |
| র'ব     | - | থাকব (কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ)        |
| ব'য়ে   | - | প্রবাহিত হয়ে                      |

### ৩. শূন্যস্থানে পরের চরণ লিখি

- ক. বাংলা আমার মাতৃভাষা  
.....।  
গজগা পদ্মা যাচ্ছে ব'য়ে  
.....।
- খ. আমার মায়ের সবুজ আঁচল  
.....।  
আমার মায়ের ফুলবাগানে,  
.....।
- গ. আমার মায়ের গোলা ছিল,  
.....।  
ছিল না তার অভাব কিছু,  
.....।

৪. কবিতাটি আবৃত্তি করি।
৫. কবিতাটির প্রথম স্তবক ও তৃতীয় স্তবক লিখি।
৬. কবিতাটিতে কবি কী বলেছেন তা সংক্ষেপে বলি ও লিখি।
৭. কবিতাটির যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো লিখি ও যুক্তবর্ণ আলাদা করি।
৮. নির্ধারিত এই শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি : জন্মভূমি, পদ্মা, আঁচল, দুল, ফুল-বাগান, গোলা, অভাব, স্নিগ্ধ।

**কবি পরিচিতি :** কবি কায়কোবাদ ঢাকার নবাবগঞ্জের আগলাপূর্বপাড়া গ্রামে ১৮৫৭

**কায়কোবাদ** খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খণ্ড কবিতা, মহাকাব্য ও কাহিনী কাব্য রচনা করেন। তবে মহাকাব্য রচনা করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর মহাকাব্যের নাম ‘মহাশ্মশান’। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে তিনি এই মহাকাব্য লেখেন। এই মহাকাব্যের জন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য ‘কুসুম-কানন’, ‘অশ্রুমালা’, ‘অমিয়-ধারা’, ‘মহরম শরিফ’ ইত্যাদি। এই কবিতাটি ‘অমিয়ধারা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। কবি হিসেবে তিনি ‘কাব্যভূষণ’, ‘বিদ্যাভূষণ’ ও ‘সাহিত্যরত্ন’ উপাধি লাভ করেন। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।’

## প্রিয় শিক্ষক

জানুয়ারি মাস। চতুর্থ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হয়েছে। প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসে এসেছেন শ্রেণী- শিক্ষক নাসরিন জাহান। তিনি শ্রেণীতে প্রবেশ করে সবাইকে শুভেচ্ছা জানালেন। বললেন, ‘তোমরা সবাই আমার চোখে সমান’। কিন্তু পরে তিনি বুঝেছিলেন কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়।

সেদিন সামনের সারিতে মনমরা ও জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল আনোয়ার নামের একটি ছেলে। তার জামা কাপড় ময়লা। চুল উশকো খুশকো। হাত- পা অপরিষ্কার।

দেখা গেল, সে লেখাপড়ায়ও অমনোযোগী।



কয়েকদিন পরের কথা। সেদিন নাসরিন আপা ছাত্রদের বিগত বছরগুলোর পরীক্ষার ফলাফল দেখছিলেন। তিনি একে একে প্রতিটি ছাত্রের ফলাফল দেখলেন। সবার শেষে দেখলেন আনোয়ারের ফলাফল। দেখে তিনি আশ্চর্য হলেন।

আনোয়ার সম্পর্কে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের মন্তব্য খুব চমৎকার। তিনি লিখেছেন : ‘আনোয়ার হাসিখুশি বুদ্ধিমান ছেলে। সে নিয়মিত ও ভালোভাবে পড়ালেখা করে। তার বিদ্যালয়ের কার্যক্রম প্রশংসনীয়। তার আচরণও বেশ মার্জিত।’

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষক মন্তব্য করেছেন : ‘আনোয়ার বেশ চৌকস ছেলে। ক্লাসের সবাই তাকে পছন্দ করে। কিন্তু তার মনে ভীষণ কষ্ট। কারণ, তার মা অসুস্থ ও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত।’

তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক লিখেছেন, ‘মায়ের মৃত্যু আনোয়ারকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে। সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। স্কুলের ব্যাপারে তার উৎসাহ নেই বললেই চলে। সে একলা থাকে আর প্রায়ই ক্লাসে বিমর্ষ থাকে।’

নাসরিন আপা এবার সচেতন হলেন। তিনি আনোয়ারের সমস্যা বুঝতে পারলেন।

কয়েক মাস পরের কথা। সেদিন ছিল স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস। নাসরিন আপার ক্লাসে ছাত্ররা সেদিন তাঁর জন্যে সুন্দর সুন্দর উপহার নিয়ে এসেছে। সেগুলো রঙিন কাগজে মোড়া আর চমৎকার ফিতে দিয়ে বাঁধা। শুধু আনোয়ারের উপহারটি ছিল অন্য রকম। সে এনেছে মুদি দোকানের মোটা খসখসে বাদামি কাগজে কোন রকমে মোড়ানো একটা উপহার।

একে একে সব উপহার খুলতে লাগলেন নাসরিন আপা। সবগুলোই সুন্দর সুন্দর উপহার। সব শেষে তিনি খুলতে গেলেন আনোয়ারের দেওয়া উপহার। সবার সামনে সেটা খুলতে নাসরিন আপার একটু কষ্টই হচ্ছিল। দেখা গেল, মোড়কটির ভেতরে রয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার বই ‘দোলনচাঁপা’। আর রয়েছে পুরনো দুজোড়া রূপোর চুড়ি।

নাসরিন আপা উপহার দেখে খুশি হয়ে বললেন, ‘বাহ, বেশ সুন্দর উপহার! কাজী নজরুল ইসলাম আমারও খুব প্রিয়।’ তারপর চুড়ি জোড়া হাতে পরে আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে

বললেন, ‘আমি খুব খুশি হয়েছি। চুড়িগুলো কোথায় পেলে?’ আনোয়ার বলল, ‘আমার মায়ের।’

সেদিন স্কুল ছুটির পর আনোয়ার শিক্ষকের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। নাসরিন আপা যখন স্কুল থেকে বের হচ্ছিলেন আনোয়ার তখন তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, ‘বইটিও আমার মায়ের দেওয়া। আমার মা-ও কাজী নজরুল ইসলামের ভক্ত ছিলেন। আপনাকে উপহারগুলো দিতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে।’

বাড়ী ফেরার সময় তাঁর মন বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। তাঁর বারবার মা-হারা আনোয়ার আর তার উপহারের কথা মনে পড়তে লাগল।

সেদিন থেকেই আনোয়ারের প্রতি আলাদা এক মমতায় তাঁর মন ভরে গেল। আনোয়ারও দিনে দিনে পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হল। নাসরিন আপা যতই তাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন, ততই সে দ্রুত সাড়া দিতে লাগলো। বছরের শেষ দিকে আনোয়ার হয়ে উঠলো ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র।

বছর খানেক পরের কথা। আনোয়ারের কাছ থেকে একটা চিরকুট পেলেন নাসরিন আপা। তাতে লেখা : ‘আপনি আমার জীবনের সেরা শিক্ষক।’

ছয় বছর পর তিনি আর একটা চিরকুট পেলেন। আনোয়ার লিখেছে : ‘আমি স্কুল জীবন শেষ করেছি। মেধা তালিকার তৃতীয় স্থান পেয়েছি। আপনি আমার জীবনের অন্যতম সেরা শিক্ষক।’

এরও ছয় বছর পর নাসরিন আপা আনোয়ারের আর একটা চিঠি পেলেন। আনোয়ার জানিয়েছে : ‘আমার জীবনের দুঃখময় দিনে আপনি আমাকে পথ দেখিয়েছিলেন। এখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছি। আপনি এখনও আমার সবচেয়ে প্রিয় ও অন্যতম সেরা শিক্ষক।’

(বিদেশী গল্প অবলম্বনে)

## পাঠ শিখি

### ১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই

- আশ্চর্য** - অবাক। মা আমার পরীক্ষার ফলাফল দেখে আশ্চর্য হলেন।
- মন্তব্য** - মতামত। না জেনে কোনো ব্যাপারে মন্তব্য করা উচিত নয়।
- কার্যক্রম** - ধারাবাহিক কাজকর্ম। পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে স্কুলে নানা কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।
- প্রশংসনীয়** - প্রশংসা করার মতো। সুমনের পরীক্ষার ফলাফল বেশ প্রশংসনীয়।
- চৌকস** - পটু, দক্ষ। আমাদের ক্লাসের লাবণি খেলাধুলায় বেশ চৌকস।
- দুরারোগ্য** - সহজে আরোগ্য হয় না এমন। বুড়ো মানুষটি দুরারোগ্য অসুখে মারা গেছেন।
- প্রচণ্ড** - খুব বেশি। কদিন ধরে প্রচণ্ড গরম পড়ছে।
- বিপর্যস্ত** - ওলটপালট, লডভড। ঘূর্ণিঝড়ে গ্রামটা বিপর্যস্ত হয়ে গেল।
- বিমর্ষ** - মনমরা, বিষণ্ণ। তার বিমর্ষ চেহারা দেখে আমার খারাপ লাগল।
- উপলব্ধি** - বুঝতে পারা। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা উপলব্ধির চেষ্টা করেন।
- বিষণ্ণ** - বিষাদ বা বেদনায় আচ্ছন্ন। মায়ের অসুখের কথা জানতে পেরে অপূর্ণ মন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

### ২. বাক্য রচনা করি

ক্লাস, স্কুল, ছাত্র, শিক্ষক, লজ্জিত, উৎসাহ, চিৎকার, মন্তব্য, শীঘ্রই, জীবন।

### ৩. বাম দিকের কথার সঙ্গে ডান দিকের কথা মিলাই

|              |              |
|--------------|--------------|
| শিক্ষকের নাম | আনোয়ার      |
| ছাত্রের নাম  | নাসরিন জাহান |
| শ্রেষ্ঠ      | চিরকুট       |
| ছয় বছর পর   | সমাপ্ত       |

|             |        |
|-------------|--------|
| স্কুল জীবন  | অর্জন  |
| সবচেয়ে     | তৃতীয় |
| মেধা তালিকা | প্রিয় |
| ডিগ্রি      | শিক্ষক |

## ৪. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি

- গল্পটি কাকে নিয়ে লেখা?
- শিক্ষক প্রথম দিন ক্লাসে কী বলেছিলেন?
- প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের মন্তব্য কী ছিল?
- তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষকের মন্তব্য কী ছিল?
- আনোয়ার কীভাবে ভালো ছাত্র হতে লাগলো?
- স্কুল দিবসে ছাত্ররা কী করেছিল?
- আনোয়ার শিক্ষকের নিকট শেষ চিঠিতে কী লিখেছিল?
- কেন এবং কীভাবে আনোয়ার ভালো ছাত্র হতে পারল?
- ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ভালো হলে কী কী উপকার হতে পারে?

## ৫. প্রিয় শিক্ষক সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

## ৬. আমি ভালো ছাত্র/ছাত্রী হতে চাই, তাই আমি কীভাবে পড়াশুনা করব তা নিজে লিখি।

## ৭. ঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (✓) দিই

- |                                                               |                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ক) কে ফলাফল দেখে আশ্চর্য হলেন?                                | আনোয়ার/আমেনা/নাসরিন/রোমানা।                   |
| খ) আনোয়ার সম্পর্কে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষকের মন্তব্য কী ছিল? | চলনসই ছাত্র/চৌকস ছাত্র/ভালো ছাত্র/খারাপ ছাত্র। |

গ) শিক্ষক অমনোযোগী ছাত্রের জন্য

কী করলেন?

খবরদারি/নজরদারি/বকাবকি/ অযত্ন ।

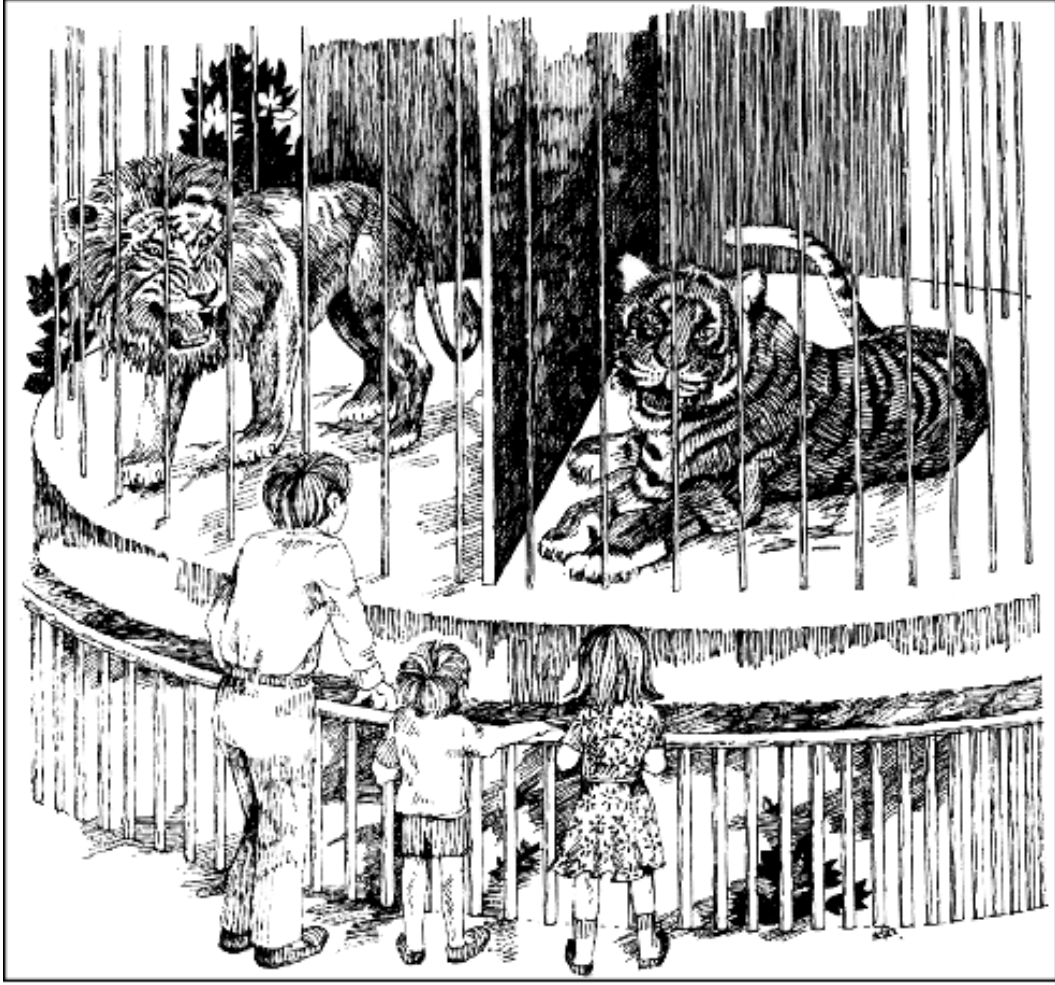
ঘ) আনোয়ার শিক্ষককে কী লিখেছিল?

সেরা শিক্ষক/সবচেয়ে হৃদয়বান শিক্ষক/

সবচেয়ে কাছের শিক্ষক/

সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ শিক্ষক ।

৮. এই পাঠে আমরা পড়েছি চমৎকার, চৌকস, নোংরা, বিমর্ষ, সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, সেরা এই শব্দগুলো। এই শব্দগুলো গুণ বা দোষ বোঝায়। গুণ বা দোষ-বোঝানো শব্দ হল বিশেষণ। নিজের জানা দোষ ও গুণ-বোঝানো পাঁচটি শব্দ লিখি।



## বন্ধুর কাছে চিঠি

ঢাকা

১৭.০২.১৪১১ বঙ্গাব্দ

প্রিয় ডালিয়া

গতকাল তোমার চিঠি পেলাম। তুমি চিঠিতে জানতে চেয়েছ কখন আমার স্কুল ছুটি হবে। আমার ছুটির সময় তুমি ও রানা ঢাকায় আসতে চেয়েছ। তোমরা ঢাকায় এলে আমরা খুবই খুশি হব। আমরা তিনজন একসাথে ঢাকার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে বেড়াব, নানান

আমার বাংলা বই ১৭

রকম জিনিস দেখব। অনেকদিন হল চিড়িয়াখানায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তাই ঠিক করেছি প্রথমেই যাব মিরপুরের চিড়িয়াখানায়। সেখানে গিয়ে দেখব নতুন কী কী অতিথি প্রাণী এসেছে। টিকিট করার সময় জিজ্ঞেস করব, প্রাণীগুলো কোন দেশের এবং কোথায় রাখা হয়েছে? তবে মামা বলেছেন, চিন থেকে পান্ডা, গন্ডার, অস্ট্রেলিয়া থেকে ক্যাঙারু ও আফ্রিকা থেকে জিরাফ, জেবরা এসেছে।

এগুলো আমরা ঘুরে ঘুরে দেখব। চিড়িয়াখানা দেখার পরে জাতীয় উদ্যানে যাব। সেখানে গিয়ে নানা রকমের গাছপালা, ফুল ও ফলের গাছ দেখব। জাতীয় উদ্যান থেকে বের হয়ে কিছু খেয়ে সোজা চলে যাব বেনারসি পল্লীতে। এখানে এসে দেখব তাঁতিরা কীভাবে বেনারসি শাড়ি তৈরি করছে। আলাপ করব তাঁতিদের সাথে। জানতে পারব বেনারসি তৈরির অজানা অনেক কথা, বুঝতে পারব তাদের জীবনযাপন ব্যবস্থা।

বেনারসি পল্লী দেখার পর সরাসরি চলে আসব বাসায়। বাসায় এসে হাত মুখ ধুয়ে আম্মুর হাতের ইলিশ মাছ ভাজা, ছোট মাছের চচ্চড়ি ও ডাল দিয়ে সবাই একসাথে বসে মজা করে খাব। রাতে খালামণির দেওয়া গল্পের বইগুলো পড়ব ও টিভি দেখে সময় কাটাব।

পরের দিন সকালে নাশতা খেয়ে প্রথমে যাব শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরে। সেখানে প্রাচীন আমলের ঐতিহ্যের নানাবিধ নিদর্শন দেখব এবং আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার করা অস্ত্রশস্ত্রও দেখব। এরপর যাব শিশু পার্কে। সেখানে নাগরদোলা, ট্রেন, বিমান প্রভৃতিতে চড়ব। শিশু পার্ক থেকে বের হয়ে রমনা পার্ক দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাব হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্ট ভবন দেখার জন্য। সেখান থেকে সোজা বলধা গার্ডেনে। বলধা গার্ডেনে যে কত রকম গাছ-গাছালি রয়েছে তার নাম বলে শেষ করা যাবে না। সেখান থেকে বাহাদুর শাহ পার্ক হয়ে যাব আহসান মঞ্জিলে। ঢাকার নবাব বাড়ি আহসান মঞ্জিলকে এখন জাদুঘর করা হয়েছে। আহসান মঞ্জিলের পর যাব লালবাগ কেল্লায়।



### আহসান মঞ্জিল

সেখানে ছোটকাটরা, বড়কাটরা, পরীবিবির মাজার ও সুড়ঙ্গপথ দেখে আবার বাসায় আসব। পরের দিন সকালে জাতীয় মসজিদ ‘বায়তুল মোকাররম’ দেখে চলে যাব গাবতলী বাস স্টেশনে। ওখান থেকে আমরা বাসে করে চলে যাব সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে এবং নতুন স্থাপিত ফ্যান্টাসি কিংডম ও নন্দন পার্কে। জায়গা দু’টি যে কী সুন্দর ও মজার স্থান তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। মানুষ যে নিজের বুদ্ধিতে কত কি তৈরি করেছে ভাবা যায় না। তুমি এলে সারাদিন ঘুরে ফিরে এসব দেখব, মজা করে নানা রকমের খাবার খাব।

আমি তোমাদের জন্য অধীর আগ্রহে দিন কাটাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি পারো ঢাকায় চলে এসো। আমার আর সময় কাটতে চায় না। ফুপা ফুপুকে আমার সালাম দিও। তোমরা সবাই ভালো থেকো। আমরা ভালো আছি। আজ আর নয়।

তোমার বন্ধু

শারমিন

|                         |                 |           |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| প্রেরকের নাম ও ঠিকানা : | প্রাপক          | ডাক টিকিট |
|                         | নাম :.....      |           |
|                         | গ্রাম :.....    |           |
|                         | ডাকঘর:.....     |           |
|                         | থানা :.....     |           |
|                         | জেলা :.....     |           |
|                         | পোস্টকোড :..... |           |
|                         | বাংলাদেশ।       |           |

### পাঠ শিখি

১. শারমিন ডালিয়াকে কী লিখেছে?
২. ডালিয়া শারমিনের কাছে কী জানতে চেয়েছিল?
৩. শারমিন তার মামার কাছে কী শুনছে?
৪. মামার কথা শুনে শারমিনের মনের ভাব কেমন হয়েছিল?
৫. চিঠির অংশ কয়টি ও কী কী ?
৬. ক্রমবাচক সংখ্যা দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি

চিঠির---অংশ স্থান ও তারিখ। -- অংশ সম্বোধন--অংশ চিঠির ভেতরের বর্ণনা---  
অংশ উপসংহার---অংশ চিঠি লেখকের ঠিকানা---অংশ প্রাপকের ঠিকানা।

### ৭. জেনে নিই

- ক) চিঠিতে সাধারণত ছয়টি অংশ থাকে। এগুলি হলো
- ১) পত্র লেখকের ঠিকানা ও তারিখ

২) সম্ভাষণ

৩) মূল বক্তব্য

৪) বিদায় সম্ভাষণ

৫) পত্র প্রেরকের স্বাক্ষর

৬) প্রাপকের ঠিকানা।

খ) চিঠি সাধারণত ব্যক্তিগত, সরকারি, আধা-সরকারি, আবেদনপত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য, নিমন্ত্রণপত্র, অভিনন্দনপত্র ইত্যাদি ধরনের হয়ে থাকে।

গ) চলিত ভাষায় চিঠি লেখা উচিত।

**৮. বন্ধুর কাছে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখি।**

সম্বোধন

স্থানের নাম

মূল বক্তব্য

তারিখ

উপসংহার

স্বাক্ষর

প্রেরকের নাম ও ঠিকানা :

ডাক টিকিট

প্রাপক

নাম :.....

গ্রাম :.....

ডাকঘর :.....

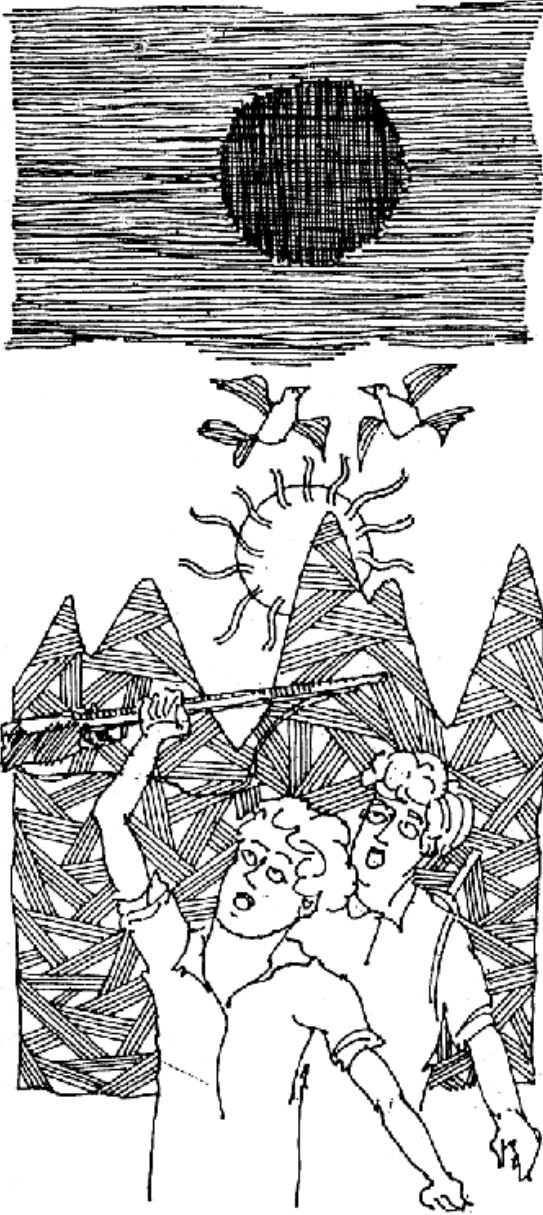
থানা :.....

জেলা :.....

পোস্টকোড: .....

বাংলাদেশ।

**৯. যাব, খাব, পড়ব, চড়ব, দেখব, বেড়াব এগুলো ভবিষ্যতের কাজ- বোঝানো শব্দ।  
এগুলো সবই ক্রিয়াপদ।**



# মুক্তির ছড়া

সানাউল হক

তোমার বাংলা আমার বাংলা  
সোনার বাংলাদেশ-  
সবুজ সোনালি ফিরোজা রুপালি  
রূপের নেই তো শেষ ।  
আমি তো মরেছি যতবার যায় মরা,  
নবীন যাত্রী তোমাকে শোনাই ছড়া ।  
এদেশ আমার এদেশ তোমার  
সবিশেষ মুজিবের,  
হয়ত অধিক মুক্তিপাগল  
সহস্র শহীদের ।

## পাঠ শিখি

### ১. কথাগুলো জেনে নিই। শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি :

- সোনার বাংলাদেশ** - প্রিয় মাতৃভূমি।- বাংলাদেশকে আমরা ভালোবাসি। এ দেশকে নিয়ে আমরা গৌরব করি। এ দেশ ছিল একসময় প্রচুর সম্পদে ভরা। তাই এই বাংলাকে বলি সোনার বাংলা। আমরা আবার সোনার বাংলাদেশ গড়ব।
- সবুজ সোনালি ফিরোজা রুপালি** - বাংলার প্রকৃতি বিচিত্র ও সুন্দর। প্রকৃতির নানা রঙে যেন সাজানো এ দেশ। সবুজ শস্যে ভরা আমাদের মাঠ। পাটের সোনালি আঁশ আমাদের সম্পদ। কখনও কখনও আমাদের প্রকৃতি ধারণ করে ফিরোজা রঙের আভা। আমাদের নদীতে আছে রুপালি ইলিশ।
- যতবার যায় মরা** - বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে এ দেশের মানুষকে মরণযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। বারবার সহ্য করতে হয়েছে দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার আর নিপীড়ন। তাই মৃত্যু যেন বারবার এসেছে।
- নবীন যাত্রী** - যারা নতুন যুগের শিশু। - আমরা নবীন যাত্রী, আমাদের সামনে অনেক স্বপ্ন।
- সবিশেষ মুজিবের** - এ দেশ আমাদের সকলের। এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই এ দেশ সবিশেষ অর্থাৎ বিশেষভাবে বঙ্গবন্ধু মুজিবের।
- মুক্তিপাগল** - এ দেশের মুক্তির জন্য যারা সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতার জন্য তাঁরা অধীর ছিলেন, তাই তাঁরা ছিলেন মুক্তিপাগল।
- সহস্র শহীদের** - মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, সেইসব হাজার শহীদ।

### ২. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি :

- ক) আমাদের দেশকে সোনার বাংলাদেশ বলি কেন?
- খ) এ দেশের নানা রূপ কীভাবে দেখতে পাই?
- গ) ‘আমি তো মরেছি যতবার যায় মরা।’ -বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

ঘ) নবীন যাত্রী কারা?

ঙ) ‘সবিশেষ মুজিবের’- কথাটির অর্থ কী?

চ) এ দেশ সবার অধিক যে মুক্তিপাগলদের, তারা কারা?

### ৩. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই ও লিখি :

শেষ - শুরু

মরা - বাঁচা

নবীন - পুরাতন

মুক্তি - বন্দি

### ৪. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দটি লিখি :

ক) ----- ফিরোজা রুপালি

রূপের নেই তো -----

খ) ----- তোমাকে শোনাই ছড়া।

গ) এদেশ ----- এদেশ -----

সবিশেষ -----

### ৫. কবিতাটি মুখস্থ বলি এবং লিখি ।

#### কবি পরিচিতি

সানাউল হকের জন্ম ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে মে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চাউড়ায়। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। পরে সরকারি প্রশাসনে যোগ দেন। শেষ জীবনে আইন ব্যবসা করেছেন। সাহিত্যে অবদানের জন্যে তিনি বাংলা একাডেমী ও ইউনেস্কো পুরস্কার এবং একুশে পদক পেয়েছেন। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

# বাংলার খোকা

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। দিনটি ছিল বুধবার।

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুজিাপাড়াতে শেখ পরিবারে জন্ম হল এক শিশুর।

বাবা শেখ লুৎফর রহমান আদর করে শিশুর নাম রাখলেন খোকা। খোকা খুব আদরের নাম। বাংলার প্রায় সব ঘরেই প্রথম পুত্র সন্তান হলে নাম রাখা হয় খোকা।

দিনে দিনে বড় হয় খোকা। পায়ে হেঁটে স্কুলে যায়। দু'চোখ মেলে দেখে বাংলার মাঠঘাট, পথ-প্রান্তর, সোনালি ধানের খেত। চোখ জুড়িয়ে যায় তার।

যত বড় হয় খোকা তত তার বন্ধুর সংখ্যা বাড়ে। ক্লাসের বন্ধুদের বাইরেও গাঁয়ের অনেক ছেলেদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিবিড় হয়। প্রায়ই বন্ধুদের বাড়ি নিয়ে এসে বলে, 'মা, ওদের খেতে দাও। আমার বন্ধু গোপালের বাড়িতে আজ রান্না হয়নি।' মা আনন্দের সঙ্গে ছেলের বন্ধুদের খেতে দেন। মা হাসিমুখে ছেলের আবদার পূরণ করেন।

বর্ষাকালে স্কুলে যেতে অসুবিধা হয় বলে বাবা খোকাকে ছাতা কিনে দিলেন। খোকা ছাতা নিয়ে স্কুলে যায়। একদিন ছাতা ছাড়া ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরল খোকা।

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর ছাতা কই বাবা? এমন ভিজেছিস কেন?'

খোকা হাসিমুখে বলল, 'মাগো আমার এক গরিব বন্ধুর ছাতা নেই। আমার ছাতাটা ওকে দিয়েছি।'

মা ছেলের এমন উদারতায় মুগ্ধ হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ভালোই করেছিস বাবা! তোর বাবাকে বলব তোকে আর একটা ছাতা কিনে দিতে।'

মা ছেলের কপালে চুমু দেন।

শীতের সময় খোকাকে একটি চাদর কিনে দেওয়া

হল। একদিন দেখা গেল চাদর ছাড়াই বাড়ি ফিরে

এলো খোকা। মা বললেন, 'তোর চাদর কই বাবা?'

খোকা বুক ফুলিয়ে বলে, 'মাগো পথের ধারে গাছের

নিচে বসে এক গরিব বুড়ি শীতে খুব কাঁপছিল।

আমি তার গায়ে চাদরটি জড়িয়ে দিয়ে এসেছি।'

মা অবাক হয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, গরিব মানুষের জন্য ছেলেটির এত দরদ! ও নিশ্চয় বড় হয়ে মানুষের জন্য অনেক কিছু করবে।

খোকার খেলার সাথী জেলের ছেলে গোপাল করুণ সুরে বাঁশি বাজায়। খোকা বন্ধুকে বলে, ‘তোরা বাঁশির সুরে আনন্দ নেই। কেন রে গোপাল?’

গোপাল হতাশ হয়ে বলে, ‘আমার চারদিকের মানুষের জীবনে আনন্দ কই রে খোকা?’

খোকা নিশ্চুপ থেকে ভাবে, তাই তো। আমার চারদিকে এমন অবস্থাই তো দেখতে পাই। এই অবস্থা বদলাতে হবে। দেশের নানা কথা ভাবতে ভাবতে বড় হয় খোকা। স্কুল পার হয়ে কলেজে ঢোকে। বাংলার মানুষের কথা, দেশের কথা তাঁকে নিয়ত ভাবায়। তিনি পার হন কলেজের চৌকাঠ। আরো বড় হন তিনি। যুক্ত হন রাজনীতির সঙ্গে। গরিব মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য আন্দোলন করেন। ১৯৭১ সালে ডাক দেন স্বাধীনতার।

এই খোকা আমাদের বঙ্গবন্ধু। জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান।

মমতাজউদদীন আহমদ

## পাঠ শিখি

### ১. শব্দের অর্থ জেনে নিই ও নতুন বাক্য লিখি :

- নিবিড় - গভীর। -- নিবিড় ভালোবাসার জন্যই গ্রামে যেতে ইচ্ছে করে।
- আবদার - বায়না, অন্যায় দাবি। -- ছেলের আবদার শুনে মা হতবাক হয়ে গেল।
- উদারতা - সরলতা। -- উদারতা মানুষকে মহান করে।
- মুগ্ধ - আত্মহারা, বিভোর। -- নাটকটি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।
- দরদ - মমতা, টান। -- ছোট বোনটির জন্য ভাইয়ের অনেক দরদ।
- করুণ - কাতর, বেদনাপূর্ণ। -- বাস দুর্ঘটনার করুণ দৃশ্য দেখে চোখে জল এসেছে।
- হতাশ - আশাহীন, নিরাশ। -- সামান্য কারণেই হতাশ হওয়া ঠিক নয়।

## ২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সংক্ষেপে বলি ও লিখি :

- ক) কোথায় এবং কত সালে খোকার জন্ম হয়েছিল ?
- খ) বন্ধুদের বাসায় এনে খোকা মায়ের কাছে কী আবদার করেছিল?
- ঘ) খোকা ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরল কেন?
- ঙ) কে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন?

## ৩. ডান দিক থেকে সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লিখি :

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| (ক) আদর করে ----- নাম রাখলেন খোকা ।                  | গরিব, ছেলেটির |
| (খ) মা হাসিমুখে ছেলের ----- পূরণ করেন ।              | দেশের কথা     |
| (গ) ভাবেন, ----- মানুষের জন্য<br>----- এত দরদ ।      | আবদার         |
| (ঘ) বাংলার মানুষের কথা, -----<br>তাকে নিয়ত ভাবায় । | বঙ্গবন্ধু     |
| (ঙ) এই খোকা আমাদের -----                             | শিশুর         |

## ৪. বাক্য গঠন করি :

আদর, সোনালি, কপাল, চাদর, গরিব, আনন্দ, নিশুপ, চৌকাঠ, রাজনীতি, জনক ।

৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোটবেলা থেকেই মানুষকে ভালোবাসতেন । এমন তিনটি উদাহরণ খাতায় লিখি ।

## ৬. বিপরীত শব্দ বলি ও খাতায় লিখি :

| শব্দ  | বিপরীত শব্দ |
|-------|-------------|
| বন্ধু | - শত্রু     |
| আনন্দ | -           |
| ভেজা  | -           |

|           |   |
|-----------|---|
| গরিব      | - |
| নিচে      | - |
| যুক্ত     | - |
| দুঃখ      | - |
| স্বাধীনতা | - |

## ৭. বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ চিনে নিই :

| বিশেষ্য | বিশেষণ |
|---------|--------|
| ঘর      | বড়    |
| স্কুল   | সোনালি |
| ছাতা    | গরিব   |
| চাদর    | উদার   |
| গাছ     | মুগ্ধ  |
| বাঁশি   | করুণ   |
| চৌকাঠ   | হতাশ   |

## লেখক পরিচিতি

মমতাজউদদীন আহমদ ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহে জন্মগ্রহণ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি দীর্ঘকাল অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার ও নির্দেশক। তাঁর রচিত বিখ্যাত কয়েকটি নাটক হচ্ছে : ‘স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা’, ‘বকুলপুরের স্বাধীনতা’, ‘সাত ঘাটের কানাকড়ি’ প্রভৃতি। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

# বীরপুরুষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে  
মাকে নিয়ে যাচিছ অনেক দূরে।  
তুমি যাচছ পাল্কিতে, মা, চ'ড়ে  
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,  
আমি যাচিছ রাঙা ঘোড়ার 'পরে  
টগ্বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।  
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে  
রাঙা ধূলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে॥  
সন্ধ্য হল, সূর্য নামে পাটে,  
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।  
ধূ ধূ করে যে দিক-পানে চাই,  
কোনোখানে জনমানব নাই,  
তুমি যেন আপন-মনে তাই  
ভয় পেয়েছ-ভাবছ, 'এলেম কোথা।'  
আমি বলছি, 'ভয় কোরো না মা গো,  
ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।'  
আমরা কোথায় যাচিছ কে তা জানে-  
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।  
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,  
'দিঘির ধারে ওই-যে কিসের আলো!'  
এমন সময় 'হাঁরে রে রে রে'  
ওই- যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে?  
তুমি ভয়ে পাল্কিতে এক কোণে  
ঠাকুর-দেবতা স্মরণ করছ মনে,

বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে  
 পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।  
 আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,  
 ‘আমি আছি, ভয় কেন, মা, করো!’  
 তুমি বললে, ‘যাস্ নে খোকা ওরে,’  
 আমি বলি, ‘দেখো-না চুপ করে।’  
 ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,  
 ঢাল তলোয়ার ঝনঝনিয়া বাজে,  
 কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে  
 শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।  
 কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,  
 কত লোকের মাথা পড়ল কাটা॥  
 এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক’রে,  
 ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।  
 আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে  
 বলছি এসে, ‘লড়াই গেছে থেমে,’  
 তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে  
 চুমো খেয়ে নিচছ আমায় কোলে  
 বলছ, ‘ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল  
 কী দুর্দশাই হত তা না হলে!’  
 (সংক্ষেপিত)



## পাঠ শিখি

### ১. জেনে নিই

ক. শিশুরা কল্পনা করতে ভালোবাসে। এই কবিতাটি তেমনি এক ছোট শিশুর কল্পনা। কল্পনায় সে মায়ের সঙ্গে দূর দেশে যায়। পথে সে ডাকাতদের মোকাবেলা করে, বীরের মতো লড়াই করে মাকে রক্ষা করে।

খ. মূল কবিতার বানান অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

### ২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| টগবগিয়ে         | - পানি ফুটবার মতো শব্দ করে, ধাবমান ঘোড়ার পায়ের শব্দ করে। পানি টগবগিয়ে ফুটছে। ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটছে।          |
| রাঙা             | - রঙিন। পূর্ব আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে।                                                                            |
| পাট              | - আকাশের পশ্চিম দিকের শেষ ভাগে, অস্তাচল (যেখানে সূর্য ডোবে) 'সূর্য নামে পাটে' (সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে)। |
| জোড়াদিঘি        | - যেখানে পাশাপাশি দুটি দিঘি রয়েছে। জোড়াদিঘির পাড়ে মাথা উঁচু করে আছে একটি তালগাছ।                            |
| স্মরণ            | - মনে করা। দূরে গেলে মাকে স্মরণ করি।                                                                           |
| বেয়ারা (বেহারা) | - যারা কাঁধে পাল্কি বহন করে। বেয়ারাগুলো দুপুর রোদে ঘেমে নেয়ে উঠেছে।                                          |
| থরোথরো           | - প্রচণ্ড কম্পন। ডাকাতে ভয়ে গ্রামবাসীরা থরোথরো কাঁপছে।                                                        |
| ঝনঝনিয়ে         | - ঝনঝন শব্দে। কাঁসার থালাটা মাটিতে পড়ে ঝনঝনিয়ে উঠল।                                                          |
| লড়াই            | - যুদ্ধ। আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করে জয়লাভ করেছি।                                                |
| দুর্দশা          | - খারাপ অবস্থা, কষ্ট। গরিব লোকের দুর্দশার শেষ নেই।                                                             |
| সোঁতা            | - ক্ষীণ স্রোত বা প্রবাহ। মরা নদীর সোঁতা দূরে মিলিয়ে গেছে।                                                     |

### ৩. বিপরীত শব্দ জেনে নিই

|       |                  |
|-------|------------------|
| বিদেশ | - স্বদেশ         |
| দূরে  | - কাছে           |
| সকাল  | - সন্ধ্যা        |
| ভয়   | - সাহস           |
| আলো   | - আঁধার, অন্ধকার |

### ৪. নিচের শব্দগুলোর মধ্যে অর্থের পার্থক্য জেনে নিই ও শব্দ দিয়ে তৈরি

#### বাক্যগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ি

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| কাটা  | - অম্লান মাসে ধান কাটা শেষ হয়েছে।             |
| কাঁটা | - চোরাকাঁটায় মাঠ ভরে আছে।                     |
| কোন   | - আমার হাতে কোনো কাজ নেই।                      |
| কোণ   | - ঘরের কোণে বসে থাকলে চলবে না, কাজে নেমে পড়ো। |
| ডাক   | - তুমি মাকে ভাত খেতে ডাকো।                     |
| ডাক   | - চিঠিটা ডাকে দাও।                             |
| ঢাল   | - ঢাল-তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে।                   |
| ঢাল   | - পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ঝরনা নেমে আসে।            |

৫. ‘বীরপুরুষ’ কবিতায় ‘ধূ-ধূ’ শব্দটি আছে, এ রকম আরও শব্দের ব্যবহার জেনে নিই

- ধূ-ধূ - চারদিকে মানুষজন নেই, গ্রামটা যেন ধূ-ধূ করছে।  
হু-হু - হু-হু করে হাওয়া বইছে।  
সোঁ-সোঁ - সোঁ সোঁ করে বাতাস ছুটেছে।  
ঝনঝন - কাচের আয়নাটা ঝনঝন করে ভেঙে গেল।  
ভনভন - ময়লা জায়গাটায় ভনভন করে মাছি উড়ছে।

৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি ও বলি

- ক. খোকা মাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে?  
খ. মা ও খোকা কীভাবে যাচ্ছে?  
গ. তারা কখন জোড়াদিঘির ঘাটে পৌঁছাল? এমন সময় কী ঘটল?  
ঘ. বেয়ারারা কোথায় পালাল?  
ঙ. ‘ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল’-মা একথা বললেন কেন?  
চ. বীরপুরুষ কে? সে কাদের হারিয়ে বীরপুরুষ হল?

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৮. আমি যদি বীরপুরুষ হতাম তাহলে কী করতাম- এ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।  
৯. কবিতাটি স্পষ্ট ও শূদ্ধ উচ্চারণে স্বাভাবিক গতিতে পড়ি।

**কবি পরিচিতি :** বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬১

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুধু কবি নন, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিক, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচনা ভাষার বিশাল। মোট ২৮ খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। “বীরপুরুষ” কবিতাটি ‘শিশু’ কাব্যগ্রন্থের। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।



## কাজী মোতাহার হোসেনের ছেলেবেলা

প্রায় একশ বছর আগের কথা। গ্রামের নাম সেনগ্রাম। গ্রামের ছেলেরা এখানেই একটা স্কুলে লেখাপড়া করে। নাম -সেনগ্রাম স্কুল। স্কুলেরই তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে ফুটফুটে এক কিশোর। নাম -মোতাহার।

সমবয়সীদের সাথে সে খেলাধুলা করে; আম-জাম কুড়ায়। তাতে তার দিব্যি আনন্দ। সুযোগ পেলেই সে দুফুঁমিতে মাতে। সে লুকিয়ে পদ্মা নদীতে বাঁপাঝাঁপি করে। বৃষ্টির দিনে ছাতলা-পড়া উঠোনে আছাড় খেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক দূর যাওয়ার পাল্লা দেয়। তার দুফুঁমির অন্ত নেই। বাঁশ বা কাঠের হাতা আর ন্যাকড়ার বল দিয়ে ব্যাটবল খেলা কিংবা বাতাবি লেবু দিয়ে ফুটবল খেলাতেও তার দারুণ উৎসাহ।

দুরন্ত হলেও তার ছিল ভাবুক মন। সব কিছু সে দেখত অবাক চোখে। তখন তাকে দেখলে মনে হত, সহজ সরল স্বভাবের।

একদিনের কথা। ইংরেজির ক্লাসে The Clock নামের একটা পাঠ পড়ানো হবে। পড়াবেন ইংরেজির মাস্টার আশু বাবু। তিনি ছিলেন খুব কড়া শিক্ষক। ক্লাসে পড়া ধরতেন। না পারলে শাস্তি থেকে রেহাই ছিল না। সে শাস্তি আবার নানা রকম। কখনও ছাত্রের দুই আঙুলের মাঝখানে পেন্সিল রেখে চাপ দিতেন, কখনও বা মারতেন কাঠের স্কেল দিয়ে, কখনও বা করতেন ছাতাপেটা।

কিন্তু সেদিনকার ক্লাস শুরু হল একেবারে অন্যভাবে। ক্লাসে এসে নাম ডাকা শেষ করে আশু বাবু ছাত্রদের কাছে জানতে চাইলেন সবাই দেয়াল-ঘড়ি দেখেছে কিনা।

তখন লোকের হাতে হাতে কিংবা ঘরে ঘরে ঘড়ি ছিল না। তবে তিন রকমের ঘড়ির চল শুরু হয়েছিল। খুব ধনী লোকেরাই কেবল হাতঘড়ি পরত। কিছু কিছু লোক ব্যবহার করত পকেট-ঘড়ি। খুব অল্প লোকের ঘরেই দেয়াল-ঘড়ি শোভা পেত।

প্রায় সব ছাত্র জানাল যে, তারা দেয়াল ঘড়ি দেখেনি। আশু মাস্টার ছেলেদের পাঠালেন পাশের জমিদার বাড়িতে, দেয়াল ঘড়ি দেখে আসতে। সঙ্গে দিলেন এক পিয়নকে। ছেলেরা ঘড়ি দেখে এক সময় ফিরে এলো।

আশু বাবু মোতাহারকে জিজ্ঞাসা করলেন -দেয়াল ঘড়ি দেখেছ?

- হ্যাঁ।

- কয়টা বেজেছে তখন?

- ঘড়ি তো বাজে নাই, স্যার; কেবল টিক টিক করতে শুনলাম।

আশু মাস্টার হাসলেন। তারপর অন্য এক জন ছাত্রকে তা জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, তখন দেড়টা বেজেছিল, স্যার। কথাটা শুনে মোতাহার তো অবাক-দেড়টা আবার বাজে কেমন করে? তখন আশু মাস্টার ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গেলেন। ঘড়ির একটা ছবি এঁকে ভাল করে সবাইকে ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড বুঝিয়ে দিলেন। এইভাবে প্রথম মোতাহার ঘড়ি দেখতে শিখল।

অনেক ব্যাপারে সরল হলেও মোতাহার লেখাপড়ায় ছিল বেশ চৌকস। আট থেকে দশ বছর বয়সে সে পড়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে। এ দুই বছরে গণিত ও বাংলা বইয়ের সব কিছুই সে শিখে ফেলেছিল চমৎকারভাবে। তাতে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

মোতাহারের দশ বছর বয়সের একটা ঘটনা। সে তখন ফরিদপুরে বাগমারা গ্রামে থাকে, বাগমারা স্কুলে পড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়া প্রায় শেষ। সেকালে দ্বিতীয় শ্রেণীর শেষে নিম্ন প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার চল ছিল। মোতাহারকে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে যেতে হয়েছিল রাজবাড়িতে। সেখানকার একজন পণ্ডিত মোতাহারের পরীক্ষা নিলেন। প্রথমে বাংলা বই থেকে পাঠের পরীক্ষা। মোতাহারের উচ্চারণ ছিল বেশ স্পষ্ট। বাবার কাছ থেকে সে পেয়েছিল শুদ্ধ উচ্চারণের শিক্ষা। আর পড়ার দিকে ছিল তার খুব ঝোঁক। তাই সুন্দরভাবে শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে তার মোটেও অসুবিধা হয়নি।

এরপর মানসাজ্ঞের পরীক্ষা। গণিতের মানসাজ্ঞেও মোতাহার চৌকস ছিল। তাই মোটেও সে ঘাবড়ালো না। পরীক্ষক পণ্ডিত বলতে শুরু করলেন : ১ টাকা ৫ আনা, ২ টাকা ৮ আনা... ইত্যাদি। যোগ হবে না বিয়োগ হবে আগে থেকে কিছুই জানালেন না তিনি। দুইয়ের বেশি সংখ্যা শুনেই মোতাহার মনে মনে ভেবে নিল, নিশ্চয়ই যোগফল জানতে চাইবেন পরীক্ষক। তাই সংখ্যাগুলো মনে রেখে খুব মনোযোগ দিয়ে সে যোগ করতে থাকল। পর পর পাঁচটা সংখ্যা উচ্চারণ করে পরীক্ষক বললেন, ‘বল তো, যোগফল কত?’

মোতাহার সজো সজো ঠিক উত্তরটি বলে দিল। পরীক্ষক একটু অবাক হলেন। জানতে চাইলেন, সংখ্যাগুলো মনে আছে কি না? মোতাহার যোগ করার সময় বেশ মনোযোগ দিয়ে যোগ করেছিল। তাই সে পাঁচটি সংখ্যাই একে একে বলে দিল। পরীক্ষক উত্তর শুনে বুঝতে পারলেন, সত্যিই ছেলেটি গণিতে পাকা। তিনি মোতাহারকে ১০০ তে ১০০ নম্বর দিলেন।

সহজ সরল স্বভাবের এই ছেলেটি পরে লেখাপড়ায় চমৎকার ফলাফল করেছিল। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা থেকে শুরু করে শিক্ষা জীবনে প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল সে।

কে এই মোতাহার? ইনিই হলেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও দাবাড়ু- ড. কাজী মোতাহার হোসেন। তিনি ছিলেন কবি নজরুল ইসলামের প্রিয় বন্ধু এবং লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দাবা খেলার সঙ্গী। ১৮৯৭ সালের ৩০ শে জুলাই কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানায় তাঁর জন্ম। ১৯৮১ সালের ৯ই অক্টোবর ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বড় হয়ে ড. কাজী মোতাহার হোসেন সম্পর্কে তোমরা আরো অনেক কিছু জানতে পারবে।

## পাঠ শিখি

### ১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| সমবয়সী       | - একই বয়সের। মোতাহার সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করতো।                               |
| দিব্যি        | - বেশ, খুব। শীতকালে লেপের তলায় দিব্যি আরাম লাগে।                                         |
| ঝাঁপাঝাঁপি    | - লাফালাফি। গ্রামের ছেলেমেয়েরা পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করে আনন্দ পায়।                         |
| ছাতলা         | - শ্যাওলার মতো ময়লা। পুরনো দালানটার দেয়ালে দেয়ালে ছাতলা পড়েছে।                        |
| পাল্লা দেওয়া | - প্রতিযোগিতা করা। আমি ওর সাথে দৌড়ে পাল্লা দিয়ে পারব না।                                |
| হাতা          | - লম্বা হাতল লাগানো বড় চামচ। বাবুর্চি কাঠের হাতা দিয়ে হাঁড়ি থেকে বাটিতে ডাল তুলছে।     |
| দুরন্ত        | - শান্ত নয় এমন, দামাল। ছেলেটা দুরন্ত হলেও লেখাপড়ায় ভালো।                               |
| স্বভাব        | - নিজের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য। সারাদিন বক বক করাই ওর স্বভাব।                                 |
| কড়া          | - কঠোর ধরনের। আমাদের গণিতের শিক্ষক বেশ কড়া মেজাজের লোক।                                  |
| জমিদার        | - বহু জমির মালিক। সেকালে জমিদারেরা বাড়িতে হাতি পুষতেন।                                   |
| পিয়ন         | - অফিসে ফুট-ফরমাশ খাটে যে। বড় সাহেবের পিয়নকে নানারকম ফুট-ফরমাশ খাটতে হয়।               |
| দেড়টা        | - ১ টা ৩০ মিনিট। বেলা দেড়টার ট্রেনে আজ বাবা সিলেটে যাবেন।                                |
| চৌকস          | - নানা বিষয়ে দক্ষ এমন। আমাদের ক্লাসের আরেফিন বেশ চৌকস খেলোয়াড়।                         |
| মানসাজ্জ      | - মনে মনে কষতে হয় এমন অজ্ঞ। সেকালে পাঠশালায় মানসাজ্জ করানো হত।                          |
| আনা           | - এক সময়ে চালু মুদ্রা। তখন ১৬ আনায় এক টাকা ধরা হত। সে কালে এক আনায় অনেক কিছু কেনা যেত। |

### ২. উত্তর বলি ও লিখি

- ক) কাজী মোতাহার হোসেন ছোটবেলায় কী ধরনের দুষ্কৃমি করতেন?
- খ) আশু বাবু কে? তিনি ছাত্রদের কী ধরনের শাস্তি দিতেন?
- গ) সে কালে কয় রকম ঘড়ির চল শুরু হয়েছিল? সেগুলো কীভাবে ব্যবহৃত হত?

ঘ) আশু মাস্টার সবাইকে ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড বুঝিয়ে দিলেন কেন?

ঙ) পরীক্ষক কীভাবে বুঝলেন যে, মোতাহার গণিতে পাকা?

চ) কাজী মোতাহার হোসেন কে ছিলেন? তাঁর জন্ম কখন ও কোথায় হয়েছিল?

৩. (ক) যুক্তবর্ণগুলোর গঠন দেখে নিই এবং নতুন শব্দ শিখি

|          |   |      |   |            |                    |
|----------|---|------|---|------------|--------------------|
| পদ্মা    | - | দ্ব  | = | দ্ + ম-ফলা | পদ্ম, ছদ্ম         |
| বৃষ্টি   | - | ষ্টি | = | ষ্ + ট     | দৃষ্টি, সৃষ্টি     |
| স্বভাব   | - | স্ব  | = | স্ + ব-ফলা | স্বজন, স্বরূপ      |
| ক্লাস    | - | ক্ল  | = | ক্ + ল     | ক্লান্ত, ক্লাব     |
| শাস্তি   | - | স্ত  | = | স্ + ত     | অস্ত, ব্যস্ত       |
| পেন্সিল  | - | প্স  | = | ন্ + স     | আউন্স, এথেন্স      |
| স্কেল    | - | স্ক  | = | স্ + ক     | ফ্লাস্ক, স্কুল     |
| অল্প     | - | ল্প  | = | ল্ + প     | গল্প, স্বল্প       |
| মাস্টার  | - | স্ট  | = | স্ + ট     | ডাস্টার, স্টেশন    |
| ব্ল্যাক  | - | ব্ল  | = | ব্ + ল     | ব্লেন্ড, ব্লাডার   |
| অঙ্ক     | - | ঙ্ক  | = | ঙ + ক      | আতঙ্ক, বঙ্কিম      |
| শুদ্ধ    | - | দ্ব  | = | দ্ + ধ     | বদ্ব, যুদ্ব        |
| শিক্ষা   | - | ক্ষ  | = | ক্ + ষ     | পক্ষ, দীক্ষা       |
| নিশ্চয়  | - | শ্চ  | = | শ্ + চ     | নিশ্চিন্ত, আশ্চর্য |
| সজ্জা    | - | জ্জা | = | ঙ + গ      | অজ্জা, সজ্জা       |
| নম্বর    | - | ম্ব  | = | ম্ + ব     | কম্বল, সম্বল       |
| বিজ্ঞানী | - | জ্ঞ  | = | জ + ঞ      | অজ্ঞ, সংজ্ঞা       |

(খ) যুক্তবর্ণও চিনে রাখি

|         |   |     |   |        |              |
|---------|---|-----|---|--------|--------------|
| বৃত্তি  | - | ত্ত | = | ত্ + ত | উত্তম, সত্তর |
| উচ্চারণ | - | চ্চ | = | চ্ + চ | উচ্চ, বাচ্চা |

৪. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাঁ দিকের শব্দের সঙ্গে মেলাই

|            |          |
|------------|----------|
| ফুটফুটে    | ঝাঁক     |
| কড়া       | উচ্চারণ  |
| খ্যাতিমান  | আনন্দ    |
| দারুণ      | কিশোর    |
| দিব্য      | উঠোন     |
| ছাতলা-পড়া | ফলাফল    |
| শুদ্ধ      | বিজ্ঞানী |
| চমৎকার     | শিক্ষক   |

#### ৫. ডান দিক থেকে শব্দ এনে শূন্যস্থান পূরণ করি

সে লুকিয়ে হাড়ি থেকে — খায় ।

সেদিনকার ক্লাস শুরু হল একেবারে — ।

খুব বড় লোকেরাই কেবল — পরতেন ।

মোতাহার লেখাপড়ায় ছিলেন — চৌকস ।

বাবার কাছ থেকে মোতাহার পেয়েছিল — উচ্চারণের শিক্ষা

সত্যিই ছেলোট গণিতে — ।

হাতঘড়ি

দারুণ

পাকা

অন্যভাবে

খেজুরের রস

শুদ্ধ

#### ৬. বিপরীত শব্দ লিখি

|        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| আনন্দ  | — | যোগফল  | — |
| শাস্তি | — | প্রশ্ন | — |
| অল্প   | — | পাকা   | — |
| স্পষ্ট | — |        |   |

#### ৭. শব্দের অর্থ-পার্থক্য জেনে নিই

আছাড় - মাটিতে পিছলে পড়ে যাওয়া । পিছল জায়গায় আছাড় খাওয়ার ভয় থাকে ।

আচার - চালচলন । চাটনি । ছেলেটার আচার-আচরণ ভালো নয় । মা তেতুলের আচার বানিয়েছেন ।

দূর - তুচ্ছ মনোভাব বোঝায় এমন অর্থহীন শব্দ । দূর ছাই, এ তুমি কী করলে?

দূর - কাছে বা নিকটে নয়, । হাসপাতালটা এখান থেকে বেশ দূরে ।

কড়া - কঠিন, কঠোর । আমার বড় চাচা বেশ কড়া লোক ।

করা - ক্রিয়া সম্পাদন । এ কাজটা করা বেশ সহজ ।

#### ৮. ওপরের রচনা থেকে এমন শব্দ খুঁজে বের করি যার অর্থ বাঁ পাশে দেওয়া আছে

পাতিল —

প্রতিযোগিতা —

ছেঁড়া কাপড় —

শুধু —

জবাব —

#### ৯. নিচের শব্দগুলো দিয়ে নিজে বাক্য রচনা করি

লেখাপড়া, খেলাধুলা, উচ্চারণ, মনোযোগ, ফলাফল ।

# মা

কাজী নজরুল ইসলাম



যেখানেতে দেখি যাহা  
মা-এর মতন আহা  
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,  
মায়ের মতন এত  
আদর সোহাগ সে তো  
আর কোনখানে কেহ পাইবে না ভাই।  
হেরিলে মায়ের মুখ  
দূরে যায় সব দুখ,  
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,  
মায়ের শীতল কোলে  
সকল যাতনা ভোলে  
কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।

যখন জনম নিলু  
কত অসহায় ছিনু,  
কাঁদা ছাড়া নাহি জানিতাম কোন কিছু,  
ওঠা বসা দূরে থাক-  
মুখে নাহি ছিল বাক,  
চাহনি ফিরিত শুধু মা'র পিছু পিছু!

পাঠশালা হ'তে যবে  
ঘরে ফিরি যাব সবে,  
কত না আদরে কোলে তুলি' নেবে মাতা,  
খাবার ধরিয়া মুখে  
শুধাবেন কত সুখে  
'কত আজ লেখা হোলো, পড়া কত পাতা?'

পড়া লেখা ভাল হ'লে  
 দেখেছ সে কত ছলে  
 ঘরে ঘরে মা আমার কত নাম করে!  
 বলে, 'মোর খোকামণি।  
 হীরা-মাণিকের খনি,  
 এমনটি নাই কারো!' শুনে বুক ভরে!  
 দিবানিশি ভাবনা  
 কিসে ক্লেশ পাব না,  
 কিসে সে মানুষ হব, বড় হব কিসে;  
 বুক ভরে ওঠে মা'র  
 ছেলেরি গরবে তার  
 সব দুখ সুখ হয় মায়ের আশিসে।  
 (সংক্ষেপিত)



## পাঠ শিখি

### ১. জেনে নিই

ক. আমাদের সবার জীবনে 'মা' কথাটি একটি মধু মাখা নাম। মায়ের মমতা আমাদের চলার পথের পাথেয়। শৈশবে মা আমাদের গভীর মমতায় লালন করেন। ভালোভাবে লেখাপড়া করলে, জীবনে সফল হলে মা খুশি হন। অন্যদিকে মায়ের আশিস পেলে সন্তানের সব দুঃখ ঘুচে যায়।  
 খ. মূল কবিতার বানান অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

### ২. শব্দার্থ জেনে নিই

|        |   |             |
|--------|---|-------------|
| মতন    | — | মতো, অনুরূপ |
| সোহাগ  | — | আদর         |
| হেরিলে | — | দেখিলে      |
| পরান   | — | প্রাণ       |
| যাতনা  | — | কষ্ট        |
| নিম্ন  | — | নিলাম       |
| হিন্ম  | — | ছিলাম       |

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| বাক -     | কথা, শব্দ                    |
| শুধাবেন - | জিজ্ঞাসা করবেন, জানতে চাইবেন |
| আশিস -    | আশীর্বাদ, দোয়া              |
| সুধা -    | অমৃত, মধু                    |

### ৩. কবিতার একটি চরণ দেওয়া আছে পরবর্তী চরণটি লিখি

হেরিলে মায়ের মুখ

-----

মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান

-----

সকল যাতনা ভোলে

-----

৪. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৫. কবিতাটির প্রথম আটটি চরণ মুখস্থ বলি।

৬. কবিতাটিতে কবি কী বলেছেন তা সংক্ষেপে বলি ও লিখি।

৭. আমার ‘মা’ সম্পর্কে দশটি বাক্য লিখি।

**কবি পরিচিতি :** কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের কাজী নজরুল ইসলাম ২৫শে মে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, সুরস্রষ্টা, গীতিকার ও সঙ্গীতশিল্পী। তিনি ‘নবযুগ’ ও ‘ধূমকেতু’ সহ আরও অনেক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। “মা” কবিতাটি ‘ঝাঙেফুল’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

## খলিফা হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর ফারুক (রা.) পবিত্র মক্কা নগরীতে ৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব ও মাতার নাম হানতামাহ্।

তিনি ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি শিক্ষিত, মার্জিত ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বাল্যকালে তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় সুনাম অর্জন করেন। বড় হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। তিনি ছিলেন নামকরা কুস্তিগির, সাহসী যোদ্ধা, কবি ও সুবক্তা।

হযরত ওমর (রা.) প্রথমে ছিলেন ইসলামের ঘোরতর বিরোধী। মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার জন্য তিনি কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পথিমধ্যে জানতে পারেন যে, তাঁর বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাদ্দদ মুসলমান হয়ে গেছেন। এতে তিনি ক্রোধে অস্থির হয়ে বোনের বাড়িতে উপস্থিত হন। তিনি ইসলামের প্রতি বোন ও ভগ্নিপতির দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হয়ে যান। তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি মুসলমান হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং নবী করিম (সা.)-এর দরবারে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মুসলমান হয়ে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, ‘আর গোপনে নয়, এবার প্রকাশ্যে কা’বা



ঘরের সামনে সালাত আদায় করব।' মহানবী (সা.) খুশি হয়ে তাঁকে উপাধি দেন 'ফারুক' অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী।

হযরত ওমর (রা.) একদিকে ছিলেন কোমল, অন্যদিকে ছিলেন কঠোর। তিনি মানুষের দুঃখকষ্টে ছিলেন ফুলের মতো কোমল। দেশের মানুষের দুঃখকষ্টের কথা অবহিত হওয়ার জন্য তিনি গভীর রাতে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন। ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনে তিনি নিজের কাঁধে আটার বস্তা বহন করে নিয়ে তাদের তাঁবুতে যেতেন। তিনি সহধর্মিণী উম্মে কুলসুমকে নিয়ে যান এক বেদুইনের ঘরে, তার অসুস্থ স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য।

খলিফা ওমর (রা.)-এর বিচার ব্যবস্থা ছিল নিরপেক্ষ ও নিখুঁত। আইনের চোখে উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব, আপন-পর কোন ভেদাভেদ ছিল না। গুরুতর অপরাধে নিজের ছেলে আবু শাহ্মাকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্পাদন করতেন।

একদিন তিনি এক ক্রীতদাসকে সঙ্গে নিয়ে জেরুযালেম যাচ্ছিলেন। তিনি সজীকে বললেন, দুই জনে দূরের পথ পাড়ি দেব। একবার তুমি উটে চড়বে আর একবার আমি। এভাবে যখন তাঁরা জেরুযালেম শহরের নিকট পৌঁছালেন তখন ক্রীতদাসের উটে চড়ার পালা। উটের পিঠে ক্রীতদাসকে দেখে শহরের লোকজন মনে করল ইনিই খলিফা। তারা উটের পিঠে বসা ক্রীতদাসকে খলিফা হিসেবে সালাম দিতে লাগলেন। ক্রীতদাস তখন লজ্জিত হয়ে বললেন, আমি নই, উটের চালকই খলিফা। উপস্থিত সবাই বিস্মিত হয়ে গেল হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর মহানুভবতা দেখে।

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন মানব দরদী। ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় জনগণের মতো শাসকদের জন্যও রয়েছে একই আইনের বিধান। একবার হযরত ওমর (রা.)-কে একজন সাধারণ লোকের সামনে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। অভিযোগটি ছিল এই যে, 'বায়তুলমাল থেকে প্রাপ্ত কাপড় দিয়ে কারো পুরো একটি জামা হয়নি, অথচ খলিফার গায়ে সেই কাপড়ের একটি পুরো জামা দেখা যাচ্ছে। খলিফা অতিরিক্ত কাপড় কোথা থেকে পেলেন?' খলিফার পক্ষ থেকে তাঁর পুত্র আবদুল্লা উত্তর দিলেন, 'আমি আমার অংশটুকু আব্বাকে দিয়েছি। এতে তাঁর জামা তৈরি হয়েছে।' তিনি কোষাগার থেকে মাত্র দুই দিরহাম গ্রহণ করতেন, আর বলতেন যদি না নিয়ে পারতাম তা হলে জনগণের টাকা নিতাম না।

এই জনদরদি শাসকের কথা লোকমুখে শুনে রোম সম্রাট পত্র দিয়ে এক দূত পাঠান। সম্রাটের দূত আরব দেশে এসে প্রথমে খোঁজাখুঁজি করেন 'খলিফা ভবন'। কোনো লোকই খলিফা ভবন দেখাতে পারেননি। শেষে একজন বললেন, কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম খেজুর

গাছের ছায়ায় খলিফা ঘুমোচ্ছেন। রোম সম্রাটের দূত তাঁকে খেজুর গাছের ছায়ার নিচে ঘুমোতে দেখে অবাক হন। তিনি বুঝতে পারেন হযরত ওমরই জনগণের প্রকৃত নেতা। হযরত ওমর (রা.) ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ। ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য তাঁর ধনসম্পদ বিলিয়ে দেন। তিনি মহানবী (সা.)-র সঙ্গী হয়ে বীরত্বের সাথে সব যুদ্ধে অংশ নেন। এই বীরপুরুষ ৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ইসলামের এই মহান খলিফা নিজের জীবনে অনেক ভালো কাজ করেছেন এবং আমাদের জন্যও অনেক উপদেশ রেখে গেছেন। তাঁর দেওয়া উপদেশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ‘আগে আগে সালাম দেওয়া। কোনো কাজ করার আগে অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নেওয়া। যে কোন কাজ মনোযোগ দিয়ে করা। সবার প্রতি সুবিচার করা।’ তাঁর মহৎ জীবন ও মহান উপদেশ যুগ যুগ ধরে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে ও ভালো কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে।

## পাঠ শিখি

### ১. শব্দার্থগুলো জেনে নিই

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| কুস্তিগির  | – কুস্তি খেলোয়াড়।                   |
| কাষমুক্ত   | – খাপ থেকে বের করে আনা।               |
| যোদ্ধা     | – যুদ্ধ করেন যিনি।                    |
| সুবক্তা    | – ভাল বক্তা, যিনি গুছিয়ে বলতে পারেন। |
| বিস্মিত    | – আশ্চর্য, হতবাক।                     |
| সালাত      | – নামাজ।                              |
| ব্যাকুল    | – আগ্রহী, ব্যস্ত, অস্থির।             |
| ফারুক      | – সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী।          |
| স্বীয়     | – নিজ, আপন।                           |
| সংমিশ্রণ   | – একত্রীকরণ, মেশানো।                  |
| পুষ্প      | – ফুল।                                |
| দিরহাম     | – আরবে প্রচলিত মুদ্রার নাম।           |
| বায়তুলমাল | – সরকারি কোষাগার।                     |
| জবাবদিহি   | – কৈফিয়ত দেওয়া।                     |
| পত্র       | – চিঠি।                               |

## ২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি

- ক) হযরত ওমর (রা.) ছিলেন - ।
- খ) একদিন তিনি এক -সজ্জী নিয়ে -যাচিছিলেন ।
- গ) হযরত ওমর (রা.) পবিত্র -নগরীতে -বংশে জন্মগ্রহণ করেন ।
- ঘ) তাঁর মাতার নাম -ও পিতার নাম - ।
- ঙ) তিনি ছিলেন ইসলামের -খলিফা ।

## ৩. বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দ মিলাই

|           |         |
|-----------|---------|
| শিক্ষা    | নির্জনে |
| শত্রু     | বাগিজ্য |
| সুনাম     | মিত্র   |
| ব্যবসা    | বদনাম   |
| প্রকাশ্যে | মহৎ কাজ |

## ৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শূন্য উচ্চারণে বলি ও খাতায় লিখি

- ক) হযরত ওমর (রা.) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
- খ) হযরত ওমর (রা.)-এর মাতাপিতার নাম কী?
- গ) হযরত ওমর (রা.) কীভাবে মুসলমান হলেন?
- ঘ) হযরত মুহম্মদ (সা.) ওমর (রা.)-কে কী উপাধি দিয়েছিলেন?
- ঙ) হযরত ওমর (রা.)-এর বিচার ব্যবস্থা কেমন ছিল?
- চ) প্রজাদের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর ভালোবাসার একটি উদাহরণ দিই ।
- ছ) তাঁর শাসনামলে জনগণের অংশগ্রহণের একটি উদাহরণ দিই ।

## ৫. বাক্য গঠন করি

খলিফা, চরিত্র, তরবারি, নিখুঁত, শান্তি, কোমল, কঠোর, দরদি, আদর্শ, কোষাগার ।

## ৬. হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে দশটি বাক্য লিখি ও পড়ি ।

## ৭. হযরত ওমর (রা.)-এর দেওয়া কয়েকটি উপদেশ বলি, লিখি ও পড়ি ।



## কাজ্লা-দিদি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই –  
মাগো, আমার শোলোক-বলা কাজ্লা-দিদি কই?  
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে, –  
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে' রই;  
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজ্লা-দিদি কই?  
সে দিন হ'তে দিদিকে আর কেনই বা না ডাকো,  
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো?  
খাবার খেতে আসি যখন দিদি বলে' ডাকি, তখন

ও-ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,  
আমি ডাকি, -তুমি কেন চুপটি করে' থাকো?  
বল্ মা, দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে?  
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে!  
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকোই গিয়ে -  
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে' র'বে?  
আমিও নাই দিদিও নাই-কেমন মজা হবে!

ভূঁইচাঁপাতে ভরে' গেছে শিউলি গাছের তল,  
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল;  
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,  
দিস না তারে উড়িয়ে মা গো, ছিঁড়তে গিয়ে ফল; -  
দিদি এসে শুনবে যখন, বলবে কী মা বল!  
বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই -  
এমন সময়, মাগো, আমার কাজলা-দিদি কই?  
বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে ঝাঁঝ ডাকে ঝোপে-ঝাড়ে;  
নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না -তাইতে জেগে' রই; -  
রাত হ'ল যে, মাগো, আমার কাজলা-দিদি কই?

## পাঠ শিখি

### ১. জেনে নিই

ক. ছোট্ট বোনটির সারাক্ষণের সাথী ছিল তার কাজলা দিদি। দিদি চিরদিনের জন্য তাদের ছেড়ে গেছে তা সে জানে না। প্রতি মুহূর্তেই সে তার প্রিয় কাজলা দিদির জন্য অপেক্ষায় থাকে। সে কোথায় গেছে, কেন আসে না তা জানতে চায় মায়ের কাছে। মা উত্তর দিতে পারেন না। মুখ লুকিয়ে কাঁদেন।

খ. মূল কবিতার বানান অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

## ২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও বাক্য তৈরি করি

শোলোক - শ্লোক, ছোট পদ্য, ছড়া। চাঁদনি রাতে উঠানে বসে মা শোলোকবলতেন।

জোনাই - জোনাকি পোকা। আঁধার রাতে ঝোপে-ঝাড়ে জোনাই জ্বলে।

দিদি - বড় বোন, আপা। দিদি আমাকে খুব স্নেহ করেন।

নেবু - লেবু। মা নেবু দিয়ে আচার তৈরি করছেন।

ভুঁই চাপা - মাটির ওপর জন্মানো ছোট চাঁপা ফুল। ভুঁইচাঁপা গাছে মাঠ ছেয়ে গেছে।

মাড়াস্ - পা দিয়ে পিষে যাওয়া। নিপা, ফুল গাছগুলো মাড়াস্নে।

## ৩. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই ও লিখি

দিন -রাত। ঘুম -জাগরণ। ঢাকা -খোলা। নতুন -পুরনো। জ্বলা -নেভা।

## ৪. ডান দিক থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিই ও খাতায় লিখি

ক) কোথায় জোনাকি জ্বলে? নেবুর তলে/বাঁশবাগানে/শিউলিতলে/তাল তলায়

খ) বুলবুলি কোথায় লুকিয়ে থাকে? শিউলির ডালে/ভুঁইচাঁপার ডালে/আমের ডালে/ ডালিমের ডালে।

গ) কে শোলোক বলতেন? মা/দিদি/দাদু/বাবা

ঘ) ঝিঁঝি কোথায় ডাকে? ঝোপে-ঝাড়ে/গাছের ডালে/আঁধার রাতে/ঘরের মাঝে।

ঙ) ঘুম আসে না কেন? নেবুর গন্ধে/ঝিঁঝির ডাকে/চাঁদের আলোতে/ফুলের গন্ধে

## ৫. পরের চরণ মুখে বলি ও লিখি

ক. পুকুর ধারে, নেবুর তলে \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_।

\_\_\_\_\_?

খ. দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ?

\_\_\_\_\_।

## ৬. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি

ক. কাজলা-দিদি কোথায় গেছে?

খ. কখন কাজলা-দিদির কথা বেশি মনে পড়ে?

- গ. কাজলা-দিদির কথা উঠলে মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন কেন?  
ঘ. পুতুলের বিয়ের সময় দিদির কথা মনে পড়ে কেন?  
ঙ. “আমিও নাই, দিদিও নাই, কেমন মজা হবে”- এ কথা বলে কী বোঝানো হয়েছে।  
চ. খুকি মাকে কেন শিউলি ফুলের গাছের নিচে সাবধানে যেতে এবং ডালিম গাছের ফল ছিঁড়তে বারণ করেছে?

৭. নিচের শব্দগুলো ঠিকভাবে সাজাই (যেমন-বাঁশবাগান)

|        |        |
|--------|--------|
| পুতুল  | তলে    |
| থোকায় | ধারে   |
| পুকুর  | বিয়ে  |
| নেবুর  | ঘরে    |
| শোলোক  | থোকায় |
| কাজলা  | বাগান  |
| বাঁশ   | বলা    |
| নতুন   | দিদি   |

৮. কবিতাটি বিরামচিহ্ন দেখে ভাব-বজায় রেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়ি।

৯. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

**কবি পরিচিতি :** কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী নদীয়া জেলায় জন্মেছিলেন ১৮৭৯ সালে।  
**যতীন্দ্রমোহন বাগচী** তিনি কবিতা রচনা ছাড়াও ‘মানসী’ ও ‘পূর্বাচল’ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পল্লীপ্রীতি তাঁর বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘লেখা’, ‘কেয়া’, ‘বন্ধুর দান’ ইত্যাদি। “কাজলা দিদি” কবিতাটি ‘কাব্য মালঞ্চ’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। ১৯৪৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

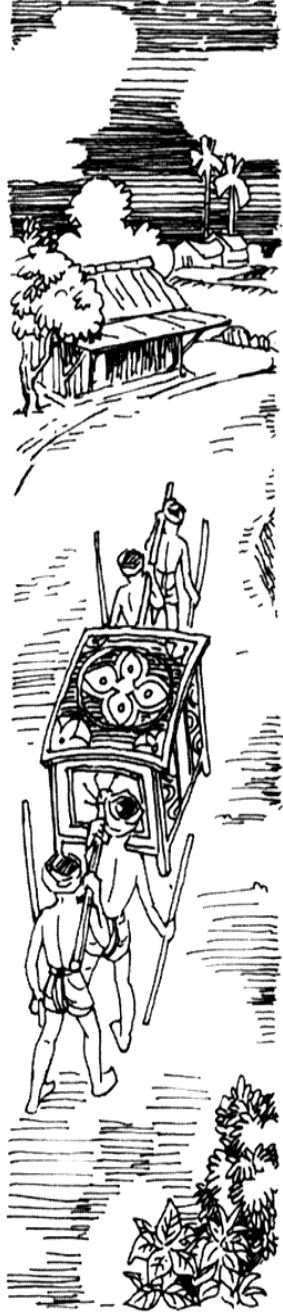
# পাক্কীর গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পাক্কী চলে!  
পাক্কী চলে!  
গগন-তলে  
আগুন জ্বলে!

স্তম্ভ গায়ে  
আদুল গায়ে  
যাচেছ কারা  
রৌদ্রে সারা!

ময়রা মুদি  
চক্ষু মুদি'  
পাটায় ব'সে  
টুলছে ক'ষে।  
দুধের চাঁছি  
শুষছে মাছি,-  
উড়ছে কতক  
ভন্ভনিয়ে।  
আসছে কা'রা  
হন্ হনিয়ে?



হাটের শেষে  
বুক্ষ বেশে  
ঠিক দু'পুরে  
ধায় হাটুরে!

কুকুর গুলো  
শুকছে ধূলো,-  
ধুকছে কেহ  
ক্লান্ত দেহ।

গজ্জা ফড়িং  
লাফিয়ে চলে;  
বাঁধের দিকে  
সূর্য্য ঢলে।

পাক্কী চলে রে,  
অজ্ঞা টলে রে!  
আর দেরি কত?  
আরো কত দূর?



## পাঠ শিখি

### ১. জেনে নিই

ক. পাল্কির বেহারারা পাল্কি কাঁধে নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়।  
চলার পথে পা মেলাতে তারা তালে তালে গান গায়। এই গানের কথায় গ্রাম  
বাংলার চলমান জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে।

খ. মূল কবিতার বানান অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

### ২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ শিখি ও বাক্যে ব্যবহার করি

- গগন – আকাশ। সকালে পূর্ব গগনে সূর্য উঠেছে।  
আদুল – খোলা। শিশুরা বাড়ির উঠানে আদুল গায়ে খেলা করছে।  
পাটা – তক্তা। পাটার উপর বসে দোকানদার জিনিস বিক্রি করছে।  
ভনভনিয়ে – ভনভন করে। খোলা খাবারের ওপর মাছিগুলো ভনভনিয়ে উড়ছে।  
কষে – জোরে। লোকটা কষে খুঁটিতে দড়ি বেঁধেছে।  
হাটুরে – জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য যে হাটে যায়। হাটের শেষে হাটুরেরা  
ফিরছে।  
ধুকছে – হাঁপাচ্ছে। দুপুরের রোদে ক্লান্ত কুকুরটা ধুকছে।  
অজা – দেহ। সারাদিন কাজের শেষে চাষিদের অজা জুড়ে ক্লান্তি নামে।

### ৩. যুক্তবর্ণগুলো দেখি ও যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি

- স্তব্ধ – স্ত = স্+ত - ব্যস্ত, সস্তা  
          ব্ধ = ব্+ধ - লব্ধ, ক্ষুব্ধ  
রৌদ্র – দ্র = দ্+র - নিদ্রা, ভদ্র  
ক্লান্ত – -ক = ক্+ল - ক্লাস, ক্লেশ (কষ্ট)  
          ন্ত = ন্+ত - শান্ত, পান্তা  
অজা – জা = ঙ্+গ- সজা, রজা

৪. নিচের শব্দগুলো ব্যবহার করে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করি

ভনভন, হনহন, শনশন, ঝমঝম, খকখক, পিলপিল,

ক. পথিক চলে -- -- করে।

খ. -- -- করে মাছি ওড়ে ।

গ. বাতাস বয় -- -- করে।

ঘ. -- -- করে বৃষ্টি পড়ে।

৬. পিপঁড়ে -- -- চলে ।

চ. লোকটি -- -- কাশে।

৫. বাম দিকের কথার সঙ্গে ডান দিকের কথা মিলিয়ে পড়ি

গগন-তলে                      লাফিয়ে চলে ।

দুধের চাঁছি                      শুকছে ধুলো ।

গজগাফড়িং                      ধায় হাটুরে ।

কুকুরগুলো শুষছে মাছি।

ঠিক দুপুরে                      আগুন জ্বলে।

## ৬. অর্থের পার্থক্য বুঝে নিই

রুম্ব (যে পোশাকে যত্নের ছাপ নেই) বেশে হাটুরে পথ চলেছে।

বুক্ষ (কড়া মেজাজে) মেজাজে কথা বলবে না।

ময়রা-মুদি বসে বসে ঝিমুচেছ। (যে মিষ্টি বিক্রি করে)

ময়রা-মুদি চুক্ষ মুদি' তুলছে। (চোখ বুজে)

৭. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি

ক. দুপুরের রোদে পালকির বেহারাদের কী অবস্থা হয়েছে?

খ. পাটায় বসে ময়রা কী করছে?

গ. হাটুরে কোথায় যাচ্ছে?

ঘ. কুকুরগুলো ঝুঁকছে কেন?

৬. গজগাফড়িং কী করছে?

৮. বই দেখে ছড়াটি যথাযথ ছন্দ ঠিক রেখে স্বাভাবিক গতিতে ও প্রমিত উচ্চারণে বারবার পড়ি।

৯. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>কবি পরিচিতি :</b>      | কলকাতার নিকটবর্তী নিমতা গ্রামে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত</b> | জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কবিতায় ছন্দের কারুকাজ, শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের কৃতিত্বের জন্য তাঁকে ‘ছন্দের যাদুকর’ বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ‘কুহু ও কেকা’, ‘অত্র-আবীর’, ‘হসন্তিকা’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। “পাক্কীর গান” কবিতাটি ‘কুহু ও কেকা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। |

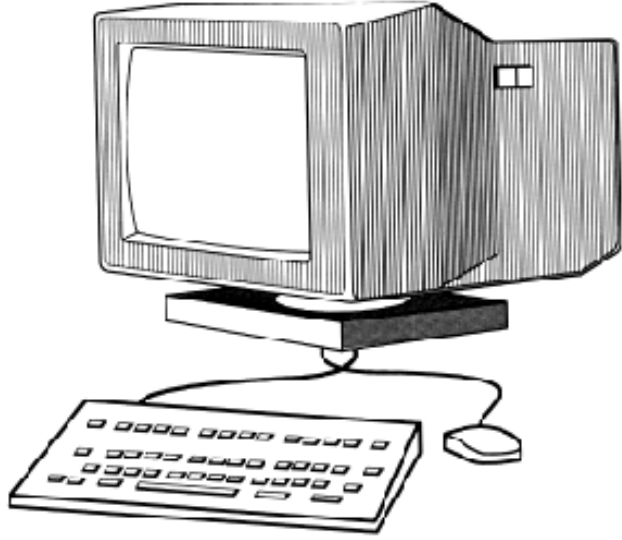
# অবাক যন্ত্র কম্পিউটার

তোমরা কেউ কেউ কম্পিউটার দেখে থাকবে।

বলতে পার, কম্পিউটার কী? কম্পিউটার হল এক ধরনের যন্ত্র। এর কতকগুলো নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। তুমি যখনই চাইবে যন্ত্রটি সেই নির্দিষ্ট কাজ করে দেবে। এখন দেখা যাক, কম্পিউটার কী কী ধরনের কাজ পারে। একসময় কম্পিউটার ছিল হিসাব গণনার যন্ত্র। এখন তা হাজার কাজে পটু।

কম্পিউটার দিয়ে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে বড় বড় অঙ্ক করা যায়। এমন অনেক গাণিতিক হিসাব আছে যেগুলো করতে শত শত গণিতজ্ঞের অনেক সময় লেগে যেতে পারে।

কম্পিউটার সে হিসাব করে দিতে পারে কয়েক মুহূর্তে। আজকাল ছোট-বড় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের টাকা-পয়সার হিসাব রাখছে কম্পিউটার।



তুমি কোনো কিছু টাইপ করতে চাও? সে ক্ষেত্রে কম্পিউটার দারুণ সহায়ক। তোমার টাইপ করা লেখায় কোনো বানান ভুল হলে

তাও তুমি শুধরে নিতে পার কম্পিউটারের সাহায্যে। ইচ্ছে করলে তুমি শুভেচছা কার্ড, আমন্ত্রণপত্র, ক্লাসের রুটিন ইত্যাদি কম্পিউটারে ছাপিয়ে নিতে পার। এ জন্যে প্রিন্টার নামে একটা যন্ত্র থাকা চাই।

আধুনিক কালে ছাপার কাজে কম্পিউটার বিরাট ও অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছে। ছবি আঁকা এবং কার্টুন ও চলচ্চিত্র তৈরিতেও কম্পিউটার অসাধারণ অবদান রাখছে। আজকাল লেখাপড়া

শেখার কাজে সহায়তা করেছে কম্পিউটার। ইতিহাস বল, ভূগোল বল, বিজ্ঞান বল - যে কোনো বিষয়ে পাঠ শেখা সম্ভব হচ্ছে এর সাহায্যে। সেসব পাঠে ছবির সঙ্গে থাকছে কথা ও সঙ্গীত। ফলে কম্পিউটারের সাহায্যে লেখাপড়া হয়ে উঠছে অনেক আকর্ষণীয়।

কম্পিউটার এ ধরনের আরো কত কাজ যে করতে পারে তার শেষ নেই। আজকাল অনেক ধরনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করেছে এই যন্ত্র। ঘরের তাপমাত্রা ঠিক রাখা, কল-কারখানার উৎপাদন, ট্রাফিক সংকেত ব্যবস্থাপনা কিংবা মহাকাশযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে কম্পিউটার পালন করেছে অভাবনীয় ভূমিকা। এখন কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে রেল ও বিমানের টিকিট বিক্রি, আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে। দালান-কোঠার নকশা তৈরি, আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া, মানচিত্র ও ছবি আঁকা -সবই কম্পিউটারে করা যায়।

ইন্টারনেট বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পৃথিবী এখন এসে গেছে হাতের মুঠোয়। ইন্টারনেটের সাহায্যে মুহূর্তেই হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের কারো কাছে ই-মেইল (চিঠি) পাঠানো যায়, ছবি পাঠানো বা কথা বলা যায়, বিশ্বের তথ্য-ভান্ডার থেকে যে কোনো তথ্য সন্ধান করা যায়। এছাড়াও দূর দূরান্তরের বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আলাপ করা যায়।



বিনোদনের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে কম্পিউটার গেম। ঘরে বসেই এখন কম্পিউটারের সাহায্যে নানা রকম খেলায় অংশ নেওয়া চলে। এসব খেলার মধ্যে রয়েছে দাবা খেলা, কার রেস, ফুটবল, ক্রিকেটসহ ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি নিয়ে নানা রকম খেলা।

সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে-কম্পিউটার কত ধরনের কাজই না করতে পারে। সুতরাং যন্ত্র হলেও কম্পিউটার যেমন-তেমন যন্ত্র নয়, একেবারে অবাক করা যন্ত্র।

## পাঠ শিখি

### ১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই

- নির্দিষ্ট** – নির্ধারিত। নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেলা উচিত।
- ধরন** – রকম। কম্পিউটার নানা ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়।
- দ্রুত** – তাড়াতাড়ি। লোকটা দ্রুত হেঁটে চোখের আড়ালে চলে গেল।
- নির্ভুল** – সঠিক, ত্রুটিহীন। প্রশ্নের উত্তর নির্ভুল হওয়া উচিত।
- গাণিতিক** – গণিত বিষয়ক। কারো কারো গাণিতিক জ্ঞান দেখে অবাক লাগে।
- গণিতজ্ঞ** – গণিত বিশারদ, গণিত ভালো জানেন এমন। কম্পিউটার আবিষ্কারের পেছনে গণিতজ্ঞদের অনেক অবদান আছে।
- প্রিন্টার** – ছাপার যন্ত্র। ছাপার কাজে প্রিন্টার ব্যবহৃত হয়।
- অভাবনীয়** – ভাবা যায় না এমন। কম্পিউটার আধুনিক জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছে।
- কার্টুন** – ধারাবাহিকভাবে হাতে আঁকা ছবির চলচ্চিত্রে রূপ দেয়া। টিভিতে নানা ধরনের কার্টুন দেখানো হয়।
- চলচ্চিত্র** – সিনেমা। শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র তৈরি করা উচিত।
- অবদান** – মহৎ কাজ। মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের অনেক অবদান রয়েছে।
- নিয়ন্ত্রণ** – আয়ত্তে বা বশে রাখা। পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করে।
- ইয়ত্তা** – হিসাব, সীমা। মানুষ যে কত রকমের কাজ করে তার ইয়ত্তা নেই।
- তাপমাত্রা** – তাপের পরিমাণ। গরমের দিনে আবহাওয়ার তাপমাত্রা বেড়ে যায়।
- উৎপাদন** – তৈরি করা, ফলানো। দেশে ধানের উৎপাদন বেড়েছে।

- ট্রাফিক সংকেত** – যানবাহন চলাচলের নির্দেশ। ট্রাফিক সংকেত মেনে না চললে দুর্ঘটনা হতে পারে।
- মহাকাশযান** – মহাকাশে যাওয়ার জন্য যান, রকেট। মানুষ মহাকাশযানে করে চাঁদে গিয়েছে।
- সংরক্ষণ** – বিশেষভাবে রাখা। বিমানে আসন সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা থাকে।
- পূর্বাভাস** – ঘটনা ঘটার আগাম ইঙ্গিত। বেতার ও টিভিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়।
- ইন্টারনেট** – কম্পিউটারের যোগাযোগ ব্যবস্থা। আমার বন্ধুর কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ আছে।
- ই-মেইল** – ইলেকট্রনিক মেইল, কম্পিউটারের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বার্তা, চিঠিপত্র ইত্যাদি আদান প্রদানের ব্যবস্থা। আমার বড়মামা লন্ডন থেকে আমাকে ই-মেইল পাঠান।
- বিনোদন** – আনন্দদান। কম্পিউটার গেম এখন শিশুদের বিনোদনের মাধ্যম।

## ২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি

- কম্পিউটার কী?
- কম্পিউটার হিসাব রাখতে কীভাবে সহায়তা করে?
- টাইপ ও ছাপার কাজে কম্পিউটার কীভাবে সাহায্য করে?
- লেখা-পড়া শেখার ক্ষেত্রে কম্পিউটার কী ধরনের কাজে লাগে?
- কম্পিউটার কী কী ধরনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে?
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা কী ধরনের সুবিধা পাই?
- বিনোদনের ক্ষেত্রে আমরা কম্পিউটারকে কীভাবে ব্যবহার করতে পারি?

## ৩. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাঁ দিকের শব্দের সঙ্গে মিলাই

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| নির্দিষ্ট | মুহূর্ত           |
| অভাবনীয়  | অঙ্ক              |
| শত শত     | ব্যবসা প্রতিষ্ঠান |
| অসাধারণ   | লেখা              |
| বড় বড়   | যন্ত্র            |
| অবাক করা  | কাজ               |
| কয়েক     | গণিতজ্ঞ           |
| ছোট-বড়   | পরিবর্তন          |
| টাইপ করা  | অবদান             |

#### ৪. ডান দিক থেকে শব্দ এনে শূন্যস্থান পূরণ করি

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| ক) কম্পিউটার হল এক ধরনের —।                           | আকর্ষণীয়  |
| খ) এক সময় কম্পিউটার ছিল — গণনার যন্ত্র।              | ইন্টানেটের |
| গ) ছাপার জন্য কম্পিউটারে — নামে একটা যন্ত্র থাকা চাই। | হিসাব      |
| ঘ) কম্পিউটারে লেখাপড়া হয়ে উঠেছে অনেক —।             | যন্ত্র     |
| ঙ) — মাধ্যমে ই-মেইল পাঠানো যায়।                      | প্রিন্টার  |

#### ৫. বিপরীত শব্দ লিখি

|           |   |
|-----------|---|
| ভালো      | — |
| নির্দিষ্ট | — |
| ভুল       | — |
| ঘরে       | — |
| ঠিক       | — |
| অনেক      | — |

#### ৬. নিচের শব্দগুলি যেসব শব্দের অর্থ সেগুলি পাঠ থেকে খুঁজে নিই

|   |                  |
|---|------------------|
| — | রকম              |
| — | গোনা             |
| — | দাওয়াতের চিঠি   |
| — | ছাপার যন্ত্র     |
| — | ভাবা যায় না এমন |
| — | সাহায্য          |
| — | খোঁজ             |
| — | বিস্ময়          |

#### ৭. নিচের শব্দগুলি দিয়ে নিজে বাক্য রচনা করি

ধারণা, নির্দিষ্ট, জীবন, মুহূর্ত, অভাবনীয়, অসাধারণ, আকর্ষণীয়, গতিবিধি, মুঠো, আলাপ।

# এক বছরের রাজা

সুকুমার রায়

এক ছিলেন সওদাগর- তাঁর একটি সামান্য ক্রীতদাস তাঁর একমাত্র ছেলেকে জল থেকে বাঁচায়। সওদাগর খুশি হয়ে তাকে মুক্তি তো দিলেনই, তা ছাড়া জাহাজ বোঝাই ক’রে নানা রকম বাণিজ্যের জিনিস তাকে বকশিশ দিয়ে বললেন, “সমুদ্র পার হয়ে বিদেশে যাও- এই সব জিনিস বেচে যা টাকা পাবে, সবই তোমার।” মনিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে জাহাজে চড়ে রওনা হল বাণিজ্য করতে।

কিন্তু বাণিজ্য করা আর হল না। সমুদ্রের মাঝখানে তুফান উঠে জাহাজটিকে ভেঙে-চুরে জিনিসপত্র লোকজন কোথায় যে ভাসিয়ে নিল, তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

ক্রীতদাসটি অনেক কষ্টে হাবুডুবু খেয়ে, একটা দ্বীপের চড়ায় এসে ঠেকল। সেখানে ডাঙায় উঠে সে চারিদিকে চেয়ে দেখল, তার জাহাজের চিহ্নমাত্র নাই, তার সাথের লোকজন কেউ নাই। তখন সে হতাশ হয়ে সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসে পড়ল। তারপর যখন সন্ধ্যা হয়ে এল, তখন সে উঠে দ্বীপের ভিতর দিকে যেতে লাগল। সেখানে বড় বড় গাছের বন- তারপর প্রকাণ্ড মাঠ, আর তারই ঠিক মাঝখানে চমৎকার শহর। শহরের ফটক দিয়ে মশাল হাতে মেলাই লোক বার হচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়েই সেই লোকেরা চিৎকার ক’রে বলল, “মহারাজের শুভাগমন হোক। মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন।” তারপর সবাই তাকে খাতির ক’রে জমকালো গাড়িতে চড়িয়ে, প্রকাণ্ড এক প্রাসাদে নিয়ে গেল। সেখানের চাকরগুলো তাড়াতাড়ি রাজপোশাক এনে তাকে সাজিয়ে দিল।

সবাই বলছে, ‘মহারাজ’, ‘মহারাজ’, হুকুম মাত্র সবাই চটপট কাজ করছে, এসব দেখে শুনে সে বেচারা একেবারে অবাক। সে ভাবল সবই বুঝি স্বপ্ন- বুঝি তার নিজেরই মাথা খারাপ হয়েছে তাই এরকম মনে হচ্ছে। কিন্তু ক্রমে সে বুঝতে পারল সে জেগেই আছে আর দিব্যি জ্ঞানও রয়েছে, আর যা যা ঘটছে সব সত্যিই। তখন সে লোকদের বলল, “এ কি রকম হচ্ছে বল তো? আমি তো এর কিছুই বুঝছি না। তোমরা কেনই বা আমায় ‘মহারাজ’ বলছ আর কেনই বা এমন সম্মান দেখাচ্ছ?”



তখন তাদের মধ্যে থেকে এক বুড়ো উঠে বলল, “মহারাজ, আমরা কেউ মানুষ নই- যদিও আমাদের চেহারা ঠিক মানুষেরই মতো। অনেকদিন আগে আমরা ‘মানুষ রাজা’ পাবার জন্য সবাই মিলে প্রার্থনা করেছিলাম; কারণ, মানুষের মতো বুদ্ধিমান আর কে আছে? সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের মানুষ রাজার অভাব হয়নি। প্রতি বৎসরে একটি ক’রে মানুষ এইখানে আসে, আর আমরা তাকে এক বৎসরের জন্য রাজা করি। তার রাজত্ব শুধু ঐ এক বৎসরের জন্যই। বৎসর শেষ হলেই তাকে সব ছাড়তে হয়। তাকে জাহাজে ক’রে সেই মরুভূমির দেশে রেখে আসা হয়, যেখানে সামান্য ফল ছাড়া আর কিছু

পাওয়া যায় না- আর সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বালি না খুঁড়লে এক ঘটি জলও মেলে না। তারপর আবার নুতন রাজা আসে- এই রকমে বৎসরের পর বৎসর আমাদের চলে আসছে।”

তখন দাসরাজা বললেন, “আচ্ছা বল তো- এর আগে তোমাদের রাজারা কী রকম স্বভাবের লোক ছিলেন?” বুড়ো বলল, “তঁারা সবাই ছিলেন অসাবধান আর খাম-খেয়ালি। সারাটি বছর সবাই শুধু জাঁকজমকে আমোদে আছাদে দিন কাটাতেন- বছর শেষে কী হবে কেউ সে কথা ভাবতেন না।”

নতুন রাজা মন দিয়ে সব শুনলেন, বছরের শেষে তাঁর কী হবে এই কথা ভেবে ক’দিন তাঁর ঘুম হল না!

তারপর সে দেশের সকলের চেয়ে জ্ঞানী আর পণ্ডিত যারা, তাদের ডেকে আনা হল, আর রাজা তাদের কাছে মিনতি ক’রে বললেন, “আপনারা আমাকে উপদেশ দিন- যাতে বছর শেষে এই সর্বনেশে দিনের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।”

তখন সবচেয়ে প্রবীণ বৃন্দ যে, সে বলল, “মহারাজ, শূন্য হাতে আপনি এসেছিলেন, শূন্য হাতেই আবার সেই দেশে যেতে হবে- কিন্তু এই এক বছর আপনি আমাদের যা ইচ্ছা হয় তাই করাতে পারেন। আমি বলি- এই বেলা রাজ্যের ওস্তাদ লোকদের সেই দেশে পাঠিয়ে, সেখানে বাড়ি করে, বাগান করে, চাষবাসের ব্যবস্থা করে চারিদিক সুন্দর করে রাখুন। ততদিনে ফলে ফুলে দেশ ভরে উঠবে, সেখানে লোকের যাতায়াত হবে। আপনার এখানকার রাজত্ব শেষ হতেই সেখানে আপনি সুখে রাজত্ব করবেন। বৎসর তো দেখতে দেখতে চলে যাবে, অথচ কাজ আপনার ঢের; কাজেই বলি, এই বেলা খেটে-খুটে সব ঠিক করে নিন।” রাজা তখনই হুকুম দিয়ে লোকলস্কর, জিনিসপত্র, গাছের চারা, ফলের বীজ, আর বড় বড় কলকজা পাঠিয়ে আগে থেকে সেই মরুভূমিকে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলেন।

তারপর বছর যখন ফুরিয়ে এল, তখন প্রজারা তাঁর ছত্র, মুকুট, রাজদণ্ড সব ফিরিয়ে নিল, তাঁর রাজার পোশাক ছাড়িয়ে এক বছর আগেকার সেই সামান্য কাপড় পরিয়ে, তাঁকে

জাহাজে তুলে সেই মরুভূমির দেশে রেখে এল। কিন্তু সে দেশ আর এখন মরুভূমি নাই-  
চারিদিকে ঘর বাড়ি, পথ ঘাট, পুকুর বাগান। সে দেশ এখন লোকে লোকারণ্য। তারা  
সবাই এসে আনন্দের সাথে তাঁকে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। এক বছরের রাজা  
সেখানে আজীবন রাজত্ব করতে লাগলেন।

(পরিমার্জিত)

## পাঠ শিখি

### ১. জেনে নিই

গল্পের ক্রীতদাসটি সওদাগরের পুত্রের জীবন বাঁচিয়েছিল এবং সওদাগর তাকে  
পুরস্কৃত করেছিলেন। ঝড়তুফানে পুরস্কার সমেত তার জাহাজ ডুবে যায়।  
কোনোমতে তার জীবন রক্ষা পায়। এক দ্বীপে সে আশ্রয় নেয়। সেখানকার  
অধিবাসীরা তাকে এক বছরের জন্য রাজা বানায়। রাজা হয়ে সে দ্বীপের জ্ঞানী ও  
বৃদ্ধদের পরামর্শ মতো মরুভূমিতে নতুন রাজ্য স্থাপন করে এবং বছর শেষে সে  
ঐ নতুন রাজ্যে চলে যায় ও আমৃত্যু সেখানে রাজত্ব করে। গল্পটিতে এই কথা বলা  
হয়েছে যে, হৃদয় ও বুদ্ধিতে মানুষই সৃষ্টির সেরা।

### ২. শব্দের অর্থ শিখি

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| সওদাগর   | — বণিক, যিনি পণ্য বেচা কেনা করেন।        |
| ক্রীতদাস | — কেনা গোলাম।                            |
| বাণিজ্য  | — ব্যবসা।                                |
| বকশিশ    | — খুশি হয়ে কিছু দান করা। পারিতোষিক।     |
| মনিব     | — প্রভু, মালিক।                          |
| তুফান    | — ঝড়, খুব জোরে বাতাসসহ বৃষ্টি।          |
| হাবুডুবু | — অসামালভাবে জলে ডোবা-ওঠা।               |
| দ্বীপ    | — চারপাশে জল ও মাঝখানে উঁচু জমি বা ভূমি। |

|          |   |                                                                 |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------|
| ডাঙা     | – | উঁচু ভূমি, স্থল, জলের পাশের ভূমি, নদীপুকুর ইত্যাদির পাশের ভূমি। |
| হতাশ     | – | নিরাশ, আশাহীন।                                                  |
| প্রকাণ্ড | – | খুব বড়।                                                        |
| ফটক      | – | বাইরের দরজা, বহির্দ্বার।                                        |
| রাজত্ব   | – | রাজ্য শাসন, দেশ চালানো।                                         |
| মরুভূমি  | – | জল-উদ্ভিদ কিছুই নেই এরকম বালুকাময় স্থান।                       |
| ওস্তাদ   | – | অভিজ্ঞ, যিনি জানেন, পারদর্শী।                                   |
| ঢের      | – | অনেক।                                                           |
| ছত্র     | – | ছাতা।                                                           |

### ৩. দুটি শব্দ মিলে কী করে একটি শব্দ হয় তা শিখি :

|                                     |   |       |   |           |
|-------------------------------------|---|-------|---|-----------|
| লোক                                 | + | অরণ্য | = | লোকারণ্য  |
| শুভ                                 | + | আগমন  | = | শুভাগমন   |
| একই রকম আরও জানা শব্দ পড়ি ও লিখি : |   |       |   |           |
| সূর্য                               | + | উদয়  | = | সূর্যোদয় |
| সূর্য                               | + | অস্ত  | = | সূর্যাস্ত |
| ইতি                                 | + | আদি   | = | ইত্যাদি   |
| বিদ্যা                              | + | আলয়  | = | বিদ্যালয় |
| শুভ                                 | + | ইচ্ছা | = | শুভেচ্ছা  |

### ৪. একই শব্দে বাক্যের বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশ করা শিখি :

যিনি সাবধান নন – অসাবধান

যিনি কল্পনাপ্রবণ – খেয়ালী

যা সব কিছু নাশ বা ধ্বংস করে দেয় – সর্বনেশে

দীর্ঘ জীবন যার – দীর্ঘজীবী

একই রকম আরও জানা বক্তব্য বিষয়কে একটি শব্দে প্রকাশ করি, পড়ি ও লিখি :

যিনি গাইতে পারেন – গাইয়ে

যিনি দান করেন – দাতা

আয় বুঝে ব্যয় করে যে - মিতব্যয়ী

কোন ভয় নেই যার - অকুতোভয়

জানার ইচ্ছা - জিজ্ঞাসা

সাহস আছে যার - সাহসী

**৫. বাঁ পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দ মিলাই :**

|      |       |
|------|-------|
| ভেঙে | লস্কর |
| হাবু | ঘাট   |
| লোক  | খুটে  |
| কল   | চুরে  |
| বাজ  | বাড়ি |
| খেটে | খাই   |
| ঘর   | কজা   |
| পথ   | ডুবু  |

**৬. সংক্ষেপে উত্তর বলি ও লিখি :**

- ক) কে সওদাগরের ছেলেকে জল থেকে বাঁচায়?
- খ) ক্রীতদাসটি কোথায় এসে ঠেকল?
- গ) শহরের ফটক দিয়ে লোকেরা কীভাবে বের হচ্ছিল?
- ঘ) লোকেরা চিৎকার করে কী বলল?
- ঙ) নতুন রাজা জ্ঞানী আর পণ্ডিতদের কাছে মিনতি করে কী বললেন?

**৭. বিস্তারিতভাবে বলি ও লিখি :**

- ক) ক্রীতদাসটি দ্বীপের চড়ায় আসার পর কী কী দেখল?
- খ) দ্বীপের অধিবাসীদের সাথে ক্রীতদাসটির কী কী আলাপ হল?
- গ) সবচেয়ে প্রবীণ বৃদ্ধ নতুন রাজাকে কী বলে উপদেশ দিলেন?

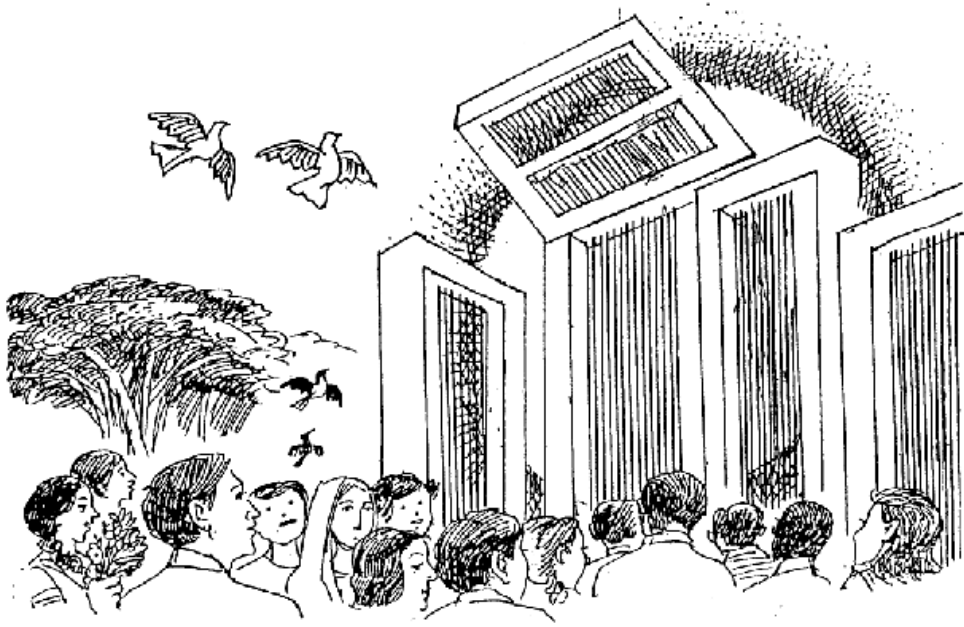
**৮. ভবিষ্যতে নিজের জীবন কীভাবে গড়তে চাই সে বিষয়ে একটি রচনা লিখি।**

# জানাজানি

আসাদ চৌধুরী

বাংলাদেশের পাখি কেন মধুর সুরে ডাকে,  
জানো?  
জানি জানি জানি ।  
পাখির ভাষার মান দিতে যে  
বাঙালি দেয় জান—  
পাখি যে তা জানে,  
তাইতো পাখি পাগল করে,  
বিহান বেলার গানে ।

বাংলাদেশের আকাশ কেন কপালে টিপ আঁকে,  
জানো?  
জানি জানি জানি ।  
উদার আকাশ যে – ইশারায়  
ডাক দিয়ে যায় প্রাণে,  
বাঙালি তা জানে ।  
তাইতো আকাশ টিপ দিয়ে যায়,  
ললাটের মাঝখানে ।



## পাঠ শিখি

### ১. নিচের কথাগুলোর অর্থ জেনে নিই :

**ভাষার মান দিতে** – ভাষার সম্মান রক্ষা করার জন্য।

**বাঙালি দেয় জান** – বাংলা ভাষার মান রক্ষার জন্য বাঙালিরা প্রাণ দিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার, শফিউর সহ অনেকে বাংলা ভাষার জন্য জান দিয়েছেন।

**বিহান বেলার গানে** – পাখির কিচিরমিচির শব্দে ভোরবেলা আমাদের ঘুম ভাঙে। পাখির এই ডাকে আমরা যেন শুনতে পাই আমাদেরই ভাষার জয়গান।

**কপালে টিপ আঁকে** – বাংলার আকাশ যখন লাল হয় তখন মনে হয় শহীদের রক্তের টিপ পরে আছে।

**উদার আকাশ যে** – ইশারায়-বাংলার আকাশ যেমন প্রশস্ত তেমনি উদার। বাংলার মানুষের হৃদয়ও তেমনি উদার। এই উদার আকাশে যখন লাল সূর্যের আভা ছড়িয়ে পড়ে তখন মনে হয় টিপ পরে আছে এই আকাশ।

## ২. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি :

- ক) বাংলাদেশের পাখি মধুর সুরে ডাকে কেন?
- খ) পাখির ডাকের মধ্যে আমরা কী শুনতে পাই?
- গ) বাংলাদেশের আকাশ কপালে টিপ আঁকে কেন?

## ৩. বাম দিক ও ডান দিকের শব্দ মিলিয়ে পড়ি।

|        |         |
|--------|---------|
| মধুর   | মাঝখানে |
| ভাষার  | আকাশ    |
| বিহান  | সুরে    |
| উদার   | আঁকে    |
| ললাটের | মান     |
| পাগল   | বেলার   |
| টিপ    | করে     |

## ৪. ‘জানাজানি’ কবিতাটি আবৃত্তি করি ও লিখি।

### লেখক পরিচিতি

আসাদ চৌধুরীর জন্ম ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলার উলানিয়ায়। কর্মজীবনে তিনি চাকরি, অধ্যাপনা ও সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কবি এবং শিশু সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কারসহ বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর রচিত শিশুতোষ গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ‘রাজা বাদশার গল্প’, ‘গ্রাম বাংলার গল্প’, ‘ভিন দেশের মজার লোককাহিনী’ ইত্যাদি।

# নিমন্ত্রণ

জসীমউদ্দীন

তুমি যাবে ভাই - যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়,  
গাছের ছায়া লতায় পাতায় উদাসী বনের বায় ;

মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি

মোর গেহখানি রহিয়াছে ভরি,

মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ভায়ের স্নেহের ছায়,  
তুমি যাবে ভাই - যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয় ।

ছোট গাঁওখানি - ছোট নদী চলে, তারি একপাশ দিয়া,  
কালো জল তার মাজিয়াছে কেবা কাকের চক্ষু নিয়া ।

ঘাটের কিনারে আছে বাঁধা তরী,

পারের খবর টানাটানি করি ;

বিনাসূতী মালা গাঁথিছে নিতুই এপার ওপার দিয়া ;

বাঁকা ফাঁদ পেতে টানিয়া আনিছে দুইটি তটের হিয়া ।

তুমি যাবে ভাই - যাবে মোর সাথে ছোট সে কাজল গাঁয়,

গলাগলি ধরি কলা বন যেন ঘিরিয়া রয়েছে তায় ।

সবু পথখানি সূতায় বাঁধিয়া

দূর পথিকেরে আনিছে টানিয়া,

বনের হাওয়ায়, গাছের ছায়ায়, ধরিয়া রাখিবে তায় ;

বুকখানি তার ভরে দেবে বুঝি মায়া আর মমতায় ।

তুমি যদি যাও - দেখিবে সেখানে মটর-লতার সনে,

সীম -আর সীম - হাত বাড়ালেই মুঠি ভরে সেইখানে ।

তুমি যদি যাও সে-সব কুড়ায়ে,

নাড়ার আগুনে পোড়ায়ে পোড়ায়ে,

খাব আর যত গেঁয়ো চাষীদের ডাকিয়া নিমন্ত্রণে,

হাসিয়া হাসিয়া মুঠি মুঠি তাহা বিলাইব জনে জনে ।



## পাঠ শিখি

### ১. জেনে নিই

ক. গ্রামের কিশোর শহরের কিশোর বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তার গ্রামে। কিশোরের গাঁয়ের নাম কাজল গাঁ। সেই ছোট গ্রামে রয়েছে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। সেগুলো গাছপালা আর লতাপাতায় ঘেরা। এই ছায়া ঢাকা গ্রামে কিশোরের দিন কাটে মা-ভাই-বোনের স্নেহ মমতায়। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট নদী। তার পানি স্বচ্ছ। সেই নদীতে লোক পারাপার করে খেয়া নৌকা। তাতে দু গ্রামের মধ্যে গড়ে ওঠে মিতালি। গ্রামের সরু পথ পথিককে আপন করে নেয়। মাঠে মাঠে জন্মায় সীম আর মটর লতা। গ্রামের মাঠে সীম আর মটর কুড়িয়ে খেতে দারুণ আনন্দ। শহরের বন্ধু গ্রামে এলে এসব সৌন্দর্য ও আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

খ. মূল কবিতার বানান অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

### ২. শব্দার্থ জেনে নিই ও বাক্য তৈরি করি

**উদাসী** – উদাসীন, যার কোনো কিছুতে মন নেই। গ্রামে গিয়ে গাছের ছায়ায় দক্ষিণের বাতাসে আমি উদাসী হয়ে গেলাম।

**মমতা** – দরদ, মায়া। মায়া মমতা ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না।

**গেহখানি** – ঘরখানি, গৃহখানি (কবিতার ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য)। ফসলে কৃষকের গেহখানি ভরে গিয়েছে।

**তরী** – নৌকা, তরণি। আমি তরী নিয়ে বসে আছি।

**কেবা** – কে, কোন লোক। কেবা এ লোক যাকে চিনি না।

**তট** – কিনারা। তটের পাশে অনেক পাথর নুড়ি পড়ে আছে।

**হিয়া** – হৃদয়, মন, অন্তঃকরণ। দুঃখে আমার হিয়া কাঁদে।

**নাড়া** – ধান কাটার পর ধানগাছের নিচের অংশ। নাড়ার আগুনে পুড়িয়ে মটরশুঁটি খেতে খুব মজা।

**নিমন্ত্রণ** – আমন্ত্রণ, দাওয়াত। আগামী শুব্বার আমার বাড়িতে তোমাদের নিমন্ত্রণ।

### ৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি

- ক) কবি কোথায় যাওয়ার জন্য বলেছেন?
- খ) গ্রামটি দেখতে কেমন?
- গ) ‘নিমন্ত্রণ’ কবিতার আলোকে গ্রামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখি।
- ঘ) এ কবিতায় কবি কাকে নিমন্ত্রণ করেছেন?
- ঙ) কবি মুঠি মুঠি কী বিলাবেন?

৪. কবিতাটি বারবার শ্রবণযোগ্য স্বরে স্পষ্ট ও শুল্ল উচ্চারণে পড়ি।

৫. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৬. বিরামচিহ্ন দেখে অর্ধ যতি ও পূর্ণ যতি বজায় রেখে স্তবক পড়ি।

**কবি পরিচিতি :** কবি জসীমউদ্দীন ১৯০৩ সালে ফরিদপুরের তাম্বলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রামীণ জীবনের ও প্রকৃতির নিখুঁত ছবি তাঁর কবিতায় অঙ্কিত হয়েছে। তাঁকে বলা হয় পল্লীকবি। জসীমউদ্দীনের বিখ্যাত দুটি কাব্যগাথা ‘নকসী কাঁথার মাঠ’ ও ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’। “নিমন্ত্রণ” কবিতাটি ‘ধানক্ষেত’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭৬ সালে কবি মৃত্যুবরণ করেন।



## বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান

১৯৭১ সাল। সে বড় গৌরবের সময়। সে বড় দুঃখের সময়। গৌরব, কারণ বাংলার মানুষ লড়াই করেছিল বীরের মতো। দুঃখ, কারণ হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল নিরীহ শান্তিপ্ৰিয় মানুষদের।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালিরা বিজয়ী হয়েছিল নির্বাচনে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকেরা কখনও চায়নি বাঙালিরা দেশ পরিচালনার অধিকার লাভ করুক। তাই একদিকে তারা বলল আলোচনার কথা। অপরদিকে গোপনে তৈরি হল আক্রমণের জন্য। সেই নিষ্ঠুর আক্রমণ শুরু করল ২৫শে মার্চ রাতে। সেনাঘাঁটি থেকে অস্ত্র হাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা বের হয়ে এল। গ্রেফতার করল বঙ্গবন্ধুকে। শুরু হল নির্মম হত্যাকাণ্ড।

কিন্তু তারা জানত না, মানুষের বুকের মধ্যে রয়েছে আরেক শক্তি। মুক্তির স্বপ্ন মানুষকে যোগায় সেই বিপুল শক্তি। দেশবাসীর অন্তরে এমনি স্বপ্ন বুনে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৭ই মার্চের অবিস্মরণীয় ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ‘বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়।’

দূর গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারের ছেলে হামিদুর রহমান। তিনিও দেখেছিলেন মুক্তির

স্বপ্ন, শুনতে পেয়েছিলেন স্বাধীনতার ডাক। আর তখনই বুঝে নিয়েছিলেন আপন কর্তব্য। বিনাইদহের মহেশপুর থানার খোরদা খালিশপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। মায়ের নাম কায়সুননেসা। বাবার নাম আক্বাস আলী মন্ডল। অভাবের সংসার, তাই অল্প বয়সেই অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় নামতে হয় হামিদুরকে। শুরুতেই তিনি যোগ দেন ১ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে। গাঁয়ের গরিব ছেলের জন্য এটা তো মস্ত সুযোগ। পরিবারের অভাব বুঝি এবার ঘুচল।

মার্চ মাসে হামিদুর এসেছিলেন গ্রামে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ শুরু হলে তিনি এক মুহূর্ত দেরি না করে বেছে নিলেন তাঁর পক্ষ। আর ফিরে গেলেন না পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে। মায়ের দোয়া নিয়ে যোগ দেন মুক্তিবাহিনীতে। গ্রামের গরিব পরিবারের নিরক্ষর মায়ের বুকেও ছিল অসীম বল। তাই তো হাসিমুখে তিনি ছেলেকে পাঠালেন যুদ্ধের ময়দানে।

অক্টোবর মাসের শেষ দিকে। সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল এলাকায় যুদ্ধ করছেন হামিদুর রহমান। সীমান্তঘেঁষা ধলই এলাকা। প্রচুর অস্ত্র আর রসদ নিয়ে এখানে শক্তভাবে ঘাঁটি গেড়েছে পাকিস্তানি বাহিনী। এই ঘাঁটি দখল করতে পারলে বিরাট এলাকা মুক্তিবাহিনীর আওতায় আনা যায়। তৈরি হল অভিযানের পরিকল্পনা। ২৮শে অক্টোবর ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই শুরু হল আক্রমণ। চা-বাগানের ভেতর হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে গেলেন হামিদুর। তাঁর কাছে একটি মাত্র হালকা মেশিনগান। চলে এলেন শত্রুঘাঁটির একেবারে কাছাকাছি। আকস্মিক আক্রমণে হতভম্ব হয়ে পড়ল শত্রু সৈন্যরা। নিহত হল শত্রুদলের অধিনায়ক ও আরও কয়েকজন সৈন্য। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে তারা শুরু করল পাল্টা আক্রমণ। কিন্তু হামিদুর পিছু হটলেন না। লড়াই চালিয়ে গেলেন। হঠাৎ একটি বুলেট এসে বিন্ধ হল তাঁর কপালে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন বীর যোদ্ধা। সজ্জীরা শত্রুর থাবার সামনে থেকে ছিনিয়ে আনল তাঁর লাশ। পাঁচ দিন অবিরাম যুদ্ধের পর মুক্ত হল ধলই। হামিদুর রহমানের আত্মদান রচনা করল মুক্তির পথ। তাই তো তিনি আমাদের জাতীয় বীর-বীরশ্রেষ্ঠ।

জানা-অজানা-অল্পজানা এমনি কত অগণন মানুষের আত্মদানের মধ্য দিয়ে এসেছে আমাদের স্বাধীনতা। তাঁদের মধ্যে আছেন বীরশ্রেষ্ঠ, বীর-উত্তম, বীরবিক্রম, বীরপ্রতীক।

আরও অনেক আত্মদানকারী বীর আছেন নিভুতে, সবার চোখের আড়ালে। সকল বীর শহীদদের কথা আমাদের একে একে জানতে হবে। তবেই তো আমরা বুঝব কী অসীম দুঃখ আর বিপুল গৌরব বহন করছে আমাদের স্বাধীনতা।

## পাঠ শিখি

### ১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই :

- গৌরব** - সম্মান, মর্যাদা। - আমাদের দেশ ও ভাষার গৌরব রক্ষা করব।
- নিরীহ** - শান্ত। - লোকটি খুব নিরীহ, কোনো ঝুট-ঝামেলা নেই।
- শান্তিপ্ৰিয়** - যে শান্তি ভালোবাসে। - এ দেশের সাধারণ মানুষ শান্তিপ্ৰিয়।
- অবিস্মরণীয়** - যিনি বা যা ভুলবার মতো নয়। - তিনি অবিস্মরণীয়। তাঁর কীর্তি অবিস্মরণীয়।
- ঘুচল** - শেষ হল, দূর হল। - ১৬ই ডিসেম্বর দেশ শত্রুমুক্ত হল, যুদ্ধের নয় মাসের দুঃখ ঘুচল।
- পক্ষ -** - দল। আলবদর রাজাকারেরা এ দেশের লোক হলেও তারা ছিল পাকিস্তানি পক্ষ।
- অসীম** - সীমাহীন, এখানে অনেক ও প্রচণ্ড অর্থে। - মুক্তিযোদ্ধারা ছিল অসীম সাহসী।
- হামাগুড়ি** - হাঁটু ও হাতের ওপর ভর দিয়ে চলা। - আমরা অস্ত্র হাতে হামাগুড়ি দিয়ে শত্রু এলাকা পার হলাম।
- আকস্মিক** - হঠাৎ, আচমকা। - আকস্মিক আক্রমণে অনেক পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হল।
- হতভম্ব** - কী করবে তা বুঝতে না পারা। - তার আজগুবি কথা শুনে আমি তো হতভম্ব।
- সামাল দেওয়া** - নিজের আওতায় আনা, মোকাবিলা করা। - এবারের মতো বিপদটা কোনোরকমে সামাল দিলাম।

- ছিনিয়ে আনল** – কেড়ে নিল, নিজের অধিকারে আনল। - এ দেশের মুক্তিকামী মানুষ দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনল।
- অগণন** – অসংখ্য, অগণিত। - স্বাধীনতা যুদ্ধে কত অগণন শহীদের রক্তে সিক্ত হয়েছে এ দেশের মাটি।
- আত্মদানকারী** – যাঁরা জীবন দিয়েছেন। - আত্মদানকারী-বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানকে আমরা ভুলব না।
- বিপুল** – বিশাল, বিরাট। - বঙ্গবন্ধুর হৃদয় ছিল দেশের মানুষের প্রতি বিপুল ভালোবাসায় ভরা।

## ২. শব্দ ও বাক্যাংশের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

মানুষের বৃকের মধ্যে রয়েছে আরেক শক্তি— এখানে ‘শক্তি’ মানে বল নয়- সাহস। এই সাহস মানুষকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মনের ভেতর জোর এনে দেয়।

মুক্তির স্বপ্ন মানুষকে যোগায় বিপুল শক্তি— এখানেও ‘শক্তি’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রেরণা দেওয়া অর্থে।

এমনি স্বপ্ন বুনে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান— এখানে ‘স্বপ্ন বুনে দেওয়া’ বাক্যাংশটি বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি আশা জাগিয়ে দিয়েছিলেন, প্রেরণা যুগিয়েছিলেন, সাহস দিয়েছিলেন।

এমনি আরও বাক্যাংশ রয়েছে এ পাঠে। যেমন- মুক্তির স্বপ্ন, মুক্তির পথ, মুক্ত হল। এ বাক্যাংশগুলো দিয়ে আলাদা আলাদা বাক্য রচনা করতে পারি আমরা।

## ৩. সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করি।

ক. দেশবাসীর অন্তরে এমনি স্বপ্ন — দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ. পরিবারের অভাব বুঝি এবার —।

গ. তাঁর মায়ের বুকে ছিল —।

ঘ. আরও অনেক —বীর আছেন যাঁদের কথা আমরা জানি না।

৪. একবচন ও বহুবচন বোঝায় এমন শব্দগুলো শিখে নিই ও লিখি।

|       |         |
|-------|---------|
| একবচন | বহুবচন  |
| আমি   | আমরা    |
| আমার  | আমাদের  |
| তুমি  | তোমরা   |
| তোমার | তোমাদের |
| সে    | তারা    |
| তিনি  | তঁারা   |
| ইনি   | এঁরা    |
| তার   | তাদের   |
| এ     | এরা     |
| এর    | এদের    |
| এঁর   | এঁদের   |
| এটা   | এগুলো   |
| সেটা  | সেগুলো  |
| ও     | ওরা     |
| ওটা   | ওগুলো   |

৫. এ পাঠ থেকে পাঁচটি একবচন ও পাঁচটি বহুবচন শব্দ বের করি এবং শব্দগুলোর বিপরীত বচন লিখি। যেমন—

|        |   |       |          |   |        |
|--------|---|-------|----------|---|--------|
| সৈন্য  | - | একবচন | সৈন্যরা  | - | বহুবচন |
| বাঙালি | - | একবচন | বাঙালিরা | - | বহুবচন |

রা, এরা, গুলা, গুলো, সমূহ ইত্যাদি ছাড়াও শব্দের বহুবচন হয়। যেমন- সেনাবাহিনী।  
এখানে অনেক সৈন্য দ্বারা গঠিত দল বোঝাচ্ছে।

## ৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি :

- ক. ১৯৭১ সাল আমাদের কাছে গৌরবের সময় কেন?
- খ. পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫শে মার্চ রাতে কী করেছিল?
- গ. এ দেশের মানুষের মনে শক্তি ও সাহস কীভাবে জেগে ওঠেছিল? কে জাগিয়ে দিয়েছিলেন সেই শক্তি?
- ঘ. ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু কী ঘোষণা করেছিলেন?
- ঙ. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? তাঁর বাবা ও মায়ের নাম কী?
- চ. হামিদুর মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য কীভাবে উৎসাহিত হলেন?
- ছ. তিনি কোন এলাকায় যুদ্ধ করার সময় কীভাবে শহীদ হলেন?
- জ. মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি কী?
- ঝ. মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য কী কী উপাধি প্রদান করা হয়েছে- সেগুলো ক্রম অনুযায়ী লেখ।
- ঞ. ‘আরও অনেক আত্মদানকারী বীর আছেন নিভৃতে, সবার চোখের আড়ালে’- তাঁরা কারা?
- ট. মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের কথা আমাদের জানতে হবে কেন?

## ৭. বিপরীত শব্দ লিখি :

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| বিজয়  | - | পরাজয় |
| দরিদ্র | - | ধনী    |
| অভাব   | - | সচলতা  |
| পক্ষ   | - | বিপক্ষ |
| শত্রু  | - | মিত্র  |

# পারিব না

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

পারিব না এ কথাটি বলিও না আর  
কেন পারিবে না তাহা ভাব এক বার,  
পাঁচ জনে পারে যাহা,  
তুমিও পারিবে তাহা,  
পার কি না পার কর যতন আবার  
এক বারে না পারিলে দেখ শত বার।  
পারিব না বলে মুখ করিও না ভার,  
ও কথাটি মুখে যেন না শুনি তোমার,  
অলস অবোধ যারা  
কিছুই পারে না তারা,  
তোমায় তো দেখি না ক তাদের আকার  
তবে কেন পারিব না বল বার বার?  
জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার  
হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়,  
সাঁতার শিখিতে হলে  
আগে তবে নাম জলে,  
আছাড়ে করিয়া হেলা, হাঁট বার বার  
পারিব বলিয়া সুখে হও আগুসার।

## পাঠ শিখি

### ১. জেনে নিই

কোনো কাজে অনেক সময় প্রথম প্রথম সফলতা আসে না। এ ধরনের কাজে সফল হতে হলে তাই বারবার চেষ্টা করতে হয়। কাজ করতে করতেই মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করে, কাজে দক্ষ ও জীবনে সফল হয়।

### ২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ এবং ব্যবহার শিখি

**যতন** - যত্ন, চেষ্টা, প্রয়াস। যতনে রতন মেলে। ('যত্ন' শব্দকে কবিতায় ছন্দের প্রয়োজনে 'যতন' লেখা হয়েছে)।

**অলস** - কুড়ে, আলসে। অলস লোকেরা নিজেদের জীবনে দুঃখ ডেকে আনে।

**অবোধ** - যে ঠিকমতো বোঝে না, নির্বোধ। অবোধ হয়ো না, বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর।

**হেলা** - অবজ্ঞা, উপেক্ষা। কাজ ছোট হলেও তাকে হেলা করা ঠিক নয়।

**আগুসার**- অগ্রসর, এগিয়ে যাওয়া। 'সুখে হও আগুসার' (আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে যাও)।

### ৩. কথাগুলো বুঝে নিই

পার কি না পার কর যতন আবার - কোনো কাজে এক বারে সফল না হলে ভেঙে পড়লে চলবে না। কাজে সফল হতে হলে বারবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আগে তবে নাম জলে- পানিতে না নেমে কেউ সাঁতার শিখতে পারে না। কাজের ভেতর দিয়ে আমাদের শিখতে হবে।

আছাড়ে করিয়া হেলা, হাঁট বারবার- প্রথম বার হাঁটার চেষ্টা করতে গিয়ে শিশুরা আছাড় খায়, ব্যথাও পায়। তাই বলে শিশু হাঁটার চেষ্টা ছেড়ে দেয় না। সে বারবার চেষ্টা করে তবে হাঁটতে শেখে।

### ৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি এবং লিখি

ক. কবি কোন কথাটি বলতে নিষেধ করেছেন? কেন করেছেন?

খ. কবি কেন লিখেছেন 'এক বারে না পারিলে দেখ শত বার।'

গ. কোন ধরনের মানুষ কিছুই করতে পারে না?

ঘ. জীবনে বড় হওয়ার জন্য আমাদের কী করা দরকার?

#### ৫. শূন্যস্থান পূরণ করি

পারিব না বলে — করিও না ভার,  
ও কথাটি মুখে যেন না — তোমার,  
অলস — যারা  
— পারে না তারা,  
তোমায় তো দেখি না ক তাদের —  
তবে -পারিব না — বার বার?

#### ৬. এই কবিতায় দুটি কাজ শেখার কথা আছে। আরো তিনটি কাজ শেখার কথা লিখি।

- ক. হাঁটতে শেখা।  
খ. সাঁতার কাটতে শেখা।  
গ. \_\_\_\_\_  
ঘ.  
ঙ.

#### ৭. ‘পারিব না’ কবিতাটি পড়ে কী বুঝলাম তা পাঁচটি পূর্ণ বাক্যে বলি ও খাতায় লিখি।

**কবি পরিচিতি :** কবি কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিক্রমপুরে জন্মেছিলেন ১৮৪৩ সালে। তিনি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন। সঙ্গীত এবং কবিতাও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘নিভৃত-চিন্তা’, ‘নিশীথ-চিন্তা’, ‘ছায়াদর্শন’ ইত্যাদি। “পারিব না” কবিতাটি তাঁর বিখ্যাত কিশোর কবিতা। ১৯১০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

# হেমন্ত

সুফিয়া কামাল

সবুজ পাতার খামের ভেতর  
হলুদ গাঁদা চিঠি লিখে  
কোন পাথারের ওপার থেকে  
আনল ডেকে হেমন্তকে?

আনল ডেকে মটরশুঁটি,  
খেসারি আর কলাই ফুলে  
আনল ডেকে কুয়াশাকে  
সাঁঝ সকালে নদীর কূলে ।

সকাল বেলায় শিশির ভেজা  
ঘাসের ওপর চলতে গিয়ে  
হালকা মধুর শীতের ছোঁয়ায়  
শরীর ওঠে শিরশিরিয়ে ।

আরও এল সাথে সাথে  
নতুন গাছের খেজুর রসে  
লোভ দেখিয়ে মিষ্টি পিঠা  
মিষ্টি রোদে খেতে বসে ।

হেমন্ত তার শিশির ভেজা  
আঁচল তলে শিউলি বোঁটায়  
চুপে- চুপে রং মাখাল  
আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ।



## পাঠ শিখি

### ১. জেনে নিই

এ কবিতায় ফুটে উঠেছে হেমন্ত ঋতুর ছবি। বাংলার প্রকৃতিতে হেমন্ত ঋতু নিয়ে আসে গাঁদা ফুলের সমারোহ। মটরশুঁটি, খেসারি আর কলাই ফুলে ফসলের মাঠ হেসে ওঠে। শিশির ভেজা ঘাস, শীতের হালকা আমেজ, আর সকালের মিষ্টি রোদ জানিয়ে দেয় শীতের আর দেরি নেই।

### ২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার শিখি

পাথার-সমুদ্র। অকূল পাথার পার হয়ে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যাওয়া যায়।  
কূল-তীর। নদীর কূলে জেলেরা ঘর বেঁধেছে।  
শিরশিরিয়ে-শিরশির করে। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীরটা শিরশিরিয়ে উঠল।

### ৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি

- ক) হলুদ গাঁদা কাদের চিঠি লিখেছিল?
- খ) হেমন্ত আসায় প্রকৃতিতে কী কী এল?
- গ) শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর চলতে গিয়ে কেমন লাগে?
- ঘ) কখন খেজুর রস ও পিঠা খেতে ভালো লাগে?
- ঙ) কখন শিউলি ফুল ফোটে?

### ৪. কোন কোন মাস নিয়ে হেমন্তকাল? এই ঋতুর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখি।

### ৫. ডান পাশের শব্দগুলো থেকে সঠিক উত্তর খুঁজে বের করি

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| ক) কোনটি হেমন্তের ফসল?          | মটরশুঁটি/মুসুরি/ছোলা  |
| খ) কে চিঠি লিখেছে?              | গাঁদা/শিউলি/কলাই      |
| গ) কোনটি হেমন্তের ফুল?          | জবা/গাঁদা/কাশ ফুল।    |
| ঘ) মটরশুঁটি, কলাই কোন ঋতুর ফসল? | গ্রীষ্ম/বর্ষা/হেমন্ত। |

## ৬. একই অর্থ হয় এমন শব্দগুলো জেনে নিই

পাথার — সমুদ্র, সাগর, জলরাশি।

আকাশ — গগন, আসমান, শূন্য।

ছোঁয়া — পরশ, স্পর্শ।

শিশির — হিম, নীহার, তুষার।

৭. নিচের যে কথাগুলোর সাথে কবিতাটির কথার মিল আছে তার বাম পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিই

ক) গাঁদা নীল পাতার খামে চিঠি লিখেছিল।

খ) হেমন্তে শীত পড়তে শুরু করে।

গ) বেশ কড়া রোদ পড়েছে।

৮. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৯. কবিতাটি পড়ি ও লিখি।

**কবি পরিচিতি :** কবি বেগম সুফিয়া কামাল ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি ও সমাজসেবী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ‘সাঁঝের মায়া’, ‘মায়াকানন’, ‘ইতল বিতল’, ‘স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

# শীতের পিঠাপুলি

ভোরবেলা মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙল। তাকিয়ে দেখি মায়ের মুখে মিষ্টি হাসি। মা বললেন, পিঠা করছি; খাবে তো জলদি এস। পিঠার কথা শুনে চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গেল। এক লাফে উঠে বসি। বিছানা ছেড়ে নামতেই নাকে এসে লাগে পিঠার মিষ্টি গন্ধ। কী মজা!

চোখ মুছতে মুছতে ঘরের বাইরে এলাম। পৌষের ভোর। উঠানের কোণে ঝোপঝাড়ে এখনও আবছা কুয়াশা। বেশ শীত করছে। মা নতুন চুলায় আগুন জ্বলেছেন। আমরা তাঁকে ঘিরে বসেছি। আপা বললেন, ‘শিগগির হাতমুখ ধুয়ে আয়। পিঠা খাবি।’

মনটা আনন্দে নেচে উঠল। হাতমুখ ধুয়ে এসে দেখি মা পিঠা তৈরি করছেন। ঝোঁয়া-ওঠা গরম ভাপাপিঠা দেখে জিভে পানি এসে যায়। মা আমাকে পিঠা খেতে দিলেন। মাকে ঘিরে বসে আমরা দুই ভাইবোন পিঠা খেলাম।

মায়ের মুখে কতবার আমরা শুনেছি নানারকম পিঠার কথা। আমাদের দেশে শীতকাল ভারি মজার সময়। তখন ভোরবেলা কুয়াশায় চারদিক ঢেকে যায়। গাছেরা বাঁকে করে কলসি ভরে মিষ্টি খেজুর রস নিয়ে আসে। সেই রস থেকেই তৈরি হয় গুড়। শীতের সকালে খেজুর রস আর গুড়ের মিষ্টি গন্ধ দুইই মন কাড়ে।

পিঠা আমাদের প্রিয় খাবার। আমাদের দেশে সারা বছরই পিঠা হয়। তবে শীতের দিনে পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায়। পিঠা তৈরির জন্য দরকার আতপ চালের গুঁড়া। মিষ্টি করার জন্য এর সাথে মেশানো হয় খেজুর গুড়, আখের গুড় বা চিনি। এছাড়া পিঠা তৈরির কাজে নারকেল, কলা এসবও লাগে। কোনো কোনো পিঠার সাথে মেশানো হয় আদা ও কালিজিরা।

শীতকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা রকমের পিঠা তৈরি হয়। আমাদের খুব চেনা পিঠার মধ্যে তৈরি হয় চিতই, দুধ-চিতই, ভাপাপিঠা, ম্যারাপিঠা, বড়াপিঠা ও পাটিসাপটা। এ ছাড়া দুধপুলি, ক্ষীরপুলি, চন্দ্রপুলি, মালপোয়া, আন্দেঁশা, এলোকেশী ও পাকোয়ান

পিঠারও বেশ নাম আছে। ছেলেবুড়ো সবাই এসব পিঠা খেতে ভালোবাসেন।

চালের গুঁড়া পানিতে ঘন করে মিশিয়ে ভাজা হয় চিতই পিঠা। তারপর খেজুর গুড় মেশানো মিষ্টি দুধে তা ভিজিয়ে বানানো হয় দুধ-চিতই। সারা রাত ঘন দুধে ভিজে দুধ-চিতই রসে টুপটুপ করে। মুখে দিলেই পিঠার রসে মুখ ভরে ওঠে। খেয়ে আর আশ মেটে না।

শীতের ভোরবেলা নারকেল আর খেজুর গুড়ের গরম-গরম ভাপাপিঠা খেতে সবাই পছন্দ করে। আমাদের দেশে তৈরি হয় নানা রকমের পুলিপিঠা। বাঁকা চাঁদের মতো পুলির ভেতরে থাকে নারকেল-গুড় বা ক্ষীরের পুর। পুলিপিঠা দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও তেমনি মজা। মিষ্টি ঘন দুধে ডুবিয়ে রেখে তৈরি হয় মজাদার দুধপুলি। মালপোয়া, আন্দেঁশা, পাটিসাপটা ও এলোকেশী- এসবও মজার পিঠা। তেলে ডুবিয়ে ভাজা হয় মালপোয়া।



এক এক রকমের পিঠার স্বাদ এক এক রকম। কোনো কোনো পিঠা শক্ত করে ভাজা হয়। কোন কোন পিঠায় মিষ্টির বদলে ব্যবহার করা হয় ঝাল বা ঝাল-মাংস। আবার কোনো পিঠা নরম এবং মিষ্টি রসে ভরা।

এ দেশের মেয়েরা নানা রকম নকশিপিঠাও তৈরি করেন। এসব পিঠায় আঁকা থাকে হরেক রকমের নকশা। খেজুর-কাঁটা, মন-কাঁটা ও বাঁশের ছিলকা দিয়ে নকশা করা হয়। পিঠার গায়ে এসব নকশা ছবির মতো ফুটে ওঠে। ফল, ফুল, চাঁদ-তারা ও মাছের মতো করেও কোনো কোনো পিঠা তৈরি হয়। নানা রকমের গাছের পাতা, কুঁড়েঘর, ঘুড়ি, পাখা- এসবও আঁকা হয় পিঠার গায়ে।

নকশিপিঠার নামগুলো ভারি সুন্দর। কোনো কোনো পিঠার নাম কাজললতা, শঙ্খলতা, সাজনীবাহার, বানভাসি ও মেঘডুমুর। পাতা-আঁকা পিঠার নাম হিজলপাতা, সজনেপাতা ও মইফুলি। আবার পদ্মদিঘি, সাগরদিঘি, জামাইমুখ, কন্যামুখ, ময়ূরপেখম ও মোরগঝুঁটি নামের পিঠাও আছে। সাধারণত বিয়ের উৎসবে নানা রকমের নকশিপিঠার আয়োজন করা হয়।

আমাদের দেশের গ্রামগুলোতেই পিঠাপুলি তৈরি হয় বেশি। শহরের মানুষও পিঠা পছন্দ করেন। আজকাল শহরে পিঠার দোকান হয়েছে। এসব দোকানে নানা ধরনের পিঠা পাওয়া যায়।

(১৯৯৫ শিক্ষাবর্ষের চতুর্থ শ্রেণীর আমার বই থেকে গৃহীত)

## পাঠ শিখি

### ১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার শিখি

**জলদি** – তাড়াতাড়ি, শীঘ্র, দ্রুত। দেরি করো না, জলদি চলে এসো।

**অঞ্চল** – এলাকা। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে জালের মতো ছড়িয়ে আছে অনেক নদী।

**পুর** – যা ভেতরে পোরা হয়। পুলি পিঠায় গুড় মেশানো নারকেলের পুর দেওয়া হয়।

মজাদার – সুস্বাদু। দুধপুলি ভারি মজাদার পিঠা।

নকশি – নকশা করা, ছবি আঁকা। গাঁয়ের মেয়েরা নকশি কাঁথা সেলাই করতে বেশ পটু।

বাঁক – কাঁধে ভারবহনের যষ্টি।

## ২. নিচের অংশটুকু মনে মনে পড়ি:

শীতের সকাল। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। কুয়াশায় চারদিক ঢাকা পড়েছে। মা বললেন, আজ ভাপাপিঠা তৈরি করব। ছোটবোন মিতু বলল, ভাপাপিঠা আগেও খেয়েছি। আজ চিতইপিঠা কর, মা। নতুন খেজুরগুড় মিশিয়ে খেতে ভারি মজা হবে। বড় ভাই মিতুকে খামিয়ে দিয়ে বলল, ভাপাপিঠাই হোক। শীতের সকালে ভাপাপিঠার জুড়ি নেই।

এবার মা ও ভাইবোনদের মধ্যে যে কথাগুলো হল তা লিখি :

মা॥ যা শীত পড়েছে। আজ ভাপাপিঠা করব, কি বল?

মিতু ॥?

বড় ভাই ॥ ?

## ৩. ডান পাশ থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি

ক. দুধ- চিতই রসে — করে।

ধোঁয়া-ওঠা

খ. — গরম ভাপাপিঠা খেতে মজা।

চিরলপাতা

গ. পুলি পিঠা দেখতে — মত।

টুপটুপ

ঘ. পাতা — আঁকা একটি পিঠার নাম —।

নকশিপিঠা

ঙ. বিয়ের উৎসবে — তৈরি হয়।

বাঁকা চাঁদের

## ৪। আমাদের দেশে তৈরি হয় এ রকমের কয়েকটি পিঠার নামের একটি তালিকা বানাই।

## ৫। প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক. শীতের সকালে গাছেরা কী করে?

খ. পিঠা তৈরি করতে কী কী জিনিস লাগে?

গ. শীতকালে তৈরি কয়েকটি পিঠার বর্ণনা দিই।

ঘ. নকশিপিঠা কী? কয়েকটি পিঠার নাম লিখি।

# হবে তবু শিখতে

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

বাঙালী হলেও তো  
হবে ভাই শিখতে  
ভালো ক'রে বাংলাটা  
পড়তে ও লিখতে ।  
মৌখিক বুলি নয়  
চেনা চাই অক্ষর  
আছে স্বরবর্ণ ও  
ব্যঞ্জন পর পর ;  
নানারূপ চেহারায়  
নানারূপ ধরনে  
রাখতে যে হবে সব  
চিরকাল স্মরণে ।  
অক্ষরগুলো সব  
প্রতীকের চিহ্ন  
হয় উচ্চারণও  
ভিন্ন-অভিন্ন ।  
সেই ধ্বনি অনুসারে  
অক্ষর সাজিয়ে  
শব্দকে নিতে হবে  
মনে মনে বাজিয়ে  
ব্যাকরণ-বিধি কিছু  
জানা চাই তবুও  
নইলে যে ভ্রান্তিটা  
ঘুচবে না কভুও!





এইটুকু জানা হলে  
হয়ত বা লেখাটা  
সুকঠিন নয় আর  
নিজ ভাষা শেখাটা ।  
চিরকাল চলবেই  
লেখা আর পড়াতে  
পারবে না মন থেকে  
কেউ তাকে সরাতে ।  
স্মৃতি আর শ্রুতিময়  
ভাষাটাকে জ্বালিয়ে  
আজীবন যেতে হবে  
সব কাজ চালিয়ে ।

## পাঠ শিখি

### ১. জেনে নিই

ক. বাংলা ভাষা ভালোভাবে পড়তে ও লিখতে শেখা চাই। বাংলা অক্ষর ও শব্দের সজো ভালোভাবে পরিচয় না হলে এবং ব্যাকরণের নিয়ম না জানলে ভালোভাবে ভাষা শেখা হয় না। বাংলা ভাষাকে জীবনের সব পর্যায়ে ব্যবহারের উপযোগী করা দরকার। এ জন্য শিক্ষার্থীদের দরদ দিয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা শিখতে ও চর্চা করতে হবে।

খ. মূল কবিতার বানান অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

## ২. শব্দার্থ বলি ও লিখি

- বুলি - মুখের কথা ।  
স্মরণ - মনে রাখা ।  
প্রতীক - চিহ্ন, সংকেত ।  
ঘুচবে - ভুল সংশোধন হবে, দূর হবে ।  
স্মৃতি - স্মরণ, মনে রাখা ।  
শ্রুতিময় - শোনার যোগ্য, শোনা যাচ্ছে এমন ।  
আজীবন - সারা জীবন ।

## ৩. প্রশ্নের উত্তর লিখি ও পড়ি

- ক. ভালো করে বাংলা ভাষা পড়তে-লিখতে হলে কী করতে হবে?  
খ. ব্যাকরণের বিধি কেন জানতে হবে?  
৪. কবি ‘অক্ষর’ চেনার কথা কেন বলেছেন?  
৫. অক্ষরগুলো কিসের চিহ্ন?  
৬. অক্ষরগুলোর উচ্চারণ কেমন হয়?  
৭. শব্দকে কীভাবে বাজিয়ে নিতে হয়?  
৮. ব্যাকরণ-বিধি কেন জানতে হবে?  
৯. কী কী শিখলে নিজভাষা সুকঠিন মনে হয় না?  
১০. আজীবন সব কাজ চালাবার জন্য ভাষাকে উজ্জ্বল করে কোথায় রাখতে হয়?  
১১. ‘হবে তবু শিখতে’ ছড়াটি আবৃত্তি করি ।  
১২. ছড়াটি লিখি ।  
১৩. নিজের ভাষা কেন বেশি করে পড়তে ও লিখতে হবে?

**কবি পরিচিতি :**  
**মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ**

কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাওঘাটে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় সাংবাদিক। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে ‘দিক-দিগন্তরে’, ‘আপন ভুবনে’, ‘জুলেখার মন’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।



## টুনটুনি ও কুনোব্যাঙ

অনেকদিন আগের কথা। পাহাড়ের ঢালে ঝরনার ধারে গর্তে থাকত এক কুনোব্যাঙ। তার পাশে শিম লতার ঘন ঝোপ। ঝোপের ধারে কুলগাছে বাসা বেঁধেছিল একটি টুনটুনি। ব্যাঙ আর পাখির মধ্যে খুব ভাব।

একদিন শহর থেকে ঘুরে এল কুনোব্যাঙ। শহর থেকে ফিরেই সে টুনটুনিকে ডাকল। বলল, ও টুনটুনি, শুনছ? শহরের লোকেরা বলছিল, আসছে শনিবার নাকি খুব ঝড় হবে।

ঝড়ের কথা শুনে টুনটুনি খুব ভয় পেল। এখন উপায়? ব্যাঙের মনে তেমন ভাবনা নেই। সে টুনটুনিকে বলল, আমার গর্ত আছে। ঝড় এলে গর্তে লুকাব। কিন্তু তোমার কী হবে?

কুনোব্যাঙ বানিয়ে বানিয়ে কথা বলত। ঝড়ের কথাও সে বানিয়ে বলেছিল। আসলে শহরে এ নিয়ে কোনো কথাই হয়নি। মিথ্যা বলে ভয় দেখানোই তার স্বভাব। টুনটুনি ছিল খুব ভীত। ঝড়ের কথা শুনে ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল।

শনিবার সকাল থেকে আকাশে মেঘ করেছে। এক সময় মেঘ ডেকে উঠল। ভয়ে টুনটুনির বুকটা দুরুদুরু করে উঠল। ছুটতে ছুটতে সে গিয়ে বসল মস্ত বড় এক চিবিদ গাছের মগডালে। পাহাড়ের উঁচুতে চিবিদ গাছ ডালপালা মেলে আছে। সেই গাছে থাকত এক রংরাং পাখি। আগের দিনে চিবিদ গাছে রংরাং পাখিরা বাসা বাঁধত। রংরাং পাখিটা তখন গাছের ডালে বসে হাঁ করে হাওয়া খাচ্ছিল।

টুনটুনি রংরাং পাখির ঠোঁটের সেই ফাঁকটিকে গর্ত ভেবে তার ভেতরে ঢুকে পড়ল।

চমকে উঠল রংরাং পাখি। তারপর গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল। ভয়ে টুনটুনি বাইরে বেরিয়ে এল।

গাছের নিচে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছিল এক হরিণ। রংরাং পাখির চিৎকারে ভয় পেয়ে সে দিল ভোঁ- দৌড়। বনের ধারে বিশ্রাম নিচ্ছিল এক মস্ত বড় অজগর সাপ। হরিণের খুর লাগল তার লেজে। লেজের ব্যথায় সে কোঁকাতে থাকল। তারপর মাথা তুলে সামনে দেখতে পেল এক পিপড়ের বাসা। অজগর পিপড়ের বাসায় দিল এক ধাক্কা। সেই ধাক্কায় পিপড়ের বাসা ভেঙে তছনছ হয়ে গেল।

পিপড়ের সর্দার ছিল বেজায় রাগী। সে রাগের মাথায় হাতির শূঁড়ে কুটুস করে এক কামড় বসিয়ে দিল। এক ঝাড় কলাগাছ খেয়ে হাতিটা তখন জিরিয়ে নিচ্ছিল। রেগেমেগে সে উঠে দাঁড়াল। পিপড়ে ততক্ষণে পালিয়েছে। পিপড়েকে ধরতে সে পা বাড়াল। সেখানকার চাষিরা পাহাড়ের ঢালে জুম চাষ করত। হাতির সামনে পড়ল এক জুম খেত! সেই জুমে ধান বুনেছিল এক বুড়ি। বুড়ির ছেলেমেয়ে কেউ নেই। অনেক কষ্টে সে একা একা ধান বুনেছে। হাতিটা বুড়ির কষ্টের ফসল সাবাড় করতে শুরু করল। তা দেখে দুঃখে বুড়ি কেঁদেই ফেলল। সে বিচার চাইতে গেল রাজার কাছে।



বুড়ির কথা শুনে রাজা তো রেগে আগুন। তার রাজ্যে এত বড় অন্যায়? রাজা হাতিকে ডেকে পাঠালেন। রাজার হুকুম পেয়ে হাতি এল রাজ-দরবারে। রাজাকে সালাম করল শূঁড় তুলে। রাজা রেগে বললেন, হাতি, তোমার এত সাহস? তুমি বুড়ির জুম ধান সাবাড় করেছ?

হাতি বলল, মহারাজ, এক পাজি পিপড়ে আমার শূঁড়ে কামড়ে দিয়েছে। আর তাই আমি রাগ করে বুড়ির ধান খেয়ে ফেলেছি। শূঁড়ের ব্যথায় মরছি। কাঁদতে গেলে চোখের পানিতে শূঁড় যায় ভিজে। তাই ভালো করে কাঁদতেও পারি না, মহারাজ।

রাজা মহাভাবনায় পড়লেন। ঠিকই তো শূঁড়ে ব্যথা হলে হাতির কি হুঁশ থাকে? রাজা হুংকার ছেড়ে বললেন, পিপড়েটাকে ডেকে পাঠাও। পিলপিল পায়ে পিপড়ে এসে হাজির হল। সে বলল, মহারাজ, আপনি কাটলেও কাটতে পারেন, মারলেও মারতে পারেন। আমার কোন কসুর নেই।

রাজা পিপড়েকে ধমক দিয়ে বললেন, একটুকু জীব তুমি, তোমাকে কাটার জায়গা কোথায়? তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাব।

পিপড়ে তখন ভয়ে ভয়ে বলল, অজগর আমার বাসা ভেঙে দিয়েছে। তাই আমি হাতির শূঁড় কামড়ে দিয়েছি।

রাজার হুকুমে কাটা লেজ নিয়ে হাজির হল অজগর। সে রাজাকে তার কাটা লেজটা দেখাল।

লেজের দুঃখে সে পিপড়ের বাসা ভেঙে দিয়েছে। রাজাকে সে বলল, আপনার লেজ নেই।  
লেজের কষ্ট আপনি বুঝবেন কী করে?

নিজের লেজ নেই বলে মহারাজ লজ্জা পেলেন। হুংকার ছেড়ে বললেন, হরিণকে ডাক।  
হরিণ এল। রাজাকে কুর্নিশ করে বলল, মহারাজ, রংরাং পাখির কাণ্ড শুনুন। সে ভীষণ  
জোরে চিৎকার করছিল। আমি তাই ভয়ে দৌড়াতে থাকি। আমার খুর লেগে অজগরের  
লেজ কেটেছে, একথা বুঝতেই পারিনি।

রাজার হুকুমে রংরাং পাখি তার বিরাট ডানা মেলে দরবারে এল। তারপর সে বলল,  
মহারাজ, ছোট্ট টুনটুনিটা আমার ঠোঁটের ফাঁকে ঢুকে পড়ল। আর তাই আমি চমকে উঠে  
চিৎকার শুরু করি। দোষ কী আমার?

টুনটুনি এল। সে ভয়ে চুপসে গেল। কাঁচুমাচু করে সে বলল, মহারাজ, ভয় পেয়ে আমি  
ভুল করে রংরাং পাখির মুখে ঢুকে পড়েছিলাম। কুনোব্যাঙ আমাকে মিথ্যে ভয়  
দেখিয়েছে। রাজা টুনটুনিকে ধমক দিয়ে বললেন, আমার রাজ্যে ভয় কিসের?

রাজা মিথ্যা বলা মোটেও পছন্দ করতেন না। তিনি মিথ্যাবাদী কুনোব্যাঙকে ডেকে  
পাঠালেন।

কুনোব্যাঙ কি সহজে ধরা দেয়? রাজার আদেশ শুনে সে ঢুকে পড়ল গর্তে। রাজার  
পেয়াদা খুঁজে বের করল কুনোব্যাঙকে। পা ধরে তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল।

কুনোব্যাঙকে দেখে রাজা বাজখাঁই গলায় বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। মিথ্যা বলা বড়  
অপরাধ। তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব।

কুনোব্যাঙ নিজের দোষ স্বীকার করল। সে হাতজোড় করে রাজার কাছে ক্ষমা চাইল।  
আর কখনও সে মিথ্যা কথা বলবে না।

রাজার মনে দয়া হল। তিনি কুনোব্যাঙকে প্রাণে মারলেন না। তবে মিথ্যা বলার জন্য  
শাস্তি তাকে পেতেই হবে। কুনোব্যাঙকে তিনি পঁচিশ ঘা বেত মারার হুকুম দিলেন।

রাজার হুকুমে কুনোব্যাঙকে কাঁঠাল গাছের সাথে বাঁধা হল। তারপর পেয়াদা তাকে বেত  
মারতে শুরু করল। যতই বেত মারা হয় ব্যাঙ ততই ফুলতে তাকে। তার গা থেকে  
বেরিয়ে আসে সাদা সাদা আঠা। বেতের বাড়ি খেয়ে তার শরীর দাগে ভরে গেল।  
তারপর থেকে ব্যাঙের শরীরের চামড়া হল খসখসে। আর কাঁঠাল গাছ একটু কাটতেই  
বেরিয়ে আসে সাদা রঙের আঠা।

[চাকমা রূপকথা]

## পাঠ শিখি

### ১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই

- চিবিদ গাছ – রূপকথার কাল্পনিক গাছ।  
রংরাং পাখি – রূপকথার কাল্পনিক পাখি।  
মগডাল – গাছের উঁচু শাখা। মগডালে বসে ঘুঘু ডাকছে।  
সর্দার – নেতা, প্রধান ব্যক্তি। দলের লোকেরা সর্দারের কথা মেনে চলে।  
হুঁশ – জ্ঞান। বিপদে পড়ে আমার হুঁশ ছিল না।  
হুংকার – গর্জন। চিড়িয়াখানায় সিংহের হুংকার শুনে শিশুরা ভয় পেল।  
কসুর – দোষ। পিঁপড়ে বলল, আমি কোনো কসুর করিনি।  
কুর্নিশ – মাথা নিচু করে সালাম করা। মন্ত্রী রাজাকে কুর্নিশ করলেন।  
বাজখাঁই – প্রচণ্ড, তীব্র, কর্কশ। বাঘ বাজখাঁই গলায় আওয়াজ করে বলল,  
আমার বাসায় কে রে?

### ২. নিচের শব্দগুলোর সঠিক ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করি

ভোঁ-দৌড়, রেগেমেগে, পিলপিল, কসুর, টেনে-হিঁচড়ে।

- ক) বাঘ তো-আগুন।  
খ) ভয় পেয়ে হরিণটা দিল এক-।  
গ) – পায়ে পিঁপড়ে এসে হাজির হল।  
ঘ) রাজা বললেন, -করেছে কুনোব্যাঙ।  
ঙ) পা ধরে কুনোব্যাঙকে-নিয়ে এল।

### ৩. নিচের বাক্যগুলো পড়ি

- ক) কুনোব্যাঙ বলল, পালাও ভাই, শনিবার ঝড় উঠবে।  
খ) হরিণ রাজাকে কুর্নিশ করে বলল, মহারাজ, আমার কোনো দোষ নেই।  
গ) রাজা বললেন, পিঁপড়েটাকে ডেকে পাঠাও।  
ওপরের প্রথম বাক্যে অনুরোধ করা, দ্বিতীয় বাক্যে দোষ স্বীকার করে বিনয় দেখানো এবং তৃতীয় বাক্যে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

### ৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি

- ক) কুনোব্যাঙ টুনটুনিকে কী খবর দিয়েছিল?  
খ) খবর শুনে টুনটুনি কী করল?  
গ) হরিণ কী করল?  
ঘ) অজগর পিঁপড়ের বাসা ভেঙে দিল কেন?  
ঙ) বুড়ি হাতির বিরুদ্ধে কী নালিশ করল?

### ৫. আমার জানা একটি রূপকথার গল্প বলি।

## সমবায় ভাবনা

গ্রামের নাম বীরতারা। সেই গ্রামে থাকে এক কৃষক। কৃষকের নাম পঞ্চানন। পাশের গ্রামে থাকে এক জেলে। গ্রামের নাম ঢাড়াখাল। জেলের নাম মোস্তফা। বীরতারা গ্রামের কৃষক আর ঢাড়াখালের জেলে দুজনের মধ্যে ছিল গলায় গলায় ভাব। দুজনে সারা সপ্তাহ অক্লান্ত পরিশ্রম করে। সপ্তাহান্তে দুই বন্ধু আলোচনায় বসে নদীর ধারের বটতলায়। আগামীকাল দুজনে এক সাথে যাবে বাজারামপুরের হাটে। একজন কিনবে উচ্চ ফলনশীল ধানবীজ, অন্যজন কিনবে একটা ধর্মজাল। আলোচনার মাঝখানে এসে উপস্থিত হল নাগরপুর গ্রামের রডরিক গোমেজ। গোমেজ কাজ করে শহরের বড় একটি হোটেলে। ধনী লোকেরা আসে হোটেলে। দেশবিদেশের খাবার তৈরি করতে শিখেছে গোমেজ। গোমেজ হোটেলের হেড বাবুর্চি। তার সাথে পঞ্চাশ জন লোক কাজ করে। খুব ভালো মাইনে পায়। শহরের কাজকর্মের অনেক খবর রাখে সে। গোমেজ বলল, ‘আজকাল ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া হয়। পাঁচ ছয়জনের একটি দল গঠন করে ঋণ নেওয়া যায়। ঋণের টাকা দিয়ে ভালো কৃষি যন্ত্রপাতি কেনা যায়। ভালো ট্রলার কেনা যায়।’

পঞ্চানন আর মোস্তফা মনোযোগ দিয়ে গোমেজের কথা শোনে। গোমেজের কথা শুনে মোস্তফা খুবই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তার পুরনো ডিঙি নৌকাটি দিয়ে দূর সমুদ্রে যাওয়া সহজ হয় না, ঝড়ঝঞ্ঝায় নদীতে ফিরে আসতে হয়। বড় মাছ ধরতে পারে না, বেশি মাছ ধরতে পারে না। একটা ট্রলার কিনতে পারলে তার সব সমস্যার সমাধান হবে। দারিদ্র্যের অভিশাপ বহন করতে হবে না। পঞ্চাননও গোমেজের বলা কথাগুলোই ভাবছিল। তার নিজের দুটো বলদই বুড়ো হয়ে গেছে। একটা পাওয়ার টিলার কিনতে পারলে বলদ দুটোর কষ্ট লাঘব হয়।

তিন বন্ধু একটি সমবায় সমিতি করার কথা আলোচনা করলো। তিনজনে তো আর সমিতি হবে না। আরো লোক দরকার। গোমেজ বলল, আমরা তিনজন, কিন্তু আমাদের ঘরে তো আরো তিনজন মানুষ আছে। আমার স্ত্রী হেনরিয়েটা, মোস্তফার স্ত্রী জরিমন আর পঞ্চাননের স্ত্রী বিধুমুখী। ছয়জন তো হয়েই গেল। আরো যদি সদস্য প্রয়োজন হয় তা হলে মহামুনি গ্রামের বিশুদ্ধানন্দ আর কমলা রাণীকেও সদস্য করা যাবে।



পঞ্চগনন আনন্দে গোমেজকে জড়িয়ে ধরল। বললো, ‘দেখ গোমেজ, তুমি আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করলে।’ গোমেজ বলল, ‘মানুষ দুশ্চিন্তা করে কিছু করতে পারে না, চিন্তা করতে হয়। আমি চিন্তা করেই সমবায়ের কথা বলেছি।’ এ সময় মোস্তফার মনে আসে বহুমুখী সমবায় সমিতির কথা। সে ভাবল, পঞ্চগননের উচ্চফলনশীল ফসল, তার নিজের সমুদ্র থেকে ধরে আনা বড় বড় মাছ গোমেজের হোটেলের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা যাবে। সে হবে পরিবহণ ম্যানেজার। সে আরও ভাবল, আগামী বছর থেকে তারা প্রত্যেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করে দিতে পারবে। মোস্তফা তার এ ভাবনার কথা সকলকে জানাল। হঠাৎ পঞ্চগনন সকলকে শুনিয়ে বলল, আমাদের সমবায় সমিতির নাম হবে “সোনার বাংলা সমবায় সমিতি”। মোস্তফা বলল, নামটি খুব সুন্দর হয়েছে।

পাঁচ বছর পর সোনার বাংলা সমবায় সমিতির সদস্য হয়েছে একশত পঞ্চাশ জন। দেশব্যাপী সমিতির ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন-ব্যবস্থা ও আর্থিক অগ্রগতি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হল।

সোনার বাংলা সমবায় সমিতির তিন জন পেশাজীবীকে স্বীকৃতি দিলেন দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি। পুরস্কারে ভূষিত হলেন তিন জন বুদ্ধিমান, সাহসী ও পরিশ্রমী মানুষ।

## পাঠ শিখি

### ১. শব্দার্থ জেনে নিই ও বাক্য তৈরি করি

**অক্লান্ত-** ক্লান্তিহীন। রূপাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভালো ফসল ফলিয়েছে।

**সম্প্রসূত-** সম্প্রসূতের শেষে। পঞ্চগনন সম্প্রসূতে সমিতির তহবিলে ষাট টাকা জমা করেন।

**উচ্চ ফলনশীল বীজ** - যে বীজে অধিক পরিমাণ ফসল জন্মে। উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করে অধিক ফসল পাওয়া যায়।

**মাইনে-** বেতন। ফয়সল মাসে অনেক টাকা বেতন পায়।  
**ঋণ-** ধার, কর্জ। ঋণের টাকা দিয়ে কৃষি যন্ত্রপাতি কেনা যায়।  
**ট্রলার-** ইঞ্জিন চালিত নৌকা। আজকাল ট্রলারে চড়ে অনেক দূরে যাওয়া যায়।  
**সমবায়-** অনেকে মিলে বা যৌথভাবে কাজ করা। সমবায় সমিতি গঠন করে অনেক বড় কাজ করা যায়।  
**পাওয়ার টিলার-** কলের লাঙল। পাওয়ার টিলার দিয়ে অনেক জমি চাষ করা যায়।  
**দুশ্চিন্তা-** দুর্ভাবনা, উদ্বেগ, মানসিক অশান্তি, মন্দ বা অশুভকর কোনো কিছুর ভয়ে চিন্তা। মোস্তফা টাকার অভাবে দুশ্চিন্তায় পড়লেন।  
**ঝড়ঝঞ্ঝা-** ঝটিকা, ঝড়বৃষ্টি। ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে জেলেরা মাছ ধরে।

## ২. ডান পাশের শব্দ দিয়ে ফাঁকা ঘর পূরণ করি

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| কৃষক আর — মধ্যে ছিল        | সপ্তাহ   |
| গলায় গলায় —। দুজনে সারা  | আলোচনায় |
| — পরিশ্রম করে। সপ্তাহান্তে | ভাব      |
| দুই বন্ধু — বসে — ধারের —। | নদীর     |
|                            | বটতলায়  |
|                            | অক্লান্ত |
|                            | জেলের    |

## ৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি

- কৃষক কোন গ্রামে থাকতেন?
- জেলের গ্রামের নাম কী?
- গোমেজ কোথায় কাজ করেন?
- কোথা থেকে ছোটখাটো ঋণ নেওয়া যায়?
- সমবায় সমিতির কী নাম রাখা হয়েছিল?

## ৪. বিপরীত শব্দ লিখি : সমাধান, বেশি, দরিদ্র, আনন্দ, বলদ।

## ৫. কৃষক কীভাবে ফসল ফলান তার বর্ণনা দিই।

## ৬. জেলেরা কী কী দিয়ে মাছ ধরে তা বলি ও লিখি।

## ৭. বাংলাদেশের কৃষক সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

## ৮. যুক্তবর্ণগুলো আলাদা করি

|          |   |     |   |         |         |   |     |   |        |
|----------|---|-----|---|---------|---------|---|-----|---|--------|
| পঞ্চানন  | - | ঞ্চ | = | ঞ + চ   | ব্যাঙ্ক | - | ঙ্ক | = | ঙ + ক  |
| অক্লান্ত | - | ক   | = | ক্ + ল, | ডিজি    | - | জা  | = | ঙ + গ  |
| শান্তি   | - | ন্ত | = | ন্ + ত  | ঝঞ্ঝা   | - | ঞ্ঝ | = | ঞ + ঝা |

# স্বদেশ

আহসান হাবীব

এই যে নদী  
নদীর জোয়ার  
নৌকা সারে সারে,  
একলা বসে আপন মনে  
বসে নদীর ধারে  
এই ছবিটি চেনা।  
মনের মধ্যে যখন খুশি  
এই ছবিটি আঁকি  
এক পাশে তার জারুল গাছে  
দুটি হলুদ পাখি,  
এমনি পাওয়া এই ছবিটি  
কড়িতে নয় কেনা।  
মাঠের পরে মাঠ চলেছে  
নেই যেন এর শেষ  
নানা কাজের মানুষগুলো  
আছে নানান বেশ,  
মাঠের মানুষ যায় মাঠে আর  
হাটের মানুষ হাটে,  
দেখে দেখে একটি ছেলের  
সারাটা দিন কাটে।  
এই ছেলেটির মুখ  
সারা দেশের সব ছেলেদের  
মুখেতে টুকটুক।



কে তুমি ভাই,  
প্রশ্ন করি যখন,  
ভালোবাসার শিল্পী আমি,  
বলবে হেসে তখন।  
এই যে ছবি এমনি আঁকা  
ছবির মতো দেশ,  
দেশের মাটি দেশের মানুষ  
নানান রকম বেশ,  
বাড়ি বাগান পাখ-পাখালি  
সব মিলে এক ছবি,  
নেই তুলি নেই রং, তবুও  
আঁকতে পারি সবই।



## পাঠ শিখি

### ১. জেনে নিই

জন্মভূমির নদ-নদী, গাছ-পালা, পশু-পাখি, মানুষজন সব কিছুই ছোট্ট কিশোর মুগ্ধ চোখে দেখে। দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি রয়েছে তার অসীম ভালবাসা ও মমতা। মুগ্ধ চোখে সে মনে মনে স্বদেশের ছবি আঁকে।

### ২. শব্দার্থ ও ব্যবহার শিখি

**জোয়ার-** চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণে ফুলে-ওঠা নদী বা সাগরের পানি। জোয়ারের সময় সাগরের পানি ফুলে-ফেঁপে ওঠে।

**সারে সারে-** সারি সারি। নদীর ঘাটে সারে সারে নৌকা বাঁধা আছে।

**কড়ি-** এক রকমের শামুকের খোল। এক কালে এদেশে কড়ি দিয়ে কেনাবেচা হত।

**শিল্পী-** যিনি ছবি আঁকেন, চিত্রকর। রং-তুলি দিয়ে শিল্পী ছবি আঁকেন।

**বেশ-** পোশাক। ঈদের দিন শিশুরা নানা বেশে সাজে।

**পাখ-** পাখালি-নানা জাতের পাখি। ভোরবেলা পাখ-পাখালির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙে।

**তুলি-** ছবি আঁকার বুরুশ। ছবি আঁকতে হলে রং চাই, তুলি চাই।

### ৩. কথাগুলো বুঝে নিই ও শুদ্ধ উচ্চারণে বলি

কড়িতে নয় কেনা- নিজের দেশকে আমরা সবাই ভালোবাসি। নিজের দেশের নদী, মাঠ আর বনের নানা রকম ছবি চোখ বুজেও মনের মধ্যে অনুভব করতে পারি। এ রকম ছবি কড়ি বা টাকা দিয়ে কেনা যায় না।

ভালোবাসার শিল্পী- এ কবিতায় একটি ছেলে মনে মনে স্বদেশের নানা রকম ছবি আঁকে। সে ভালোবাসে দেশের নদী-মাঠ, বন ও বনের পাখ-পাখালি আর নানা পেশার মানুষজন। এ জন্য তাকে ‘ভালোবাসার শিল্পী’ বলা হয়েছে।

মাঠের মানুষ- যারা মাঠে-মাঠে কাজ করে। কৃষক, শ্রমিক, রাখাল ও অন্যান্য লোক যারা মাঠে কাজ করে।

### ৪. বিপরীত শব্দ বলি ও খাতায় লিখি

জোয়ার-ভাঁটা, চেনা-অচেনা, কেনা-বেচা, শেষ-শুরু, হাসি-কান্না।

### ৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি এবং লিখি

- ক. এ কবিতার কোন ছবিটি খুব চেনা?
- খ. মনের মধ্যে আঁকা ছবির এক পাশে কী কী আছে?
- গ. কোন ছবি দেখে দেখে ছেলেটির সারা দিন কাটে?
- ঘ. ছেলেটি মনে মনে কী কী আঁকতে পারে?

### ৬. শূন্যস্থানে পরের চরণটি মিলিয়ে লিখি ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ি

এই যে ছবি এমনি আঁকা

-----

দেশের মাটি দেশের মানুষ

-----

বাড়ি বাগান পাখ-পাখালি

-----

নেই তুলি নেই রং, তবুও

৭. নিচের শব্দগুলো বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি

ফুল, কৃষকেরা, পাড়ি, নৌকা, মাঠ, পাখি।

নদীতে সারি সারি- পাল তুলে দূরের পথ-দেয়। নদীর ধারে আছে ফসলের-।

বনে বনে- ডাকে, -ফোটে। মাঠে-মাঠে-কাজ করে।

৮. ‘স্বদেশ’ কবিতাটি যতি চিহ্ন ঠিক রেখে পড়ি।

৯. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

১০. কবিতাটিতে স্বদেশের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা বলি ও লিখি।

**কবি পরিচিতি :** কবি আহসান হাবীব ১৯১৭ সালে পিরোজপুরের শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি ও সাংবাদিক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ‘আশায় বসতি’, ‘মেঘ বলে চৈত্রে যাবো’, ‘বিদীর্ণ দর্পণে মুখ’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। “স্বদেশ” কবিতাটি ‘পাখিরা ফিরে আসে’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। ১৯৮৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**আহসান হাবীব**



## সুন্দরবন

বাংলাদেশের খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী চির সবুজ বনাঞ্চলের নাম সুন্দরবন। এই বনে প্রচুর সুন্দরী বৃক্ষ জন্মায় বলে এর নাম হয়েছে সুন্দরবন। এর আয়তন প্রায় ছয় হাজার বর্গ কিলোমিটার। এটিকে পৃথিবীর বৃহত্তম ‘ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট’ বা লবণাক্ত জলাভূমির বনও বলা হয়। এ সুন্দরবন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদে ভরপুর। এ বনের গহিন নির্জন অরণ্যের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় চোখে পড়ে সুন্দরী ও গোলপাতা গাছের সারি। সুন্দরী, গোলপাতা ছাড়াও রয়েছে গেওয়া, কেওড়া, বাইন, পশুর, গরান ও আমুড় ইত্যাদি গাছ।

সুন্দরবনের গোলপাতা সংগ্রহ করার জন্য অনেকে গহিন বনে যায়। সেখানে গোলপাতা সংগ্রহের সাথে সাথে নানারকম গাছ কাটে। গোলপাতা দিয়ে ঘরের ছাউনি হয়। এ পাতা যারা সংগ্রহ করে তাদেরকে বাওয়ালি বলে। সুন্দরবনের মধু বিখ্যাত। বিভিন্ন ফুলের মৌসুমে বিভিন্ন মধু পাওয়া যায় সুন্দরবনে। যারা মধু সংগ্রহ করে তাদেরকে বলে মৌয়াল বা মৌয়ালি। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে এরা দলবদ্ধ হয়ে নৌকায় করে জঙ্গলে যায়, মৌচাক ভেঙ্গে মধু সংগ্রহ করে। মধুর সন্ধান এক মজার ব্যাপার। মৌমাছিরা ফুল থেকে মধু আহরণ করে কোন দিকে উড়ে যায়

মৌয়ালিরা তা ভালো করে লক্ষ করে। এতে করে তারা মৌচাকের খোঁজ পায়। তবে এভাবে মধুর নেশায় মৌমাছির পেছনে ছুটতে গিয়ে অনেক সময় মৌয়ালিদের বাঘের পেটে যেতে হয়।



সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে নানারকম পশুপাখি ও জীবজন্তু বসবাস করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানর, বন্য শূকর, সজারুসহ প্রায় বিয়াল্লিশ প্রজাতির বন্যপ্রাণী। এ ছাড়া নানারকম পাখি এ বনে বসবাস করে। এদের মধ্যে টিয়ে, ময়না, শালিক, শ্যামা, দোয়েল, ঘুঘু, বক, সারস, বুনোহাঁস ও বনমোরগ উল্লেখযোগ্য। পশু-পাখি ছাড়াও সুন্দরবনে জলে ও জঙ্গলে মিলে একশ কুড়ি প্রজাতির মাছ ও চৌত্রিশ রকমের সরীসৃপ রয়েছে। মাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য টেংরা, টোনা, পোয়া, টাটকিনি, বাঁশপাতা, লটিয়া, ছুরি, লাক্ষা প্রভৃতি। সরীসৃপ প্রজাতির মধ্যে রয়েছে কুমির, হাজার, সাপ, ব্যাঙ, গুইসাপ প্রভৃতি। এদের মধ্যে হাজার, কুমির ও সাপ খুবই হিংস্র। সুযোগ পেলেই এরা মানুষের ক্ষতি করে। তবে এগুলো আমাদের সম্পদ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এরা সহায়ক। এদেরকে যখন-তখন মেরে ফেলা ঠিক নয়। বরং এরা যাতে নির্বিঘ্নে বংশবিস্তার করতে পারে সে ব্যাপারে সকলের সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। শীতে অসংখ্য অতিথি পাখির সমাগম হয় সুন্দরবনে। কারণ, অবাধ বংশ বিস্তার ও নিরাপত্তার জন্য বনের নির্দিষ্ট এলাকা বন্য পশুপাখির নিরাপদ স্থান, যাকে ‘অভয়ারণ্য’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পশুপাখি স্বাচ্ছন্দ্যে এ এলাকায় চলাফেরা করতে পারে।

বন্যপ্রাণী ও জলজ মৎস্য অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রকে দেখার জন্য দেশি-বিদেশি অসংখ্য পর্যটক সুন্দরবনে আসে। সুন্দরবন যেতে হলে আগে যেতে হয় খুলনা বা বাগেরহাট। মংলা বন্দর থেকে লঞ্চে বা ট্রলারে সুন্দরবনে যাওয়া যায়।

সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এ রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত। এ বাঘের গায়ে রয়েছে ডোরা কাটা দাগ। চলে রাজা-বাদশার মতো হলে দুলে। সুন্দরবন এলাকার লোকেরা রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে সরাসরি বাঘ বলে না। তারা এদের মামা, বড়বিড়াল ইত্যাদি বলে ডাকে।

সুন্দরবন শুধু বনই নয়। এখানে রয়েছে অফুরন্ত বনজ ও প্রাণীজ সম্পদ। হাজার হাজার মানুষ বাঁচে এ সম্পদের ওপর নির্ভর করে। সম্পদে, প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ সুন্দরবন। এ বন আমাদের গৌরব। বিখ্যাত এ বন কেবল বাংলাদেশের সম্পদ নয়- এ বন এখন বিশ্ববাসীরও সম্পদ। তাই ইউনেস্কো সুন্দরবন রক্ষা করার জন্য ভারত ও বাংলাদেশকে আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

আমরা প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করে পরিবেশকে সুন্দর সুষ্ঠু করে গড়ে তুলব। কারণ সুন্দরবন বারবার আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে, ‘এসো আমার অপরিপূর্ণ দৃশ্য সৌন্দর্য দেখে যাও। শুনে যাও পাখির কাকলি, বন মোরগের ডাক, বানরের কিচিরমিচির শব্দ, হরিণের মনোমুগ্ধ বিচরণ আর রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হুংকার।’ এ বনকে আমাদের বাঁচাতে হবে। এ আমাদের সৌন্দর্য, এ আমাদের সম্পদ।

## পাঠ শিখি

### ১. শব্দার্থ শিখি

|              |   |                                                                                                          |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ম্যানগ্রোভ   | – | লবণাক্ত জলাভূমির বনাঞ্চল।                                                                                |
| ফরেস্ট       | – | জঙ্গল।                                                                                                   |
| সমাগম        | – | জমায়েত।                                                                                                 |
| অভয়ারণ্য    | – | নিরাপদ স্থান, বনের মাঝে একটি নির্দিষ্ট স্থান, যেখানে বন্যপ্রাণীরা নিরাপদে বিচরণ ও বংশ বিস্তার করতে পারে। |
| স্বাচ্ছন্দ্য | – | সাবলীলভাবে, অবাধে।                                                                                       |
| সংলগ্ন       | – | কাছে, নিকটে।                                                                                             |
| মনোরম        | – | সুন্দর, মনোমুগ্ধকর।                                                                                      |
| গহিন         | – | গভীর, গহন, দুর্গম।                                                                                       |
| বাওয়ালি     | – | সুন্দরবনে কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ যাদের পেশা।                                                                 |
| মৌয়ালি      | – | সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ যাদের পেশা।                                                                         |
| জেলে         | – | মাছ ধরা যাদের পেশা।                                                                                      |

## ২. এক কথায় প্রকাশ করি

- ক) পশু পাখির জন্য নিরাপদ স্থান —
- খ) দেশে বিদেশে যারা ঘুরে বেড়ায় —
- গ) বন থেকে কাঠ সংগ্রহ যাদের পেশা —
- ঘ) সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ যাদের পেশা —
- ঙ) পাখির কলরব —

## ৩. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি

- ক) সুন্দরবন কোথায় অবস্থিত?
- খ) সুন্দরবনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দিই।
- গ) সুন্দরবনে বসবাস করে এমন কয়েকটি প্রাণীর নাম বলি ও লিখি।
- ঘ) সুন্দরবনের মধু সংগ্রহের একটি বর্ণনা দিই।
- ঙ) সুন্দরবন দেখার জন্য দেশি-বিদেশি পর্যটকেরা কেন আসেন?
- চ) সুন্দরবনের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিই।

## ৪. শূন্যস্থান পূরণ করি

- ক) সুন্দরবনে প্রায় — প্রজাতির বন্যপ্রাণী বাস করে।
- খ) সুন্দরবনে প্রায় — প্রজাতির পাখি বাস করে।
- গ) সুন্দরবনে প্রায় — প্রজাতির মাছ বাস করে।
- ঘ) সুন্দরবনে প্রায় — সরীসৃপ বাস করে।
- ঙ) সুন্দরবনের আয়তন প্রায় — বর্গ কিলোমিটার।

## ৫. ঠিক উত্তরটি বলি ও খাতায় লিখি

- ক) সুন্দরবন বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত? পূর্ব অঞ্চলে/পশ্চিম অঞ্চলে/দক্ষিণ অঞ্চলে/উত্তর অঞ্চলে।
- খ) পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ কোনটি? মধুপুর বন/সুন্দরবন/গজারী বন/পার্বত্য বন।
- গ) সুন্দরবনের অভয়ারণ্য কী? পশুপাখিদের নিরাপদ স্থান/মানুষের নিরাপদ স্থান/কুমিরের নিরাপদ স্থান/হাঙ্গারের নিরাপদ স্থান।
- ঘ) সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ কী? গাছপালা/মৎস্য/হরিণ/রয়েল বেঙ্গালটাইগার।

## ৬. বাঘ, হরিণ, বানর, গরান, গোলপাতা, কুমির, সাপ, মৌমাছি, সুন্দরবন, এগুলো সবই নামশব্দ- এগুলোর অন্য নাম বিশেষ্য। তোমার জানা এরূপ আরো ৫টি বিশেষ্যের নামলেখ।

- ৭. ও, বা, এবং, অথবা, কিন্তু এগুলো অব্যয়। এ অব্যয়গুলো দিয়ে বাক্য তৈরি কর।
- ৮. মনে করো কয়েকজন বন্ধু মিলে কোনো বিশেষ জায়গা ভ্রমণ করেছ এবার সেই জায়গার বর্ণনা দিয়ে অন্য বন্ধুদের কাছে একটি চিঠি লিখি।

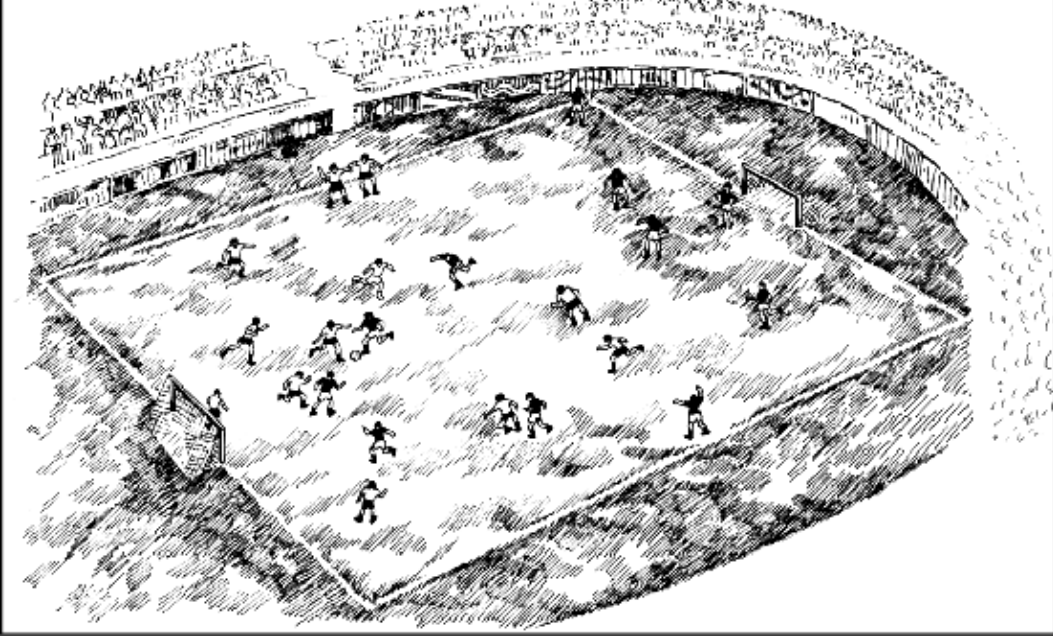
# একটি মজার ফুটবল খেলা

টানা পনের দিনের অনুশীলনের পর আজ হবে চূড়ান্ত খেলা। ফুটবল খেলা। সকাল আটটার মধ্যেই সবাই স্কুলে এসে হাজির। চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের মিলিয়ে দুটো দল। দুই দলেই ১১ জন করে খেলোয়াড়। বদলি খেলোয়াড় হিসেবে রয়েছে ৪ জন। এক দলের জার্সির রং সবুজ এবং অন্য দলের জার্সির রং লাল। সবার মধ্যেই টানটান উত্তেজনা। খালেক স্যার রেফারি। তাঁর গলায় ঝুলছে বাঁশি, বাঁ হাতে স্টপ-ওয়াচ। রাজ্জাক স্যার আর বাদল স্যার লাইনসম্যান। তাঁদেরও গলায় ঝুলছে বাঁশি আর ডান হাতে পতাকা। ঠিক নটায় খেলা শুরু হবে। এরই মধ্যে স্কুলের সকল শিক্ষক মাঠে পৌঁছে গেছেন। আজ খেলার দিন বলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের পছন্দের পোশাক পরে খেলা দেখতে এসেছে। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী ইউনিফর্ম পরে খেলার মাঠে এসেছে। এরা স্বেচ্ছাসেবী। মাঠের শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব এদের।

সবুজ ও লাল দলের খেলোয়াড়েরা ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করে শরীর গরম করছে। ন'টা বাজার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে রেফারি খালেক স্যার দুই দলকে মুখোমুখি লাইনে দাঁড়াতে বললেন। দুই দলের খেলোয়াড় ও অধিনায়কেরা প্রথমে রেফারি ও লাইনসম্যানদ্বয়ের সাথে করমর্দন বা হ্যান্ডশেক করল। পরে দুই দলের খেলোয়াড়েরাও পরস্পরের সাথে করমর্দন করল। এবার টস্। রেফারি একটি ধাতব মুদ্রা হাতে নিয়ে সবুজ দলের অধিনায়ক সাব্বিরকে জিজ্ঞেস করল, সাব্বির তুমি 'হেড' না 'টেল'? সাব্বির বলল, সে 'হেড' নেবে। রেফারি টস্ করলেন। উঠল "হেড"। সবুজ দলের সাব্বির "কিক-অফ" করার জন্য তৈরি। বেজে উঠল রেফারির বাঁশি। সাব্বির নিজের দলের রুহুলের দিকে ঠেলে দিল বল। দর্শকসারিতে ছাত্র-ছাত্রীরা করতালি দিয়ে ওদের অভিনন্দন জানাল।

প্রথম গোল হওয়া মাত্রই খেলার উত্তেজনা মাঠ ছাপিয়ে দর্শকদেরও স্পর্শ করল। লাল দলের কামাল খেলার ১৩ মিনিটের মাথায় প্রথম গোলটি করল। অমনি দর্শক ছাত্রছাত্রীরা মাটির ঘণ্টা বাজিয়ে, ছোট তবলা বাজিয়ে, টিন পিটিয়ে, চিৎকার করে লাল দলকে বাহবা

দিল। সবুজ দল মরিয়া হয়ে ছুটে লাগল বল নিয়ে। মাঠের মধ্যে তখন যেন ফাউলের হিড়িক পড়ে গেল। রেফারি খালেক স্যার সবুজ দলের বাবুল ও টুটুলকে এবং লাল দলের কায়সার ও হাসিবকে হলুদ কার্ড দেখালেন। প্রথমার্ধের ৪১ মিনিটের মাথায় সবুজ দলের নুরুর গোলে খেলায় সমতা ফিরে আসল। দর্শক ছাত্রছাত্রীদের উল্লাস আর আনন্দ-হুল্লোড়ে জমে উঠলো ফুটবল আসর। প্রথমার্ধ শেষ হল ৪৫ মিনিটে। ১-১ গোলে ড্র। বিরতির ৫ মিনিটের সময় খেলোয়াড়েরা লেবুর শরবত খেল। সবুজ দল বদলি খেলোয়াড় টিংকুকে নামালো বাবুলুর পরিবর্তে। লাল দলের হাসিবের পরিবর্তে বদলি খেলোয়াড় মুনীর নামল মাঠে।



দ্বিতীয়ার্ধের খেলার আগে দুই দলই সাইড বদল করল। রেফারির বাঁশি বাজার সাথে সাথেই লাল দলের অধিনায়ক কাইয়ুম “কিক-অফ” করল। দুই দলই রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলতে লাগল। উভয় দলের খেলোয়াড় মোট ৭ বার অফসাইড করল। খেলার গতি মন্থর, কিন্তু দর্শকেরা জোর উৎসাহ দিতে থাকল উভয় দলকে। দ্বিতীয়ার্ধের ১৭ মিনিটের সময় নুরু পেছন

থেকে মারাত্মক ফাউল করল হাসিবকে। রেফারি নুরুকে লাল কার্ড দেখালেন। মাঠ ছাড়তে হল নুরুকে। লাল দলের সমর্থকেরা উল্লাস করতে থাকল। ঠিক তার ৪ মিনিট পর সবুজ দলের টুটুল একটি গোল করল। খেলা সবুজ দলের ২ গোল আর লাল দলের ১ গোলে

দারুণ জমে উঠল। লাল দল তখন বলের দখল নিয়ে ছুটছে। একটি পেনাল্টি-কিক তারা পেল কিন্তু সবুজ দলের গোলকিপার খুব করিৎকর্মা। বল চলে এল গোলকিপারের হাতে। গোল-কিক দিল গোলরক্ষক টিপু। বল আবার চলে এল লাল দলের পায়ে। তারা মাথা ঠাড়া রেখে খেলতে লাগল। দ্বিতীয় গোলের শোধ নেবার জন্য তারা লড়াই করতে লাগল। দ্বিতীয়ার্ধের ৩৭ মিনিটের সময় একটি কর্নার-কিক পেল তারা। লাল দলের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, কর্নার থেকে তাদের গোল হল না। কিন্তু লাল দলের লড়াকু মনোভাব অটুট থাকল। তারা চাপিয়ে খেলতে লাগল। দর্শকসারিতে ছাত্র-ছাত্রীরা বাদ্য বাজিয়ে, চিৎকার করে, নেচে, গেয়ে তাদেরকে উৎসাহ দিতে লাগল। এরই মধ্যে দ্বিতীয়ার্ধের ৪৫ মিনিট শেষ। রেফারির বাঁশি বাজার সাথে সাথে খেলার সমাপ্তি হল। সবুজ দল ২-১ গোলে বিজয়ী। তারা দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে আনন্দ-দৌড় দিল। খেলা শেষে প্রধান অতিথি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিজয়ী ও বিজিত উভয় দলকেই পুরস্কার দিলেন নিজ হাতে। সকলের সম্মিলিত করতালিতে মুখরিত হল স্কুল প্রাঙ্গণ। সবশেষে প্রধান শিক্ষক তাঁর বক্তব্যে বললেন, খেলায় এক পক্ষ হারবেই, এতে বিচলিত বা দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। মনে রাখবে অংশগ্রহণ করাটাই সবচেয়ে বড় কথা। আর একবার করতালির মধ্য দিয়ে সেদিনের মতো মজার খেলা ফুটবলের সমাপ্তি ঘটল।

## পাঠ শিখি

### ১. শব্দের অর্থ জেনে নিই ও নতুন বাক্য লিখি

**বদলি-** অতিরিক্ত, এখানে বদলি খেলোয়াড় অর্থে। গতবছর ক্রিকেট খেলায় রাজ্জাক বদলি হিসেবে ছিল।

**পেনাল্টি-** ডি বক্সের মধ্যে ফাউল হলে পেনাল্টি হয়। পেনাল্টি কিক দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে সমীর।

**লাল কার্ড-** মারাত্মক ফাউল হলে রেফারি লালকার্ড দেখান এবং খেলোয়াড়কে তখন মাঠ ছেড়ে চলে যেতে হয়। বিশ্বকাপে রোনালদিনহোকে লাল কার্ড দেখানো হয়।

**হলুদ কার্ড-** রেফারি যদি মনে করেন খেলোয়াড় অবৈধভাবে বলের নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছে তখন তিনি হলুদ কার্ড দেখান। একই খেলায় একজন খেলোয়াড়কে ২ বার হলুদ কার্ড দেখালে তা লাল কার্ডের সমতুল্য হবে এবং খেলোয়াড় আর এই ম্যাচে খেলতে পারবে না। হলুদ কার্ড দেখানোর সিস্টেম না থাকলে ফুটবল খেলায় ফাউলের সংখ্যা বেড়ে যেতো।

- জার্সি-** খেলার নির্ধারিত পোশাক। জার্সি পরলে সব খেলোয়াড়কে এক রকম দেখায়।
- ফ্রি হ্যান্ড -** খালি হাতে। খেলোয়াড়রা ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করছে।
- রেফারি-** ফুটবল খেলার পরিচালক। রেফারিদের বিশেষ ট্রেনিং থাকে।
- লাইনস্ম্যান-** খেলা পরিচালনায় রেফারির সাহায্যকারী। খালেদ আর মান্না লাইনস্ম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন।
- সার্বিক-** সবারকম। খেলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবেন প্রধান শিক্ষক।
- স্বেচ্ছাসেবী-** যে নিজের ইচ্ছায় সেবার কাজ করে এবং কোনো পারিশ্রমিক নেয় না। খেলার মাঠে টিপু স্বেচ্ছাসেবী ছিল।
- স্টপ ওয়াচ-** বিশেষ ধরনের ঘড়ি। এই ঘড়ির সাহায্যে খেলার সময়ের হিসাব রাখা হয়। স্টপ ওয়াচ দেখে সাঁতার শুরু হল।
- অধিনায়ক-** দলনেতা। ক্রিকেট দলে একজন অধিনায়ক থাকেন।
- টস-** ধাতব মুদ্রা ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দুহাত দিয়ে তা লুফে নেওয়া। খেলার আগে টস করতে হয়।
- হেড-** ধাতব মুদ্রার একটি অংশকে হেড এবং তার বিপরীত অংশকে টেল বলা হয়। টসে এবার আমি টেল নেব।
- বিরতি-** খেলার মোট সময়ের অর্ধেক সময়ে খেলা থামিয়ে ১০ মিনিট বিশ্রাম নেওয়া। বিরতির সময় চকলেট খাব।
- ফাউল-** বল নিয়ে দৌড়ানোর সময় খেলোয়াড়কে পেছন থেকে বা পাশ থেকে অবৈধভাবে ধাক্কা দিলে ফাউল হয়। ফাউল আর অফসাইড খেলার গতিকে কমিয়ে দেয়।
- অফসাইড-** নিজের দলের খেলোয়াড় বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগের লাইনের বাইরে থাকলে আর তাকে বল পাস দিলে অফসাইড হয়। বেশি চালাকি করতে গিয়ে অফসাইড করো না।
- গোল-** গোলপোস্টে বল ঢুকিয়ে দেওয়া। প্রথমার্ধের খেলায় কোন পক্ষই গোল করতে পারেনি।
- প্রথমার্ধ-** মোট সময়ের প্রথম অর্ধেক সময়। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হতেই রেফারি বাঁশি বাজালেন।
- দ্বিতীয়ার্ধ-** মোট সময়ের দ্বিতীয় অর্ধেক সময়। দ্বিতীয়ার্ধে রনি গোল করল।
- সাইড-** দিক। দ্বিতীয়ার্ধে সাইড বদল করা হয়।
- কিক-অফ-** খেলা শুরুর জন্য অধিনায়কের পা দিয়ে বল ছোঁয়া। গতকালের খেলায় কিক-অফ করেছিলেন বাংলাদেশ দলের ক্যাপ্টেন।

## ২. পূর্ণবাক্যে প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি

- ক) দুই দলে কয়জন করে খেলোয়াড় ছিল?
- খ) বদলি খেলোয়াড় হিসেবে রয়েছে কয়জন খেলোয়াড়?
- গ) খেলোয়াড়দের কী কী রঙের জার্সি ছিল?
- ঘ) খেলার রেফারি কে ছিলেন?
- ঙ) কে কে ছিলেন লাইনসম্যান?
- চ) ক'টার সময় খেলা শুরু হয়েছিল?
- ছ) কারা ইউনিফর্ম পরে মাঠে এসেছে এবং কেন?
- জ) খেলার শুরুতে কিক-অফ করল কোন দলের অধিনায়ক?
- ঝ) খেলার প্রথম গোলদাতার নাম কী?
- ঞ) রেফারি কাকে কাকে হলুদ কার্ড দেখালেন?
- ট) নুরুকে কেন মাঠ ছাড়তে হল?
- ঠ) খেলার বিজয়ী দল কোনটি?

## ৩. বামদিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের শব্দ মিলাই

এবার হবে  
বেজে উঠল রেফারির  
মাঠের মধ্যে তখন যেন হিড়িক পড়ে গেল  
এরা  
প্রথমার্ধের ১৩ মিনিটের সময় গোল করল  
বিরতির সময় খেলোয়াড়েরা খেল  
রেফারি নুরুকে দেখালেন  
গোল-কিক দিল গোলরক্ষক

স্বেচ্ছাসেবী  
কামাল  
লেবুর শরবত  
'টস'  
লাল কার্ড  
টিপু  
ফাউলের  
বাঁশি

## ৪. পাঠ পড়ে শূন্যস্থানে যথাশব্দ বসাই

- ক) সবুজ দল — টিংকুকে নামালো — পরিবর্তে ।
- খ) লাল দলের — পরিবর্তে — মুনীর নামল — ।
- গ) দুই দলই — ভজিগতে — লাগল ।
- ঘ) লাল দল — বলের দখল — ।
- ঙ) বল চলে এল — হাতে ।
- চ) তারা — খেলতে — ।
- ছ) রেফারির — বাজার — সাথে — হল ।
- জ) সবুজ দল — গোল — ।

# প্রার্থনা

গোলাম মোস্তফা



অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি  
বিচার দিনের স্বামী ।  
যত গুণগান হে চির মহান  
তোমারি অন্তর্যামী ।

দুলোকে-ভুলোকে সবারে ছাড়িয়া  
তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া  
তোমারি সকাশে যাচি হে শক্তি  
তোমারি করুণাকামী ।

সরল সঠিক পুণ্য পন্থা  
মোদের দাও গো বলি  
চালাও সে-পথে যে-পথে তোমার  
প্রিয়জন গেছে চলি ।

যে-পথে তোমার চির-অভিশাপ  
যে-পথে ভ্রান্তি, চির-পরিতাপ  
হে মহাচালক, মোদের কখনও  
করো না সে পথগামী ।

## পাঠ শিখি

### ১. জেনে নিই

পরম করুণাময় আল্লাহ এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন । তিনি প্রেমময় ও সর্বশক্তিমান । কবি তাঁর কাছেই প্রার্থনা করছেন শক্তি ও সাহস । প্রার্থনা করছেন সরল, সঠিক ও পুণ্য পথে চলবার দিশা ।

## ২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার শিখি

**অনন্ত**- যার শেষ নেই, অশেষ। অনন্ত আকাশ এবং পৃথিবী সমস্তই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

**অসীম**- যার কোন সীমা নেই, সীমাহীন। পাখিরা অসীম আকাশে উড়ে বেড়ায়।

**মহান**- শ্রেষ্ঠ, মহৎ, উদার। আমরা সবাই মহান আল্লাহর গুণগান করি।

**ভূলোক**- মর্ত, পৃথিবী। ভূলোকের প্রাকৃতিক শোভা আল্লাহরই দান।

**যাচি**- প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহর নিকট শক্তি যাচি।

**করুণাকামী**- যে দয়া কামনা করে। আমরা আল্লাহর করুণাকামী।

**পুণ্য**- ভালো কাজ। মানুষের উপকার করা পুণ্যের কাজ।

**পন্থা**- পথ। সঠিক পন্থায় কাজটা করা উচিত।

**অভিশাপ**- অন্যের অনিষ্ট কামনা। মহৎ ব্যক্তির কাউকেও অভিশাপ দেন না।

**পরিতাপ**- দুঃখ, খেদ। ভেবে কাজ করলে পরিতাপ করতে হয় না।

## ৩. কথাগুলো বুঝে নিই

**প্রার্থনা**- আবেদন। আমাদের জীবন সহজ ও সুন্দর হোক-আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি।

**প্রেমময়**- আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট জীবকে ভালোবাসেন। তাই তাঁকে প্রেমময় বলা হয়েছে।

**অন্তর্যামী**- আল্লাহ আমাদের মনের সব কথা জানেন। এ জন্য তাঁকে অন্তর্যামী বলা হয়েছে।

তোমারি সকাশে যাচি হে শক্তি-আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তাই তাঁর কাছে আমরা শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করি। ('শক্তি' পড়তে হবে-শকোতি। শক্তি বা শোক্তি উচ্চারণ করলে ছন্দে ভুল হবে। সে জন্যই 'শক্তি' না লিখে 'শকতি' লেখা হয়েছে)।

## ৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি

ক. আমরা কার গুণগান করি এবং কার কাছে প্রার্থনা জানাই?

খ. 'অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি'-এই চরণ পড়ে আমরা কী বুঝি?

গ. আমরা কেন আল্লাহর কাছে করুণা ও শক্তি প্রার্থনা করি?

ঘ. আমরা কোন পথে চলতে চাই না?

৫. পরের চরণটি মিলিয়ে লিখি

সরল সঠিক পুণ্য পন্থা

চালাও সে-পথে যে-পথে তোমার

৬. ডান দিক থেকে শব্দ এনে শূন্যস্থান পূরণ করি

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ক. অনন্ত অসীম-তুমি | মহান       |
| বিচার দিনের-।      | গুণ        |
| যত-গান হে চির-।    | অন্তর্যামী |
| তোমারি-।           | স্বামী     |
|                    | প্রেমময়   |

৭. কবিতাটি মুখস্থ করি এবং লিখি।

৮. অভিশপ্ত ও ভ্রান্ত পথে চললে আমাদের কী কী ক্ষতি হতে পারে বলি ও লিখি।

কবি পরিচিতি :

গোলাম মোস্তফা

কবি গোলাম মোস্তফা ঝিনাইদহের মনোহরপুর গ্রামে ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক ও গীতিকার। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘বিশ্ব নবী’, ‘কাব্যকাহিনী’, ‘বুলবুলিস্তান’, ‘বনি আদম’, ‘গীতিসঞ্চয়ন’ ইত্যাদি। ‘প্রার্থনা’ কবিতাটি ‘তারানা-ই পাকিস্তান’ কাব্যগ্রন্থের। ১৯৬৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।



## ছোটমামার গল্প

[গ্রীষ্মের ছুটিতে মা আর ছোটফুফুর সাথে মামার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে রাবেয়া ও রাকিব। বড়মামা রেলস্টেশনে এসেছেন ওদেরকে নেবার জন্য। ট্রেন থেকে নেমে মা ও ছোটফুফু সালাম করবেন বড়মামাকে। এখান থেকে নাটকের শুরু।]

- মা : আসসালামু আলাইকুম, বড় ভাইজান!
- বড়মামা : ওয়ালাইকুম আসসালাম। পথে তোমাদের কোনো কষ্ট হয় নি তো?
- ছোটফুফু : জি না, ভাইজান।
- বড়মামা : তুমি কেমন আছো রানু? অনেকদিন পর তোমার সাথে দেখা হল।
- ছোটফুফু : জি, ভালো আছি।

[এবার বড়মামা তাকাবেন রাকিব আর রাবোয়ার দিকে।  
ওরাও ততক্ষণে বড়মামাকে সালাম করে ফেলবে।]

- বড়মামা : কী খবর তোমাদের? ক'দিনের ছুটি?
- রাবেয়া : ছুটি আছে বড়মামা, কিন্তু মা বলেছেন সাত দিনের বেশি থাকা যাবে না।
- বড়মামা : আচছা আচছা, সে দেখা যাবে। আগে তো বাড়ি চল।  
[স্টেশন থেকে রিকশায় ওরা মামার বাড়ি যাবে। মামাবাড়িতে সবাই ঢুকবে। সেখানে তিন মামি, দুই মামা আর মামাতো ভাইবোনেরা ওদেরকে সাদরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাবে।]
- মেজমামি : রাকিব, রাবেয়া তোমরা পুকুর ঘাটে চলে যাও। হাত মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টে এসো। আমি তোমাদের খাবার দিচ্ছি।  
[ঘাটের দিকে যেতে যেতে রাকিব ও রাবেয়া মামাতো ভাইবোনদের সাথে কথা বলবে।]
- রাকিব : ঝন্টু, এবার নতুন খবর বল।
- ঝন্টু : জানিস, ছোটচাচা একেবারে বদলে গেছেন।
- রাবেয়া : সে কী রকম? বদলে গেছেন মানে?
- ঝন্টু : আগে ছোটচাচা প্রতिसন্ধ্যায় ঘণ্টা ধরে আমাদের বিজ্ঞান, বাংলা আর ইংরেজি পড়াতেন। খুব একঘেয়ে লাগতো আমাদের। এখন ছোটচাচা রোজ এত এত গল্প বলেন। গল্পগুলো শুনতে একেবারে অন্য রকম।
- রাকিব : সত্যি! শুধু গল্প বলেন! এখন আর তোরা পড়িস না?
- মন্টি : পড়ি, তবে সেই গল্পগুলোতে এমন কিছু আছে যে তোর শুধু শুনতেই ইচ্ছে করবে। আর ক্লাসে শিক্ষক যখন পড়াবেন তখন সেই পড়াগুলো, নতুন নতুন পাঠগুলো খুব ভালো লাগবে।
- রাবেয়া : সত্যি! তাহলে আজ সন্ধ্যায় আমরাও ছোটমামার কাছে গল্প শুনব।  
[হাতমুখ ধুয়ে খাবার ঘরে ওরা খেতে বসবে। তখন মেজোমামার সাথে ওদের কথা হবে।]
- মেজমামা : বলো দেখি, এবার কী কী প্ল্যান করে এসেছ? গত বছর তোমরা সাঁতার শিখেছিলে। এবার কী করবে?

- রাকিব : মেজোমামা! আমি গাছে চড়া শিখতে চাই।
- মেজোমামা : আচ্ছা, এবার সত্যিকার বাঁদর হতে চাও? [সবাই হেসে উঠবে] মনে রেখো, এটা সহজ কাজ না। প্রথমে একটু ব্যথা ট্যাথা পাবে। হাত-পা ও ছিলে যেতে পারে। সহ্য করতে পারবে তো?
- রাকিব : হ্যাঁ মামা, পারব। তুমিই না বলেছিলে ‘হাঁটিতে শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড়’?
- মেজোমামা : বাহ্ বাহ্, যারা কষ্ট সহিষ্ণু তারা জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারে। রাবেয়া তুমি কী শিখবে?
- রাবেয়া : আমি ফণিমনসা গাছ দেখতে চাই, বৈঁচির ঝোপ চিনতে চাই, আর কেটে গেলে বা ছিড়ে গেলে কোন পাতার রস লাগাব তা জানতে চাই।
- মেজোমামা : আচ্ছা, থাক কয়েকদিন। শেখা হয়ে যাবে সবকিছু।  
[দৃশ্য তৈরির জন্য ঘরের জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিয়ে ঘর অন্ধকার করতে হবে। মাটির কলসের ভেতরে মুখ লাগিয়ে শ্ শ্ শ্ আওয়াজ করলেই সোঁ সোঁ সোঁ বাতাসের ধ্বনি পাওয়া যাবে। ঘরের মধ্যে লণ্ঠন বা কুপিবাতি বা চার্জার জ্বালিয়ে গল্পের আসরের পরিবেশ তৈরি করা যাবে।]
- রাবেয়া : ছোটমামা, আজ তুমি কী গল্প শোনাবে?
- ছোটমামা : উঁহু ‘কী’ নয়, বলো কী কী গল্প। তার মানে আমি তোমাদের অন্তত দু-তিনটে গল্প বলব।
- রাকিব : তুমি খুব ভালো ছোটমামা।
- ছোটমামা : শোনো, তোমরা তো জান, গরু মহিষ এগুলো খুবই উপকারী জন্তু। এগুলো ছাড়া আমরা কৃষিকাজ চালাতেই পারি না। গরুর চামড়া, গোবর, দুধ এসব আমাদের জন্য উপকারী। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেছেন, গরু যে বাতাসে শ্বাস ফেলে সেই বাতাসের মধ্যে সমস্যা আছে।
- রাবেয়া : কেন? সমস্যা কেন? প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস না থাকলে ওরা বাঁচবে কী করে?
- ছোটমামা : সে-ই তো কথা! ওরা প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসেই বেঁচে আছে। আর বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বলেছেন, গরু যে নিঃশ্বাস ছাড়ে তার সাথে বেরিয়ে আসে মিথেন গ্যাস। এই

মিথেন গ্যাস কিন্তু বায়ুকে দূষিত করে।

ঝন্টু : ছোটচাচা, গরুর সামনে আমরা যদি শ্বাস নিই তাহলে কি আমাদের ক্ষতি হবে?

ছোটমামা : না রে বোকা, সে রকম নয়। তোমরা কি জানো যে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড হচ্ছে একটি গ্রিন-হাউস গ্যাস? আর আমরা যে শ্বাস ফেলি তাতেও রয়েছে কার্বন- ডাই-অক্সাইড গ্যাস।

রাবেয়া

ও

রাকিব : হ্যাঁ মামা, আমরা পত্রিকায় গ্রিন-হাউস ইফেক্টের কথা পড়েছি, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দূষিত হয়ে যাচ্ছে।

ছোটমামা : মিথেন গ্যাসও গ্রিন-হাউস গ্যাস।



- সবাই : আশ্চর্য! আমরা একথা জানতাম না।
- ছোটমামা : শোনো, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পৃথিবীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের যত কিছু আছে সব আমরা জানতে পারি নি। এমন কি পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যেও যে কত বৈচিত্র্য আছে এখনও আমরা তার সবটুকু জানি না।
- মৌ : ছোটচাচা, গন্ধের গন্ধ পাচ্ছি। তুমি নিশ্চয়ই এখন কোনো অদ্ভুত প্রাণীর গন্ধ বলবে।
- ছোটমামা : মৌ তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। অদ্ভুত প্রাণীর গন্ধ নয়, এবার বলব চেনা প্রাণীরই অজানা একটা স্বভাবের কথা। গল্পটা টেক্সাসের টিকটিকি নিয়ে। এই টিকটিকির বিপদে পড়লে আক্রমণকারীর দিকে রক্ত ছুঁড়ে দেয়। আর এই রক্ত বেরিয়ে আসে টিকটিকির চোখ থেকে। এতে ওদের শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। আর তারা এভাবে আত্মরক্ষা করে।
- রাকিব : আমাদের টিকটিকিগুলোও কিন্তু অদ্ভুত, তাই না ছোটমামা? ওদের লেজ ধরলে ওরা লেজ ফেলে পালিয়ে যায়। পরে আবার তা গজায়।
- ছোটচাচা : ঠিক বলেছ। তোমার পর্যবেক্ষণশক্তি আছে। প্রকৃতির অনেক রহস্যের সমাধান করা যায় পর্যবেক্ষণের গুণ থাকলে। টিকটিকির লেজ খসিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কাহিনী শুনে আমার মনে পড়ল কাঁকড়ার কথা। উপকূল অঞ্চলে যাদের বাড়ি তারা জানে কাঁকড়াও নিজের পা খসিয়ে ফেলতে পারে। এতে কাঁকড়ার কোনো ক্ষতি হয় না। পরে আবার তা গজায়।
- ঝন্টু : ছোটচাচা, এগুলো কি তুমি আবিষ্কার করেছ?
- ছোটচাচা : আরে না। এগুলো আমার অনেক আগেই সাধারণ মানুষেরা পর্যবেক্ষণ করে জেনেছেন।
- রাবেয়া : ছোটমামা, আমার কাছে সবগুলো গল্প কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হচ্ছে। এ রকম কত কাহিনী তুমি জানো?
- ছোটমামা : এগুলো স্বপ্ন নয় ভাগ্নী, এগুলো সত্য।
- মৌ : ছোটচাচা, আজ এখানেই শেষ কর না, আরো গল্প বল।
- ছোটচাচা : শোনো, গন্ধের তো শেষ নেই। আরো অনেক গল্প বলব। তবে আজ নয়, আগামীকাল।

- রাকিব : আগামীকাল কী কী গল্প বলবে?
- ছোটচাচা : আগামীকাল ফ্লাইং সসারের গল্প বলব।
- মন্টি : ফ্লাইং সসার মানে কী?
- ছোটচাচা : সে এক অদ্ভুত জিনিস। ফ্লাইং সসারের মানে হল উড়ন্ত পিরিচ। কেউ কেউ মনে করে, ভিনগ্রহের অজানা প্রাণীরা পিরিচের মতো অদ্ভুত এক উড়ন্ত যানে করে পৃথিবীর আকাশে ঘুরে গেছে। এ নিয়ে অনেক গল্প আছে।
- ঝান্টু : ছোটচাচা বল না সেই গল্পটা।
- ছোটচাচা : নাহ, আজ থাক। আগামীকাল গল্পটা শুনবে। এখন তোমাদের পাঠ্যবই পড়ার সময়। যাও পড়তে বস।

## পাঠ শিখি

### ১. শব্দের অর্থ শিখি ও নতুন বাক্য লিখি

**সাদরে-** আদরের সঙ্গে। মেহমান এলে সাদরে বরণ করতে হয়।

**ঘাট-** পুকুর, নদী, খালে ওঠানামার জায়গা। ঘাটের পাশে সারি সারি নৌকা বাঁধা আছে।

**হাঁটিতে-** হাঁটতে। শিশুটি হাঁটিতে পছন্দ করে।

**কেহ-** কেউ। এই ক্লাসের কেহই মিথ্যা বলে না।

**সহিষ্ণু-** সহনশীল, সহ্য করবার শক্তি যার বেশি। আমার মা কষ্ট সহিষ্ণু মানুষ।

**আসর-** সভা, বৈঠক, মজলিশ। নানা বাড়িতে আজ গানের আসর বসবে।

**অপরিহার্য-** এড়ানো যায় না এমন, প্রয়োজনীয়। শিক্ষা সবার জন্য অপরিহার্য বিষয়।

**গ্রিন-** হাউস ইফেক্ট-পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনের অন্যতম কারণ গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া। এ প্রতিক্রিয়া বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে ওজনের স্তরকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা **পৃথিবীকে গ্রিন-** হাউস ইফেক্ট থেকে বাঁচাতে চান।

**টেক্সাস-** আমেরিকার একটি জায়গার নাম। বড় হয়ে আমি টেক্সাসে পড়তে যাব।

**আত্মরক্ষা-** নিজেকে রক্ষা করা। সব সময় আত্মরক্ষা করে চলা উচিত।

**উপকূল-** কূলের নিকটবর্তী স্থান। বাড়ি হলে উপকূল অঞ্চলের মানুষদের কষ্ট হয়।

**পর্যবেক্ষণ-** মন দিয়ে দেখা, নিরীক্ষণ। জীবাণু পর্যবেক্ষণ করে রোগ নির্ণয় করা হয়।

**ভিনগ্রহ-** অন্য গ্রহ । ভিনগ্রহে মানুষের চেয়ে উন্নত প্রাণী আছে বলে মনে করা হয় ।

**ফ্লাইং সসার-** উড়ন্ত পিরিচ, কাল্পনিক মহাকাশ যান । শিশুদের মতো বয়স্করাও ফ্লাইং সসারের গল্প শুনতে খুব ভালোবাসেন ।

## ২. জেনে রাখি

ছাত্র, শিক্ষক, লেখক, বুদ্ধিমান এই শব্দগুলো পুরুষবাচক শব্দ ।

ছাত্রী, শিক্ষিকা, লেখিকা, বুদ্ধিমতী এই শব্দগুলো নারীবাচক শব্দ ।

**নিচের শব্দগুলো থেকে পুরুষবাচক শব্দ ও নারীবাচক শব্দগুলো আলাদা করে দুটি তালিকা তৈরি করি :**

দাদা, চাচি, কাকা, নানা, ফুফু, দাদি, চাচা, নানি, ফুফা, কাকি ।

৩. যখন বলা হয় বইগুলো, শব্দগুলো, কলমগুলো, প্রশ্নগুলো, তখন আমরা বুঝি অনেক বই, অনেক শব্দ, অনেক কলম, অনেক প্রশ্ন । আবার যখন বলা হয় আপনারা, যারা, তাঁরা, আপনাদের, তাদের, তখন আমরা একজনের পরিবর্তে বহুজন বুঝি । তার মানে- ‘গুলো’, ‘রা’, ‘দের’ ইত্যাদি ব্যবহার করে আমরা বহুবচন বা একের চেয়ে বেশি আছে তা বোঝাই । এই পাঠে বহুবচন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এমন শব্দগুলো খুঁজে একটি তালিকা তৈরি করি ।

## ৪. সংক্ষেপে উত্তর বলি ও লিখি

- ক) গ্রীষ্মের ছুটিতে কে কে বেড়াতে গিয়েছিল?
- খ) বান্টুর ছোটচাচা প্রতি সন্ধ্যায় কী করেন?
- গ) রাকিব ও রাবেয়া মেজমামার কাছ থেকে কী কী শিখতে চেয়েছিল?
- ঘ) গরু যখন শ্বাস ফেলে তখন ভেতর থেকে কোন বিশেষ গ্যাস বেরিয়ে আসে?
- ঙ) গ্রিন-হাউস ইফেক্টের জন্য দায়ী দুটি গ্যাসের নাম বলি ও নামগুলো খাতায় লিখি ।
- চ) বাংলাদেশের টিকটিকির লেজ ধরলে টিকটিকি কী করে?
- ছ) মানুষের নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসা কোন গ্যাসটি গ্রিন-হাউস গ্যাস?

## ৫. বর্ণনামূলক উত্তর বলি ও লিখি

- ক) টেক্সাসের টিকটিকিরা আত্মরক্ষা করার সময় কী করে?
- খ) টিকটিকির লেজ ও কাঁকড়ার পা নিয়ে গল্পটি বলি ও লিখি ।
- গ) গরু-মহিষের নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসা গ্যাসের গল্পটি বলি ও লিখি ।

# সব পেয়েছির দেশে

সুনির্মল বসু

গল্প না ভাই, কল্পনা নয়,  
স্বপন-বুড়ো এসে  
আমায় নিয়ে উধাও হোলো  
সব-পেয়েছির দেশে ।  
স্বপন-বুড়োর লম্বা দাড়ি,  
পোষাকটি তার রং-বাহারী,  
আমায় নিয়ে দিচ্ছে পাড়ি  
হাল্কা-হাওয়ায় ভেসে;  
সব-পেয়েছির দেশে রে ভাই,  
সব-পেয়েছির দেশে ।  
স্বপন-বুড়ো, রসিক-চুড়ো  
নিদ্-মহলের রাজা,  
থুরথুরে তার শরীর বটে,  
মনটি আজও তাজা;  
সব-পেয়েছির দেশে চলো  
সকল ছেলে মেয়ে,  
উঠব মেতে সবাই সেথায়  
সকল জিনিস পেয়ে,  
সেথায় হাসির ঝর্ণা হাসে,  
আমোদ খুশির বন্যা আসে,  
মাতিয়ে তোলে শিশুর দলে  
অসীম ভালোবেসে,  
সব-পেয়েছির দেশে রে ভাই  
সব-পেয়েছির দেশে ।



বাংলাদেশের কিশোর-শিশু  
তোমরা যারা আছো,  
নাচার মতো নাচো তারা  
বাঁচার মতো বাঁচো ।  
আধ-মরা আর ঘুণে ধরারা  
বুড়োর কথা শুনবে যারা,-  
সত্যিকারের মানুষ তারা  
হবেই অবশেষে-  
সব-পেয়েছির দেশে রে ভাই  
সব-পেয়েছির দেশে ।



## পাঠ শিখি

### ১. জেনে নিই

সব-পেয়েছির দেশ নামে এক কাল্পনিক দেশ আছে যেখানে গেলে সবকিছু পাওয়া যায় । সেই দেশে অন্য কোনো যানবাহনে চড়ে যাওয়া যায় না । সেখানে যেতে হয় স্বপন-বুড়োর সাথে । সেখানে আছে শুধুই অনাবিল হাসি আর অফুরন্ত আনন্দ । গুরুজনদের উপদেশ মতো লেখাপড়া শিখে বাঁচার মতো বাঁচতে শিখলে সত্যিকারের মানুষ হলে তবেই জীবন হয় সুখের ও আনন্দের । আর সত্যিকারের মানুষ হতে পারলেই ইচ্ছে পূরণ হয় । যাওয়া যায় সব-পেয়েছির দেশে; পাওয়া যায় সবকিছু । বাংলাদেশকেও গড়ে তোলা যায় সব-পেয়েছির দেশ হিসেবে ।

### ২. শব্দার্থ জেনে নেই

স্বপন- স্বপ্ন (শব্দটি কাব্যে ব্যবহৃত হয়)

উধাও- অদৃশ্য/নিরুদ্দেশ

বাহারী- চটকদার/শোভন/সুন্দর

পাড়ি- পার/একপার থেকে অন্যপারের দিকে যাওয়া

হালকা- লঘু/অল্প ভার এমন

হাওয়া- বাতাস

রসিক- রসিকতা পটু/হাস্যরস বোঝেন এমন ব্যক্তি

নিদ্- নিদ্রা (পদ্যে ব্যবহৃত)

মহল- ভবন/গৃহ/বাড়ি

তাজা- টাটকা/নতুন/সতেজ

মেতে- মত্ত হয়ে/উল্লসিত হয়ে/আগ্রহের সঙ্গে/বিভোর হয়ে

সেথায়- যেখানে (পদ্যে ব্যবহৃত শব্দ)

ঘুণ- কাঠ ধ্বংসকারী পোকা বিশেষ

অবশেষে- সমাপ্তির/সবশেষে

## ২. সংক্ষেপে বলি ও লিখি :

ক. কে এসে, কাকে নিয়ে, কোথায় উধাও হল?

খ. স্বপন-বুড়োর দাড়ি ও পোষাক কেমন তা বলি ও লিখি।

গ. নিদ্-মহলের রাজা কে?

ঘ. নিদ্-মহল মানে কী?

ঙ. স্বপন-বুড়োর শরীর ও মনটি কেমন?

চ. সকল ছেলে মেয়ে কোথায় যাবে?

ছ. সব-পেয়েছির দেশে কী কী হয়?

জ. বাংলাদেশের কিশোর-শিশু কীভাবে নাচবে ও কীভাবে বাঁচবে?

ঝ. সত্যিকারের মানুষ হবার জন্যে কার কথা শুনতে হবে?

## ৩. কবিতাটি পরের চরণ লিখি :

উঠবে মেতে সবাই সেথায়

.....

সেথায় হাসির ঝর্ণা হাসে,

.....

মাতিয়ে তোলে শিশুর দলে

..... ।

৪. নিচের বাঁ পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দ কবিতার মতো মিলাই

|             |        |
|-------------|--------|
| স্বপন       | ধরা    |
| সব-পেয়েছিল | বাহারী |
| লম্বা       | বন্যা  |
| রং          | চূড়ো  |
| রসিক        | বুড়ো  |
| হাসির       | মরা    |
| খুশির       | দাড়ি  |
| আধ          | দেশে   |
| ঘুণ         | ঝর্ণা  |
| সত্যিকারের  | মানুষ  |

৫. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৬. কবিতাটির প্রথম স্তবক না-দেখে লিখি।

৭. শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি :

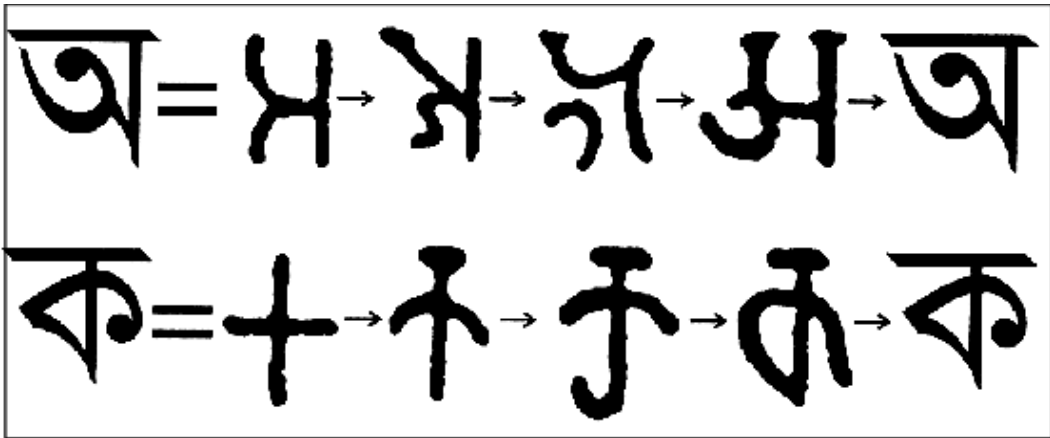
গল্প, কল্পনা, উদ্ভাও, পোষাক, তাজা, ঝর্ণা, বন্যা, কিশোর, মানুষ, অবশেষে।

৮. কবিতার অন্ত্যমিলের শব্দগুলো লিখি।

**কবি পরিচিতি :** কবি সুনির্মল বসু ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে বিহারের গিরিডিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিশু সাহিত্যিক। শিশুদের জন্য ছড়া, কবিতা, গল্প, কাহিনী, রূপকথা, ভ্রমণকাহিনী, কৌতুকনাট্য ইত্যাদি তিনি লিখেছেন। ছানাবড়া, হৈচৈ, বেড়ে মজা, কথা শেখা, শতুরে মামা, বীর শিকারী ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

## লিপির গল্প

- শিক্ষক : আমি আজ একটি গল্প বলবো। গল্প হলেও এর কিছুটা সত্য, কিছুটা অনুমান, আর কিছুটা বানানো।
- মনজুলা : স্যার, আমারও গল্প বানাতে ভালো লাগে।
- শিক্ষক : খুব ভালো। গল্প বানাতে হলে কিন্তু গল্প শুনতে হবে, গল্প পড়তে হবে, গল্প লিখতেও হবে।
- আলো : আচ্ছা, এখন আমরা গল্প শুনব। কিন্তু কোন গল্প? রাক্ষস-খোক্ষসের গল্প, ব্যাঙ্গামা-ব্যাঙ্গামীর গল্প, নাকি সুয়োরানী-দুয়োরানীর গল্প?
- শিক্ষক : তোমরা তো অনেক গল্প জান। আজ একটা নতুন গল্প বলব। লিপির গল্প।
- অনজু : লিপির গল্প! শুনিনি তো কোন দিন!
- শিক্ষক : লিপি মানে লেখা। কোনো শব্দ শুনে লেখা, জিনিস দেখে লেখা। চিন্তা করে মনের কথা লেখা। এই লেখা কেমন করে মানুষ পেল, কেমন করে আবিষ্কার করল, কেমন করে অভ্যাস করল- তাই বলব। লিপির গল্প মানে লেখার ইতিহাস।



- হাসান : মজা তো!
- শিক্ষক : অনেক দিন আগের কথা। একশো, দু'শো বছর নয়, এক হাজার দু'হাজার বছর নয়, প্রায় ছয়-সাত হাজার বছর আগে পৃথিবীর লোকজন লিখতেও জানতো না, পড়তেও জানতো না। জানবে কী করে? তখনতো বর্ণ বা অক্ষর কিছুই ছিল না।
- আদিত্য : অ্যাঁ, বর্ণমালা ছিল না? অক্ষরও ছিল না, মানে অ আ ক খ কিছুই ছিল না!
- শিক্ষক : সত্যিই কোনো ভাষার কোনো বর্ণমালা, অর্থাৎ অক্ষর বা হরফ কিছুই ছিল না। তখন লেখাপড়া জানা লোক ছিল না, সাক্ষর লোক ছিল না।
- আমিনা : তাহলে তারা চিঠি লিখতো কী করে?
- শিক্ষক : তখন চিঠিপত্র ছিল না, বইপত্র ছিল না, কালি কলম ছিল না। আমাদের বাবা, মা, দাদা, দাদিরা ছোটদের জন্য গল্প বানাতেন আর পাহাড়ের গুহায় বসে রাতে চাঁদের আলোতে গল্প বানিয়ে বানিয়ে শিশুদের ঘুম পাড়াতেন। বড়রা গল্প বলতেন আর ছোটরা গল্প শুনতো। গল্প শুনে শুনে বড় হয়ে নিজেরা আবার ছোটদের গল্প শোনাতে।
- সুজিত : আচ্ছা, ভুলে গেলে কী করতো?
- শিক্ষক : তুমি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছ। ভুলে গেলে তখন আর গল্পটা বলতে পারতো না। আবার নতুন করে নতুন গল্প বানাতে হতো। সে জন্যেই ভুলে যাওয়ার বিপদ থেকে বাঁচার জন্য লিপি তৈরির চিন্তা মাথায় এল। শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া কথাকে রেখার বন্ধনে বন্দি করার ফন্দিই হল লিপি।
- নাহিদ : এখন যেমন কথাবার্তা, গান বাজনা, আবৃত্তি, বক্তৃতা ক্যাসেটে ধরে রাখা হয় সে রকম।
- শিক্ষক : ঠিক বলেছ, অনেকটা তাই। এখন যন্ত্রের বাক্সে কথাকে বন্দি করে রাখা হয়, তখন হাতে আঁকা রেখায় কথাকে বন্দি করে রাখা হতো। কথাকে রেখার বন্ধনে বন্দি করে রাখার জন্যই তৈরি হল লিপি। লিপিকে কেউ বলেন লিখন পদ্ধতি, কেউ বলেন বর্ণমালা, কেউ বলেন হরফ, কেউ বলেন অক্ষর, কেউ বলেন 'অ্যালফাবেট'। মানুষ যেদিন লিপি দিয়ে কথাকে বন্দি করে রাখতে শিখল সেদিন থেকেই মানুষের সভ্যতার পথে নতুন যাত্রা শুরু হল।

- হাসান : কে লিপি আবিষ্কার করলেন?
- শিক্ষক : প্রাগৈতিহাসিক কালে কে কখন কীভাবে লিপি আবিষ্কার করেছিলেন তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারবে না। আধুনিক কালে যারা এ ধরনের কাজ করেছেন তাঁদের কারও কারও নাম জানা যায়। যেমন, কোরিয়ান রাজা সে জং এবং ধর্মযাজক সন্ত সিরিল।
- টমাস : বাংলা লিপি কীভাবে এল?
- শিক্ষক : বাংলা লিপি কে প্রচলন করেছেন তা জানা যায় না। প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে অশোক লিপি, অশোক লিপি থেকে কুটিল লিপি এবং কুটিল লিপি থেকে বঙ্গালিপি রূপান্তরিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এই বঙ্গালিপিই বাংলা লিপির পুরানো নাম।
- শিউলি : স্যার, পৃথিবীতে কত লিপি ছিল ?
- শিক্ষক : কত লিপি ছিল তা সঠিক জানা নেই। তবে অনেক লিপি কালে কালে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনেক লিপির নমুনা পাওয়া গেছে, যেমন : মহেঞ্জোদারোর লিপি, মিশরীয় লিপি। তবে, এগুলোর পাঠ উদ্ধারের জন্য এখনও ভাষা বিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা আরো গবেষণা করছেন। তোমরা বড় হয়ে প্রাচীন লিপি সম্পর্কে আরো তথ্য জানতে পারবে।
- সকলেই : স্যার, আপনার মুখে লিপির কথা শোনার পর আমাদের আরও জানতে ইচ্ছে করছে। বড় হয়ে আমরা লিপি সম্পর্কে আরো জানতে চাই।

## পাঠ শিখি

### ১. জেনে নিই

লিপির গল্পটি ভাষার প্রতীক চিহ্ন হিসেবে বর্ণমালা কীভাবে আস্তে আস্তে একটি রূপ পায় তার একটি ধারণা কথোপকথনের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে লিপিমালা আবিষ্কারের তথ্য জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

## ২. শব্দার্থ শিখি ও বাক্যে ব্যবহার করি

**আবিষ্কার**— উদ্ভাবন, নতুন কিছু তৈরি। মানুষ কালে কালে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে।

**অভ্যাস**— স্বভাব। চা খাওয়ার সময় বাবার পত্রিকা পড়ার অভ্যাস।

**সাক্ষর**— অক্ষরজ্ঞান, বর্ণ চেনে এমন। সাক্ষর লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

**বন্ধন**— বাঁধন। মানুষের সাথে মানুষের প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হোক।

**অ্যালফাবেট (Alphabet)** - বর্ণমালা। ইংরেজি অ্যালফাবেটে ২৬টি অক্ষর আছে।

**বঙ্গলিপি**— বাংলা ভাষার অক্ষর, বর্ণ বা হরফ। বাংলা লিপির পুরানো নাম বঙ্গলিপি।

**রূপান্তর**— পরিবর্তন। বাক্যটি সাধু থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করি।

## ৩. বাক্য রচনা করি

গল্প, শিক্ষক, আনন্দ, চিন্তা, আবিষ্কার, বর্ণমালা, সাক্ষর, প্রাচীন, লিপি।

## ৪. শূন্যস্থান পূরণ করি

তুমি খুব — প্রশ্ন —।

ভুলে গেলে — হয়ে যেতো।

গল্পটা আর — না।

আবার নতুন করে নতুন — বানাতে হতো।

## ৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি

ক) লিপি বলতে কী বুঝি তা বলি ও লিখি?

খ) লিপি তৈরির চিন্তা এল কীভাবে?

গ) লিপি আবিষ্কারকদের নাম লিখি।

ঘ) বাংলা লিপি কীভাবে এল?

ঙ) লিপির গল্পটি সংক্ষেপে বলি।

২০১০ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৪-বাং

পরনিন্দা ভাল নয় ।



দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ২)-এর  
আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে :